Contents

পঞ্চম বর্ষ

নবম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

• সম্পাদক •

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৷৩

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬৷৷০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীছ

পঞ্চম বর্ষ—নবম সংখ্যা

১৩৭৪ হিঃ। বাং ১৩৬১ সাল।

বিষয়সূচী

	বিষয়ঃ—		লেখকঃ—		পৃষ্ঠা :—
১।	সমস্যার সমাধান পদ্ধতি ও অনুসরণীয় ইমামগণের রীতি	...	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী	...	৩৩৭
২।	জঙ্গে খন্দক বা পারখার যুদ্ধ	...	মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, এম, এ,	...	৩৪৯
৩।	সোনালী স্বপন (কবিতা)	...	গোলাম কাদির	...	৩৫৪
৪।	ভূ-স্বর্গে দাসত্ব	...	মূল : আবু উবায়দ		
		...	অনুবাদ : ইব্‌নে সিকন্দর	...	৩৫৭
৫।	আমার পাকিস্তান (কবিতা)	...	আঃ কাঃ শঃ নূরমোহাম্মদ বিদ্যাবিনোদ ...	...	৩৬২
৬।	সংগীত চর্চা (বিচার ও আলোচনা)	...	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী	...	৩৬৩
৭।	জিজ্ঞাসা ও উত্তর : (৫৫) পীরের ধ্যান	...	মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী (রহঃ)	...	৩৭১
৮।	বিশ্ব পরিক্রমা	...	সহকারী সম্পাদক	..	৩৭৫
৯।	একখানা পত্র	...	মওলানা ছৈয়েদ দাউদ গযনভী	...	৩৭৭
১০।	সাময়িক প্রসংগ (সম্পাদকীয়)	...	সম্পাদক	...	৩৭৮
১১।	পূর্ব-পাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের সাহায্য ভাণ্ডার		... ...	...	৩৮১
১২।	জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার	...	সেক্রেটারী	...	৩৮২

আল-হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউসের নিবেদন

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেবের অমর অবদান :

১। কলেমায় তৈয়েবা— মূল্য ১৷৷০
২। পাকিস্তানের শাসন সংবিধান „ ২।০
৩। ছিয়ামে রামাযান— „ ।৵০
৪। ঈদে কোরবান — „ /০
৫। যউউল লামে' (উর্দু) — মূল্য ১৲
৬। তারাবীহর নমায ও জামাআত— মূল্য ১৷৷০
৭। মুছাফাহা-এক হস্তে না দুই হস্তে মূল্য ।৵০

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

পঞ্চম বর্ষ—নবম সংখ্যা

সমস্যার সমাধান পদ্ধতি
ও
অনুসরণীয় ইমামগণের রীতি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী

ইমাম শাফেয়ী সম্বন্ধে বিদ্বানগণের সাক্ষ

জগদ্‌বরেণ্য ইমাম মালিক বিনে আনাছ (রহঃ) বলেন যে, শাফেয়ী অপেক্ষা অধিকতর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন কোন কোরায়শী আমার নিকট কোন দিন আগমন করেন নাই। ১

ইমাম আবু হানীফার শ্রেষ্ঠ ছাত্র হানাফী মযহবের সংকলয়িতা ইমাম মোহাম্মদ বিনুল হাছান (১৩১—১৭৯) বলেন যে, আহলেহাদীছগণ যদি কোন দিন কথা বলেন, তাহাহইলে শাফেয়ীর ভাষাতেই বলিবেন। ২

ان تكلم اصحاب الحديث يوما فبلسان الشافعى -

আহ্‌লে ছুন্নতগণের অপ্রতিদ্বন্দী ইমাম আহমদ-বিনে হাম্বল (১৬৪—২৪১) বলেন যে, পৃথিবীতে এমন কোন বিদ্বান নাই, যিনি দোয়াত কলম স্পর্শ করিয়াছেন, অথচ তাঁহার স্কন্ধে শাফেয়ীর অনুগ্রহ নাই। ৩

ما احد من اهل الحديث محبرة ولا قلما الا والشافعى فى رقبته منة -

ইমাম হাছান বিনে মোহাম্মদ বিনে ছাব্বাহ যঅফ্‌রাণী (—২৬৯) বলেন, আহ্‌লেহাদীছগণ সকলেই ঘুমন্ত ছিলেন, শাফেয়ী আসিয়া তাঁহাদিগকে জাগরিত করিলেন। ৪

كان اصحاب الحديث رقودا حتى ايقظهم الشافعى -

ইমাম ইউনুছ বিনে আবদুল আ'লা ইবনে ময়-

১ মুখ্‌তছর মু'মল ৪ ও ৫ পৃঃ
২ তওয়ালীউত্‌তাছীছ—ইবনেহজর ৫৮—৫৯ পৃঃ
৩ তওয়ালীউত্‌তাছীছ—ইবনেহজর ৫৮—৫৯ পৃঃ
৪ তওয়ালীউত্‌তাছীছ—ইবনেহজর ৫৮—৫৯ পৃঃ

www.ahlehadeethbd.org

ছরা ছদফী (১৭০—২৬৪) বলেন যে, পৃথিবীর সমুদয় অধিবাসীর অর্ধেক বুদ্ধি যদি ইমাম শাফেয়ীর বুদ্ধির সহিত ওযন করা হয়, তাহাহইলে শাফেয়ীর বুদ্ধির ওযন বাড়িয়া যাইবে। ৫

ইমাম আবু ছওর ইবরাহীম বিনে খালিদ—বাগ্দাদী (—২৪০) বলেন যে, শাফেয়ী ছুফ্য়ান ছওরী ও ইবরাহীম নখয়ী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ফকীহ—ছিলেন। ৬

ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল ইহাও বলিয়াছেন যে, শাফেয়ীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পূর্ব আমি নাছিখ ও মন্ছুখ হাদীছ চিনিতামনা। ৭

ما عرفت ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالست الشافعي -

তিনি আরও বলিয়াছেন যে,—দুনিয়ার পক্ষে সূর্য আর দেহের পক্ষে সুস্থতা যেরূপ, বিদ্বানগণের জন্ম শাফেয়ীও তদ্রূপ। ৮

الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن -

ইমাম হিলাল বিনুল উলা বিনে হিলাল আল বাহেলী (—২৮০) বলেন যে, আহলে—হাদীছরা সকলেই—ইমাম শাফেয়ীর পরিবারভুক্ত। তিনি তাঁহাদের জন্ম অবরুদ্ধ তালা খুলিয়াছেন। ৯

اصحاب الحديث عيال على الشافعي فتح لهم الاقفال -

ইমাম আবদুর রহমান আবু শামা (৫৯৬—৬৬৫) স্বীয় মু'মল গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যে সকল মুজ্তাহিদ ইজ্তিহাদের বিদ্যা পৃথিবীর সকল প্রান্তে—সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহবা কোরআনের বিদ্যায় অধিকতর পারদর্শী ছিলেন, কাহারও জ্ঞান ছুন্নতের বিদ্যায় প্রখরতর ছিল, কেহবা আরাবী সাহিত্যে অধিকতর দক্ষতা রাখিতেন আর কেহ মছ্আলা আবিষ্কারের কার্যে কুশাগ্র বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু উল্লিখিত বিদ্যাগুলিতে তুল্যভাবে কোন ইমামেরই অধিকার ছিলনা—একমাত্র ইমাম শাফেয়ী ব্যতীত. এই সকল বিদ্যায় তিনিই সর্বাপেক্ষা সুপণ্ডিত এবং গভীরতম জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। ১০

ইমামুল আয়েম্মা আবু ছুলায়মান দাউদ বিনে আলী আয্যাহেরী (২০১—২৭০) বলিয়াছেন, ইনি সেই শাফেয়ী মুত্তলেবী—যিনি স্বীয় সূচ্যগ্র প্রতিভা দ্বারা মানব সমাজকে গৌরবান্বিত এবং স্বীয় বলিষ্ঠ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা বিদ্বজ্জন মণ্ডলীকে পরাভূত এবং স্বীয় শৌর্য দ্বারা পরাস্ত এবং ধর্মপরায়ণতা এবং সাধুতা ও বংশমর্যাদা দ্বারা তাঁহাদের উপর জয়যুক্ত হইয়াছেন। স্বীয় প্রভুর গ্রন্থের ধারক এবং রছুলের (দঃ) ছুন্নতের অনুসারী, বিদ্আতীগণের নেতৃবৃন্দের নিশ্চিহ্নকারী, তাহাদের আচরণে কালিমাসিক্তকারী এবং কোরআনে—কথিত বাত্যাবিক্ষুব্ধ উদ্ভিদ পত্রের ন্যায় তাহাদের চূর্ণ বিচূর্ণকারী। ১১

فاصبحهم هشيما تذروه الرياح -

ইমাম ইয়াফেয়ী লিখিয়াছেন যে, ইমাম শাফেয়ীর সহিত তর্কযুদ্ধে ইমাম মোহাম্মদ বিনুল হাছানের পরাজয়ের কথা খলীফা হারুন রশীদ শুনিতে পাইয়া বলিয়াছিলেন যে, মোহাম্মদ বিনুল হাছান যতই বিদ্বান হউন না কেন (এই) কোরায়শী পুরুষের সহিত বিতর্কে প্রবৃত্ত হইলে তিনি মোহাম্মদ বিনুল হাছানকে অবশ্যই পরাভূত করিবেন। পুনশ্চ যখন খলীফা শুনিতে পাইলেন যে, তিনি ইমাম শাফেয়ীকে যে সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন শাফেয়ী তাহার সমস্তই দীন দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন, খলীফা বলিলেন, মুত্তালিবের বংশধরগণ আভিজাত্য ও দানশীলতায় রছুলুল্লাহর (দঃ) পরিবারবর্গ অপেক্ষা কোন অংশেই ভিন্ন—নয়। ১২

বিখ্যাত সাধক ইমাম আবুল হাছান শাযলী মালেকীকে শয়খ শাহাবুদ্দীন ইবনুল মলীক শাফেয়ী বলিলেন যে, আমি আপনার সাহচর্য করিতে চাই কিন্তু আমার শর্ত এই যে, আমি শাফেয়ী মযহব পরিত্যাগ করিতে পারিবনা। শাযলী বলিলেন,—

৫ তওয়ালাউত্তাছীছ—ইবনেহজর ৫৮—৫৯ পৃঃ।
৬ ঐ ইবনে খল্লকান (১) ৪৪৭ পৃঃ
৭ ৮ ঐ
৯ মু'মল ৪—৫ পৃঃ
১০ মু'মল ৪—৫ পৃঃ
১১ ইয়াফেয়ী মিরআতুল জনান (২) ১৪ পৃঃ
১২ ঐ ১৫ পৃঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বহুত আচ্ছা! আপনি উক্ত মযহবে আরো দৃঢ় হউন, কারণ ইমাম শাফেয়ী কুতুব না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই। ১৩

স্বনামধন্য অর্থনীতি বিশারদ ইমাম আবু উবায়দ কাছিম বিনে ছল্লাম বাগ্দাদী (১৫৭—২২৪) বলেন যে, আমি শাফেয়ী অপেক্ষা কামিল পুরুষ আর কাহাকেও দর্শন করি নাই। পুনশ্চ বলেন যে, আমি কখনও কোন ব্যক্তিকে শাফেয়ীর ন্যায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-সম্পন্ন, পরহেযগার, প্রাঞ্জলভাষী এবং সাহসী পুরুষ দর্শন করি নাই। ১৪

রিজাল ও হাদীছ শাস্ত্রের জগদ্বরেণ্য ইমাম ইয়াহ্য়া বিনে মুঈন (১৫৮—২৩৩) একদা দেখিতে পাইলেন যে, ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল ইমাম—শাফেয়ীর খচ্চরের পিছনে পিছনে পদব্রজে ইমামকে অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন। ইবনে মুঈন ইমাম আহমদকে বলিলেন, আপনার একি অবস্থা? ইমাম আহমদ বলিলেন, চুপ করিয়া থাক! যদি তুমি এই খচ্চরের অনুসরণ করিয়া চলিতে পার তাহা-হইলে অনেক উপকৃত হইবে। ১৫

হাদীছ শাস্ত্র বিশারদগণের ইমাম, ইমাম—শাফেয়ীর ভূতপূর্ব উছতায আবদুর রহমান বিনে মহদী (১৩৫—১৯৮) [ইমাম শাফেয়ী ইহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, পৃথিবীতে এই ব্যক্তির তুলনা নাই—তহযীবুত্তহযীব (৬) ২৭৯ পৃঃ] ইমাম শাফেয়ী কর্তৃক বিরচিত কিতাবুর্‌রিছালা পাঠ করিয়া—বলিয়াছিলেন যে, আল্লাহ শাফেয়ীর মত কোন ব্যক্তিকে সৃষ্টি করিয়াছেন—আমার এরূপ ধারণা—নাই। ১৬

ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল আরো বলিয়াছেন যে, শাফেয়ী চারিটি বিষয়ে ডক্টর (فيلسوف) হইয়াছেন: অভিধান শাস্ত্রে, বিদ্বানগণের মতভেদে অলংকার বিদ্যায় এবং ফিক্‌হ শাস্ত্রে। তিনি আরও বলিয়াছেন, রছুলুল্লাহর ان الله يبعث على راس

১৩ ইয়াফেয়ী মিরআতুল জনান (২) ১৬ পৃঃ
১৪ ইয়াফেয়ী মিরআতুল জনান (২) ১৭ পৃঃ
১৫ ইয়াফেয়ী মিরআতুল জনান (২) ১৭ পৃঃ

(দঃ) হাদীছ—আল্লাহ كل مائة سنة من يجدد لهذه الامة دينها — প্রত্যেক শতাব্দীর— গোড়ায় এমন ব্যক্তি প্রেরণ করিবেন যিনি এই উম্মতের জন্য তাহাদের ধর্মের বিপর্যস্ত অংশের সংস্কার সাধন করিবেন। এই হাদীছ সূত্রে প্রথম শতকের মুজাদ্দিদ হইতেছেন তাবেয়ী-কুলাগ্রগণ্য আমীরুল মুমেনীন উমর বিনে আবদুল আযীয (৬১—১০১) আর দ্বিতীয় শতকের মুজাদ্দিদ হইতেছেন ইমাম মোহাম্মদ বিন ইদ্‌রীছ শাফেয়ী। ১৭

ভুবন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খল্লকান (৬০৮—৬৮১) তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন, শাফেয়ী বহু গুণসম্পন্ন, বহু গৌরবের অধিকারী, আপন যুগের অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় মহা বিদ্বান ছিলেন। কোর-আনের পাণ্ডিত্য, রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নতের প্রজ্ঞা, ছাহাবাগণের সিদ্ধান্তের অভিজ্ঞতা, বিদ্বানগণের—মতভেদ সম্বন্ধে দক্ষতা, আরবদের ভাষা, অভিধান, সাহিত্য ও কবিতায় গভীর জ্ঞান তাঁহার বিদ্যার সাগরে সংগম লাভ করিয়াছিল। ১৮

হুবহু এই ভাষাতেই ইমাম আবু মোহাম্মদ—ইয়াফেয়ী (—৭৬২) তাঁহার ইতিহাসেও শাফেয়ীর গুণ গাহিয়াছেন। ১৯

ইমাম মোহাম্মদ বিন্ ইদ্‌রীছ আবু হাতিম রাযী (১৯৫—২৭৭) বলিয়াছেন যে, যদি শাফেয়ী না হইতেন তাহা হইলে আহ্‌লে-হাদীছদিগকে অন্ধ হইয়া থাকিতে হইত। ২০

রছুলুল্লাহর (দঃ) পরিবারবর্গের সহিত অকৃত্রিম ও গভীর শ্রদ্ধার অপরাধে একদেশদর্শীর দল ইমাম শাফেয়ীকে রাফেযী, শিয়া প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করিয়াছিলেন। এই অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া খলী-ফার আদেশে যখন তিনি ধৃত হন, তখন ইমাম—শাফেয়ী তাঁহার স্বরচিত যে কবিতাটি পাঠ করিয়া-ছিলেন তাহা আমি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

১৬ ইয়াফেয়ী মিরআতুল জনান (২) ১৭ পৃঃ
১৭ ইয়াফেয়ী মিরআতুল জনান (২) ১৮ পৃঃ
১৮ ইবনে খল্লকান (২) ৪৪৭ পৃঃ
১৯ মিরআতুল জনান (২) ১৬ পৃঃ
২০ মিরআতুল জনান (২) ১৯ পৃঃ

www.ahlehadeethbd.org

ياراكب البيت قف بالمحصب من منى،
واهتف لساكن خيفها والناهض!
قف ثم ناد بانني لمحمد،
و وصيه وابنيه لست بباغض!
ان كان رفضا حب آل محمد،
فليشهد الثقلان انى رافضى!

হে মক্কার যাত্রী উষ্ট্র পৃষ্ঠের ছওয়ার! একবার মিনা প্রান্তরে, কংকর নিক্ষেপের স্থানে কিছুক্ষণের জন্য থামিও আর খীফ ও তদঞ্চলের অধিবাসীদের—ডাকিয়া বলিও! একটু দাঁড়াইও আর উচ্চকণ্ঠে বলিও—

আমি মোহাম্মদের (দঃ) পক্ষে এবং তাঁহার ওছী এবং তদীয় দুই পুত্রের পক্ষে—আমি বিদ্রোহী নই, যদি মোহাম্মদের (দঃ) পরিবারবর্গের প্রেম রাফেযী হইবার নিদর্শন হয় তাহা হইলে মানব দানব সকলেই সাক্ষী থাকুক যে, আমি রাফেযী!

জীবন সন্ধ্যা

ইমাম শাফেয়ী তাঁহার জীবনের শেষ পাঁচ বৎসর মিছরে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞান গরীমার যশঃ সৌরভে তাঁহার জীবদ্দশাতেই ইছলাম জগতের সকল প্রান্ত আমোদিত হইয়া উঠিয়াছিল। হানাফী ও মালিকী বিদ্বানগণের ইমামগণ দলে দলে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতেছিলেন। ১৯৫ হিজরী পর্যন্ত ইমাম শাফেয়ী ইমাম মালিকের মযহব অনুসরণ করিয়া চলিতেন এবং মালিকী বিবেচিত হইতেন কিন্তু যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, ইছলাম জগতের কতিপয় অঞ্চলে ইমাম মালিকের পূজা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং এই পূজা এরূপ উৎকট আকার ধারণ করিয়াছে যে, কতক স্থানে ইমাম মালিকের উক্তি রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ অপেক্ষাও অগ্রগণ্য বিবেচিত হইতেছে, তখন ইমাম শাফেয়ী রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রতি তাঁহার অন্তরে যে অনাবিল শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন, তাহার বশবর্তী হইয়া রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছের সমর্থন ও সাহায্য কল্পে দণ্ডায়মান হইলেন এবং ইহারই ফলে তিনি অতঃপর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র শাফেয়ী—মযহবের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা হইয়াছিলেন।

ইমাম ছাহেবের ছাত্র মণ্ডলী

যে সকল বিদ্যারথী ইমাম ছাহেবের জ্ঞান—পারাবার হইতে তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সংখ্যা নিরূপণ করা দুরূহ। মওলানা আবদুল-হাই লক্ষ্ণৌভী হানাফী হিদায়ার ভূমিকায় ইমাম ছাহেবের অন্যতম বিশিষ্ট ছাত্র রুবাইঅ্ বিনে—ছুলায়মানের উক্তি উধৃত করিয়াছেন যে, আমি একদা ইমাম ছাহেবের গৃহ দ্বারে তাঁহার ছাত্র মণ্ডলীর সাত শতখানা ছওয়ারী দেখিতে পাইলাম। এরূপ ক্ষেত্রে ইমাম ছাহেবের সমুদয় ছাত্রের সংখ্যা যে কত হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। যে সকল জ্যোতিষ্ক বিদ্যা ও গৌরবের আকাশে ইমাম শাফেয়ীর নাম—লইয়া অনন্ত কাল যাবৎ আলোক বিকীর্ণ করিতে থাকিবেন যদি শুধু তাঁহাদেরই নাম গণনা করা যায় তাহা হইলে আল্লামা ইবনে হজরের উক্তি মত—তাঁহাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬৪। তাঁহাদের মধ্যে ১৪৯ জন এরূপ ছাত্র যাঁহারা এককালে স্বয়ং ইমাম শাফেয়ীর উছতায ছিলেন, অবশিষ্ট ১৫ জন তাঁহার সহযোগী। এই দলের মধ্য হইতে আমি মাত্র কয়েকটি বিশ্ববিশ্রুত নাম নিম্নে উধৃত করিতেছি:—

(১) ইমাম আবুবকর আব্দুল্লাহ বিনে যুবায়দ আলহুমায়দী,—হাদীছশাস্ত্রের অন্যতম ইমাম, ইমাম বুখারীর উছ্‌তায। ইমাম ইবনে উআয়নার দলের নেতা, মক্কার মুফতী, ২১৯ হিজরীতে পরলোকগমন করেন।

(২) ইমাম ছুলায়মান বিনে দাউদ বিনে দাউদ আবুর্‌রুবাইঅ হাদীছ সমূহের অন্যতম রাবী, ২৩৪ হিজরীতে পরলোকগমন করেন।

(৩) ইমাম আহ্‌মদ বিনে হাম্বল। মহামতি ইমাম চতুষ্টয়ের অন্যতম। বিস্তৃত জীবনী পরে আলোচিত হইবে।

(৪) ইমাম আবু ছওর ইব্‌রাহীম বিনে খালিদ কলবী, স্বতন্ত্র

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মযহবের প্রতিষ্ঠাতা। আযরবাইজান ও আরমেনিয়ার অধিবাসীবৃন্দ তাঁহারই মযহব অনুসরণ করিয়া চলিতেন। সাধককুল-চূড়ামণী হযরত জুনায়দ বাগ্দাদী তাঁহারই মযহবের অনুসারী ছিলেন। ২৪৬ হিজরীতে পরলোকগমন করেন।

(৫) **ইমাম হরমালা বিনে ইয়াহয়া আবু আবদুল্লাহ মিছরী**—হাফিযুল হাদীছ, শাফেয়ী ফিক্হের মবছূৎ ও মুখতছর প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা ১৬৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ২৪৩ হিজরীতে মিছরে পরলোক প্রাপ্ত হন।

(৬) **ইমাম আবু মোহাম্মদ হাছান বিনে মোহাম্মদ বিন আছ্ছব্বাহ যাআফ্রানী**—বাগ্দাদী, হাদীছ-শাস্ত্রের ইমাম, ইমাম শাফেয়ীর বিশিষ্ট ছাত্র, বিখ্যাত ফকীহ, অভিধানশাস্ত্রে এবং বাগ্মিতায় আপন যুগে অতুলনীয়। ২৫৯ হিজরীতে পরলোকগমন করেন।

(৭) **আবু ইব্রাহীম ইছমাঈল বিনে ইয়াহয়া আল মুযনী**। ইমাম শাফেয়ীর বিশিষ্ট ছাত্র, মিছরের অধিবাসী। শাফেয়ী মযহবের অধিকাংশ গ্রন্থ যথা, জামে কবীর, জামে ছগীর, মুখ্তছর, মনছুর, তরগীব প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। শাফেয়ী ইহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, মুযনী আমার মযহবের রক্ষয়িতা। ১৭৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ২৬৪ হিজরীতে পরলোকগমন করেন।

(৮) **ইমাম ইয়ূনুছ বিনে আবদুল আ'লা আবু মুছা ইবনে মহছরা ছদফী**, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফকীহগণের অন্যতম, হাদীছশাস্ত্র বিশারদ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন। জন্ম ১৭০ হিজরী, মিছরে ২৬৪ হিজরীতে পরলোকগমন করেন।

(৯) **ইমাম মোহাম্মদ বিনে আবদুল্লাহ বিনে আবদুল হাকাম আবু আবদুল্লাহ মিছরী**—আপানযুগে মিছরে বিদ্যার মুকুটহীন নরপতি ছিলেন। পূর্বে ইমাম মালিকের মযহবের একনিষ্ঠ প্রচারকরূপে ইমাম শাফেয়ীর প্রতিবাদে "আর্রদ্দো আলাশ্শাফেয়ী" নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ১৮২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ২৬৮ হিজরীতে পরলোকগমন করেন।

(১০) **ইমাম আবু মোহাম্মদ রুবাইঅ বিনে ছুলায়মান বিনে আব্দুল জব্বার**—আল মুরাদী জন্ম ও মৃত্যু মিছরে। ইমাম শাফেয়ীর গ্রন্থ সমূহের বর্ণনাদাতা। মিছরের ইবনে তুলুন বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম হাদীছ রেওয়ায়তকারী। ১৭৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ২৭০ হিজরীতে পরলোকগমন করেন।

(১১) **ইমাম আবু ইয়াকুব ইউছুফ বিনে ইয়াহয়া**—আলকোরায়শী বুওয়ায়তী। ইমাম শাফেয়ী ইহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, আমার ছাত্রগণের মধ্যে বুওয়ায়তী অপেক্ষা অধিকতর বিদ্বান আর কেহ নাই। ইমাম ছাহেবের মৃত্যুর পর পাঠন ও ফতওয়া ব্যাপারে তিনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। খলীফা ওয়াছেক বিল্লাহ্র সময় যুক্তিবাদী (মু'তাযিলা) দের ষড়যন্ত্রে কারারুদ্ধ হন এবং আহলে-ছুন্নতগণের সমর্থনের অপরাধে ২৩১ হিজরীতে কারাগারেই পরলোকগমন করেন।

ইমাম ছাহেবের এই সকল ছাত্র কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ সমূহে ছিহাহ্ছিত্তার গ্রন্থরাজী বিভূষিত রহিয়াছে। শুধু ইহারাই নহেন, ইমাম ছাহেবের প্রায় সমুদয় ছাত্রই ছিহাহ্ছিত্তার রাবী। এইরূপ ২৪ জনের নিকট হইতে বুখারী, সতের জনের নিকট হইতে মুছলিম, আঠারজনের নিকট হইতে আবুদাউদ, সাতজনের নিকট হইতে তিরমিযী, নয়জনের নিকট হইতে নাছায়ী, ছয়জনের নিকট হইতে ইবনেমাজা এবং ৮৩ জনের নিকট হইতে অন্যান্য ইমামগণ হাদীছ রেওয়ায়ত করিয়া স্ব স্ব গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

সূর্যাস্ত

কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে, মিছরে ফিত্নার

www.ahlehadeethbd.org

নামক মালিকী মযহবের অন্ধ মুকাল্লিদ একজন তর্কবাগীশ বাস করিতেন, তিনি আপন মজলিছে ইমাম শাফেয়ীর বিরুদ্ধে প্রায় অভদ্রোচিত ভাষায় আক্রমণ চালাইতেন। কোন এক তর্কযুদ্ধে তিনি ইমাম শাফেয়ীকে আঁটিয়া উঠিতে না পারার কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করেন। ইমাম ছাহেব তাঁহার গালাগালিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া মূল বক্তব্য বিষয়ে বক্তৃতা করিতে থাকেন। মিছরের শাসক কর্তৃপক্ষ সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তর্কবাগীশটিকে ধৃত করেন এবং তাঁহার পৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়া উষ্ট্রপৃষ্ঠে নগর প্রদক্ষিণ করাইবার শাস্তি দেন। এই ঘটনায় ফিত্নয়ানের মূর্খ ভক্তের দল কুপিত হইয়া উঠে আর কতিপয় গুণ্ডা ইমাম ছাহেবের দর্ছের হল্কায় যোগদান করে, পঠন ও পাঠন সমাপ্তির পর যখন অন্যান্য ছাত্রমণ্ডলী বিদায় গ্রহণ করেন তখন আকস্মিক ভাবে গুণ্ডারদল ইমাম ছাহেবকে আক্রমণ করিয়া এরূপ ভয়ংকর ভাবে আঘাত করে যে, অবশেষে তাঁহাকে তাঁহার বাসগৃহ পর্যন্ত বহন করিয়া আনিতে হয়। এই আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে ইমাম ছাহেব মানবলীলা সংবরণ করেন। কিন্তু রিজাল ও জীবনী সমূহের বিশ্বস্ত লেখকগণ এই ঘটনার উল্লেখ করেন নাই। তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, ইমাম ছাহেব স্মৃতিশক্তি বর্ধনের জন্য ছাত্রজীবনে অধিক মাত্রায় লোবাণ ব্যবহার করায় অবশেষে তিনি অর্শরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং এই দুরারোগ্য ব্যাধির প্রকোপে অধিক মাত্রায় রক্তক্ষয় ঘটিয়া তাঁহার জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত হইয়াছিল। কেহ কেহ এরূপ কথাও লিখিয়াছেন যে, হাদীছ বিদ্বেষীগণ তাঁহাকে বিষপান করাইয়াছিল। ফলকথা, কোরআন, হাদীছ, ফিকহ, অছুল, ইতিহাস, আরাবী সাহিত্য, প্রভৃতি বিদ্যার একচ্ছত্র অধিপতি, জ্ঞান ও প্রতিভার এই উজ্জ্বল ভাস্কর ২০৪ হিজরীর রজব মাসের শেষ রাত্রিতে চিরতরে অস্তমিত হইয়া যায় ... ইন্নলিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। রাহেমাহুল্লাহু ওয়া রাযিয়া আন্হু।

ইমাম আহ্মদ বিনে হাম্বল (রহঃ)

لقد صار فى الافاق احمد محنة
و امر الورى فيها فليس بمشكل !
ترى ذا الهوى جهلا لاحمد مبغضا
و تعرف ذا التقوى يحب ابن حنبل !

ইমাম আহ্মদ মানব সমাজের জন্য একটি পরীক্ষা !

কিন্তু পরীক্ষা দুরূহ নয়, যাহারা বিদ্আতী, মূর্খতার বশবর্তী হইয়া তাহারা ইমাম আহ্মদের সহিত বিদ্বেষ পোষণ করে আর যাহারা ইব্নে-হাম্বলের অনুরাগী তাহাদিগকে সাধুসজ্জন বলিয়া চিনিতে পারাযায় !

আহ্লেহাদীছ ও আহ্লেছুন্নতগণের অবিসম্বাদিত ও একচ্ছত্র অধিনায়ক। তৃতীয় শতকের—সাধককুলগৌরব বশরহাফী (—২২৭ হিজরী) সাক্ষ প্রদান করিয়াছেন قام احمد بن حنبل مقام الانبياء — যে, ইমাম আহ্মদ নবী না হইলেও নবীগণের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। *

নাম ও বংশপরিচয়

আবূ আবদুল্লাহ্ আহ্মদ বিনে মোহাম্মদ বিনে হাম্বল বিনে হিলাল বিনে আছাদ বিনে ইদরীছ বিনে আবদুল্লাহ বিনে হাইয়ান বিনে আবদুল্লাহ্ বিনে আনছ বিনে আওফ বিনে কাছিত বিনে মাযিন বিনে শয়বান বিনে ছহল বিনে ছঅলবা বিনে ইকাবা বিনে ছঅব বিনে আলী বিনে বকর বিনে ওয়ায়েল বিনে কাছিত বিনে হানাব বিনে আফছী বিনে দঅমী বিনে জুয়য়লা বিনে আছাদ বিনে রবীআ বিনে নয্যার বিনে মঅদ বিনে আদনান। হাফিয আবদুলগণী মক্দছী ইমাম ছাহেবের উল্লিখিত বংশতালিকা প্রদান করিয়াছেন। এই তালিকা দৃষ্টে জানা যায় যে, ইমাম ছাহেব মূলতঃ আরব ছিলেন এবং তাঁহার পূর্বপুরুষগণ রছুলুল্লাহর (দঃ) পূর্বপুরুষ

* ইবনেজওযীর মনাকীবে আহ্মদ ৬৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নয্যারের সহিত মিলিত হইয়াছেন। এই নয্যারের পুত্রগণের মধ্যে একজন হইতেছেন মুযর, কোরায়শীগণ সকলেই মুযর বিনে নয্যারের বংশোদ্ভূত। এই নয্যারেরই অন্যতম পুত্র রবীআর বংশে আহমদ বিনে হাম্বল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নয্যারের চারিপুত্র: তন্মধ্যে দুইজনের নাম উল্লিখিত হইল আর দুইজন হইতেছেন আয়াদ বিনে নয্যার ও আনমার বিনে নয্যার। আরবের সমুদয় গোত্র এই চারিভ্রাতার বংশধরদিগকে লইয়া গঠিত হইয়াছে। মূলতঃ আরব হইলেও ইমাম ছাহেবের নিকটতম পূর্বপুরুষগণ বছরার অন্তর্গত মরু ও নগরীর অধিবাসী ছিলেন। এই জন্য ইমাম আহমদকে মরওয়াযী লেখা হইয়া থাকে। তাঁহার পিতামহ হাম্বল বিনে হিলাল ছরখছের শাসনকর্তা ছিলেন। ইমামের জননী ছফীয়া বিন্তে মায়মুনা শয়বান গোত্রের জনৈকা মহিলা ছিলেন। ইমামকে গর্ভে ধারণ করিয়া জননী বাগ্দাদে আগমন করেন। ইমাম ছাহেব ১৬৪ হিজরীর রবিউল-আউওয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অতি শৈশবেই পিতৃহীন হইয়াছিলেন। ইমাম ছাহেবের পুত্র ছালিহ বলেন যে, মাত্র ৩০ বৎসর বয়সে যখন ইমাম ছাহেব দুগ্ধপোষ্য নবজাত শিশু ছিলেন তখন তাঁহার পিতা পরলোকপ্রাপ্ত হন। পিতৃহীন হওয়ার ফলে ইমাম ছাহেব তাঁহার জননীর তত্ত্বাবধানেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।

শিক্ষা জীবন

প্রথমতঃ বাগ্দাদেই ইমাম ছাহেবের শিক্ষাজীবনের সূচনা হয়। অতঃপর এই উদ্দেশ্যে তিনি কূফা, বছরা, মক্কা, মদীনা, ইয়ামান, ছিরিয়া ও আলজিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে গমনাগমন করিতে থাকেন। মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে ১৭৯ হিজরীতে ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল হাদীছ শাস্ত্রের নিয়মিত অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া দেন। ইমাম ছাহেব বলিয়াছেন, আমি সর্বপ্রথম আবু ইউছুফের—(১১২—১৮২) নিকট হইতে হাদীছ লিখিতে আরম্ভ করি কিন্তু ইহার বহু পূর্বেই অর্থাৎ ১৭৯ হিজরীতেই সর্বপ্রথম স্বীয় জন্মভূমি বাগ্দাদ নগরীতে তিনি স্বনামধন্য তাবেয়ী আবু হাযিম কাছিম বিনে দীনারের পৌত্র হুশয়ম বিনে বশীরের (১০৪—১৮৮) নিকট হইতে রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ শ্রবণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইমাম আহমদ স্বয়ং বলিয়াছেন, ১৭৯ হিজরীতে আমি সর্বপ্রথম হুশয়ম বিনে বশীরের নিকট হইতে হাদীছ শ্রবণ করিতে আরম্ভ করি—তখন আমার বয়স ১৬ বৎসর মাত্র। আমি তাঁহার নিকট ১৮০,১৮১,১৮২ ও ১৮৪ হিজরী পর্যন্ত হাদীছ বিদ্যা আহরণ করিয়াছিলাম। ১৭৯ হিজরীতে ইমাম আহমদ শয়খুল ইছলাম আবদুল্লাহ বিনুল মুবারক (১১৮—১৮১) ও আলী বিনে হাশিম বিনুল বরীদ (—১৮০) নামক কূফার বিখ্যাত শিয়া ফকীহের নিকটেও বিদ্যা অর্জন করেন। ১৮০ হিজরীতে ইমাম ছাহেব হাদীছশাস্ত্রের অপ্রতিদ্বন্দী ইমাম আবদুর রহমান বিনে মহদীর (১৩৫—১৯৮) নিকট হইতে হাদীছ রেওয়ায়ত করেন। ১৮২ হিজরীতে আলী বিনে মুজাহিদ কাবুলীর নিকট হইতে কূফা শহরে হাদীছ শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই সনেই ইমাম কাযী আবু ইউছুফ পরলোকগমন করেন এবং সম্ভবতঃ এই খানেই কাযী ছাহেবের সহিত ইমাম আহমদের সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল। ইমাম আহমদ বলিয়াছেন যে, আমি পাঁচবার বছরা নগরীতে প্রবেশ করি, সর্বপ্রথম ১৮৬ হিজরীতে। এবারে বছরার বিখ্যাত মুহাদ্দিছ মু'তমির বিনে ছুলয়মান (১০৬—১৮৭) ও আবু মুআবিয়া আব্বাদ বিনে হাবীব ইবনুল মুহল্লব বিনে আবি ছুফরা (—১৮১) ও আব্বাদ বিনুল আউওয়াম (১১৮—১৮৫) প্রভৃতির নিকট হইতে তিনি হাদীছ সংগ্রহ করেন। ১৮৭ হিজরীতে ইমাম আহমদ সর্বপ্রথম হজ্জ করিতে যান এবং তথায় ছুফয়ান বিনে উয়ায়নার (১০৭—১৯৮) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই বৎসরেই মক্কায় ইবরাহীম বিনে ছআদ বিনে ইবরাহীম বিনে আবদুর-রহমান বিনে আওফের (—১৮৩) নিকটেও উপবেশন করিয়াছিলেন। এইখানেই ইমাম শাফেয়ীর সংগেও ইমাম আহমদের সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল। ইমাম

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ছাহেব ১৯০, ১৯৪ ও ২০০ হিজরীতে এবং তাহার পর আর একবার বছরায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। ১৯৪ হিজরীতে তিনি ছুলয়মান বিনে হরব (১৪০—২২৪) ও ইমাম ইয়াহ্য়া বিনে ছঈদুল কত্তান (—১৪৩) প্রভৃতি মুহাদ্দিছের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই বৎসরেই ইমাম ছাহেব আবুন্ নু'মান আরিম (—২২৪) ও আবু ওমর হাওযীর (—২২৫) নিকটেও রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ আহরণ করার উদ্দেশ্যে উপবেশন করিয়াছিলেন। ১৯৮ হিজরীতে ইমাম আহ্মদ ইয়ামান প্রদেশের ছন্আ নগরীতে গমন করিয়া স্বনামধন্য মুহাদ্দিছ আবদুর-রয্যাক বিনে হুমাম বিনে নাফে' আল্ হেময়রীর (১২৬—২১১) নিকট হইতে হাদীছ শ্রবণ করিয়াছিলেন। ইয়ামান প্রদেশে তিনি ইবরাহীম বিনে আকীলের নিকট হইতেও হাদীছ শ্রবণ করিয়াছিলেন। ফোরাত নদীর উপকূলে অবস্থিত রাক্কা নগরীতে গমন করিয়া ফইয়ায বিনে মোহাম্মদ বিনে ছনানের নিকট হইতে হাদীছ সংগ্রহ করেন। বছরা ও কূফা নগরীর যেসকল বিদ্যাধরের নিকট হইতে ইমাম ছাহেব বিদ্যা আহরণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ইমাম ইছমাঈল বিনে ইবরাহীম আল আছাদী (২১০—১৯৩) হাফিযুল হাদীছ আবুছুফ্য়ান ওয়াকী বিনুল জর্রাহ (১২৯—১৯৭) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি তাঁহার জননীর নামের সহিত সংযুক্ত হইয়া ইবনে উলাইয়া নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বাগ্দাদে যেসকল বিদ্বানের জ্ঞানভাণ্ডার আহরণ করিয়া ইমাম আহ্মদ স্বীয় জ্ঞানতৃষ্ণা নিবৃত্ত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন তন্মধ্যে রয় নগরীর হাদীছশাস্ত্র বিশারদ জরীর বিনে আবদুল হামীদ (১১০—১৮৮), ইয়াযীদ বিনে হারূণ (১১৮—২০৬), ইমাম শাফেয়ী, আবুরুবাইঅ (—২৩১) ও আবু-বক্র বিনে আবি আয়াশ (—১৯৩) সমধিক প্রসিদ্ধ।

ইমাম আহ্মদ বিনে হাম্বল যে সকল বিদ্বানের নিকট হইতে রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ আহরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামের একটি তালিকা হাফিয ইবনে জওযী 'মনাকিবে ইমাম আহ্মদ' নামক গ্রন্থে প্রদান করিয়াছেন। এই তালিকায় ৪১৩ জন পুরুষ এবং উম্মে-উমর বিন্তে হাছ্ছান বিনে যয়েদ ছকফী নামক বিদুষী মহিলার নাম উল্লিখিত—হইয়াছে।

ইমাম আহ্মদ আজীবন দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া যে অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় ও তিতিক্ষাকে সম্বল করিয়া রছুলুল্লাহর (দঃ) পরিত্যক্ত জ্ঞানামৃতের ভাণ্ডার আকণ্ঠ পান করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনই—অত্যন্ত বিস্ময়কর। ইমাম ছাহেব স্বয়ং বলিয়াছেন যে, আমি সর্বপ্রথম ১৮৭ হিজরীতে হজ্জ করিতে-যাই, তথায় ইবরাহীম বিনে ছঅদের হাদীছগুলি লিপিবদ্ধ করি। আমার কাছে পঞ্চাশটি মুদ্রা থাকিলে আমি জরীর বিনে আবদুল হামীদের নিকট রয় নগরে গমন করিতাম কিন্তু তখনকার মত ইহা সম্ভবপর হয় নাই, ইহার পরিবর্তে আমি কূফা গমন করি এবং একটি মুক্ত গৃহে ইষ্টক খণ্ডের উপর মস্তক স্থাপন করিয়া রাত্রি যাপন করিতে থাকি। ইহার ফলে আমি জরাক্রান্ত হই এবং আমার জননীর নিকট ফিরিয়া আসি। ইমাম ছাহেব বলেন যে,—তখন আমার বয়স এরূপ ছিল যে, মাতৃ সকাশে গমন করার জন্য আমার অনুমতি গ্রহণ করার প্রয়োজন হইত না। অর্থাৎ তখনও ইমাম ছাহেব বালেগ হননাই। আহ্মদ বিনে মুনীঅ বলেন, আমি আমার পিতামহের নিকট শ্রবণ করিয়াছি যে, একদা আহ্মদ বিনে হাম্বল কূফা হইতে আগমন করিলেন, তাঁহার হস্তে পুস্তকের এক বিরাট বস্তা ছিল। আমার পিতামহ তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, একবার কূফা আর একবার বছরা এই ভাবে আর কত দিন চলিবে? ত্রিশ হাজার হাদীছ—সংগৃহীত হইলে কি কোন বিদ্বানের পক্ষে তাহা যথেষ্ট হয় না? ইমাম আহ্মদ একথার কোন উত্তর না করায় আমার পিতামহ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, ৬০ হাজারও কি যথেষ্ট নয়? ইহারও কোন উত্তর না করায় তিনি পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এক লক্ষ হাদীছ সংগ্রহ হইলেও কি যথেষ্ট হইবে না? ইমাম ছাহেব বলিলেন, তখন হাদীছ শাস্ত্র কিছুটা চিনিতে পারা সম্ভবপর হইবে। আহমদ বিনে মুনীঅ্ বলিতেছেন যে, আমরা গণনা করিয়া দেখিয়াছি, ইমাম আহমদ শুধু বহয বিনে আছাদ ও আফফান এবং রওহ্ বিনে উবাদা এই তিনজন শ্রুতিধরের নিকট হইতেই তিন লক্ষ হাদীছ লিপি-বদ্ধ করিয়াছিলেন। ইমাম ছাহেব বলিয়াছেন,—আমি ইয়ামানে দুই দিন পর্যন্ত ইবরাহীম বিনে আকিল মুহাদ্দিছের গৃহদ্বারে অবস্থান করিয়া মাত্র দুইটি হাদীছ তাঁহার নিকট হইতে শ্রবণ করিতে পারিয়াছিলাম। ইয়াকুব বিনে ইছহাক বলেন যে, আমার পিতা ও ইমাম আহমদ বিদ্যার অন্বেষণে একবার সমুদ্র পাড়ি দেন। নৌকা ভাংগিয়া যাওয়ায় তাঁহারা একটি নির্জন দ্বীপে উপস্থিত হন। তথায় একটি শিলাখণ্ডে লিখিত দেখিতে পান যে, "যে দিন প্রত্যাবর্তনকারীরা আল্লাহর সান্নিধ্যে প্রত্যাবর্তন করিবে সেই দিন কে ধনী আর কে দরিদ্র তাহার প্রকৃত মীমাংসা হইবে।" ইমাম ছাহেব অর্থকৃচ্ছ্রতা নিবন্ধন হাদীছ শাস্ত্র বিশারদ ইয়াহ্য়া বিনে ইয়াহয়া বিনে বকীর হনযলী নেশাপুরীর (১৪২—২২৬) সন্দর্শন লাভ করিতে না পারায় অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইমাম ছাহেবের পুত্র ছালিহ বলেন যে, জনৈক ব্যক্তি ইমাম ছাহেবকে দোওয়াত লইয়া ঘুরিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, ওগো আবদুল্লাহর পিতা, আপনার এতটা বয়স হইল আপনি মুছলমানগণের ইমাম হইয়াছেন, আপনি দোওয়াত-লইয়া আর কত দিন ঘুরিবেন? ইমাম ছাহেব উত্তর করিলেন—কবর পর্যন্ত! ইমাম বাগাবী বলেন যে, আমি ইমাম আহমদ বিনে হাম্বলকে বলিতে শুনিয়াছি, যত দিন না আমি কবরে প্রবেশ করিব তত দিন পর্যন্ত আমি ছাত্র থাকিব। মোহাম্মদ বিনে ইছমাঈল ছায়েগ বলেন যে, বাগ্দাদের ছফরে একদা আমরা ইমাম আহমদ বিনে হাম্বলকে পাদুকা হস্তে দ্রুত গমন করিতে দেখিলাম। আমার পিতা তাঁহার বস্ত্রের মধ্যভাগ ধরিয়া ফেলিলেন আর—বলিলেন, ওগো আবদুল্লাহর পিতা, আপনার কি লজ্জা করে না? আর কত দিন আপনি এই ভাবে ছেলে ছোকরাদের সংগে ঘুরিয়া বেড়াইবেন? ইমাম ছাহেব বলিলেন, মৃত্যু পর্যন্ত!

মক্কার অধিবাসী আবুবকর বিনে ছমাআ স্বীয় জননীর আদেশক্রমে ইমাম আহমদের পরিচর্যা—করিতেন। তিনি বলেন যে, একদা ইমাম ছাহেব হাদীছের সন্ধানে নিষ্ক্রান্ত হইলে চোর তাঁহার জিনিষ পত্র ও পয়সা কড়ি সমস্তই চুরি করিয়া লইয়া যায়। ইমাম ছাহেব প্রত্যাবর্তন করিলে আমার মা তাঁহাকে চুরির কথা জ্ঞাপন করিলেন, ইমাম ছাহেব শুধু তাঁহার লিখিত তক্তিগুলি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেগুলি কোথায়? আমার মা বলিলেন যে, তাকের উপর রহিয়াছে। ইহা শ্রবণ করার পর ইমাম ছাহেব তাঁহার জিনিষপত্র সম্বন্ধে আর কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন না। ইমাম ছাহেবের পুত্র আবদুল্লাহ—বলেন যে, আমার পিতা তরছুছ ও ইয়ামান পদব্রজেই ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইমাম ছাহেবের পুত্র আবদুল্লাহ বলেন যে, ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল যখন ইয়ামান হইতে পদব্রজে মক্কায় প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রান্ত, ক্লিষ্ট ও রোগা দেখা যাইতেছিল। আমি বলিলাম, ওগো আবদুল্লাহর পিতা, আপনি আবদুর রযযাকের নিকট গমনা-গমন ব্যাপারে কঠোর শ্রম স্বীকার এবং স্বীয় দেহের উপর অত্যাচার করিয়াছেন। ইমাম ছাহেব বলিলেন, আমি আবদুর্রযযাকের নিকট হইতে যাহা লাভ করিয়াছি তাহার তুলনায় এই শ্রম ও ক্লান্তি কিছুই নয়! আমি তাঁহার নিকট হইতে ছালিম বিনে আবদুল্লাহ বিনে উমরের হাদীছগুলি তাঁহার পিতার রেওয়ায়তে এবং ছঈদ বিন্তুল মুছাইয়েবের হাদীছগুলি আবু হোরায়রার প্রমুখাৎ যুহরীর মধ্যস্থতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

ইমাম আহ্মদের স্মৃতিশক্তি ও প্রতিভার পরিচয়

ইমামের পুত্র আবদুল্লাহ বলেন যে, বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ইমাম আবু যর্আ (—২৬৪) বলিলেন, ইমাম আহমদ

www.ahlehadeethbd.org

বিনে হাম্বলের দশ লক্ষ হাদীছ কণ্ঠস্থ ছিল। ইমামের পুত্র ছালিহ বলেন যে, ইছমাঈল বিনে উলাইয়ার গৃহদ্বারে জনৈক ব্যক্তি হুশয়মের গ্রন্থরাজি সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া আমার নিকট তাঁহার হাদীছগুলি পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন, আমিও তাঁহাকে প্রত্যেকটি হাদীছের ছনদ মুখস্থ বলিয়া দিতে লাগিলাম। হাম্বল বিনে ইছহাক বলেন যে, ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল বলিতেন, আমি হুশয়মের নিকট যাহা শ্রবণ করিয়াছি সমস্তই কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছি। ইমামের মৃত্যুর অব্যবহিত কাল পূর্ব পর্যন্ত হুশয়ম জীবিত ছিলেন। ছঈদ বিনে আমর একদা আবুযরআকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ও ইমাম আহমদের মধ্যে কে বড় স্মৃতিধর? আবুযরআ বলিলেন, আহমদ বিনে হাম্বল।—তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, একথা আপনি কেমন করিয়া জানিলেন? তিনি বলিলেন, আমি ইমাম আহমদের হস্তলিখিত গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়াছি, তিনি যেসকল মুহাদ্দিছের নিকট হইতে হাদীছ সংকলিত করিয়াছিলেন তাঁহার খাতায় তাঁহাদের কাহারও নাম সন্নিবেশিত ছিল না। তাঁহার গ্রন্থের প্রত্যেকটি খণ্ড তিনি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন কিন্তু আমার এরূপ শক্তি নাই। ইমাম ছাহেবের মৃত্যুর পর আবুযরআ বলিলেন, ইমামের লিখিত পুস্তকগুলি গণনা করিয়া দেখা হইল যে, সেগুলি প্রায় দশজনের অধিক মানুষের বোঝার পরিমাণ হইল। কোন পুস্তকেরই পৃষ্ঠে বা ভিতরে এ কথা লেখা ছিল না যে ইহা অমুক আমার নিকট রেওয়ায়ত করিয়াছেন, সমস্তই তিনি তাঁহার স্মৃতিপটে অংকিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আবুযরআ আরো বলেন যে, একদা আমি ইমাম আহমদের নিকট আগমন করিয়া বলিলাম, আপনি ছুফ্‌য়ানের হাদীছগুলি বাহির করুন, তিনি কয়েক খণ্ড পাণ্ডুলিপি আমার হস্তে প্রদান করিলেন, সমস্ত খণ্ডের পৃষ্ঠেই শুধু 'ছুফ্‌য়ান' 'ছুফ্‌য়ান' অংকিত ছিল কিন্তু কোনটিতেই এ কথা লেখা ছিল না যে, অমুক ব্যক্তি ইহা আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। আমি ধারণা করিলাম যে, সমুদয় হাদীছই বোধ হয় একজনের বর্ণিত কিন্তু যখন তিনি সেগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন তখন কখনও বলিতে লাগিলেন, ওয়াকী আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, কখনও বা বলিতে লাগিলেন, ইয়াহ্‌য়া আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, কখনও বলিতে লাগিলেন, এই হাদীছ অমুক ব্যক্তি আমার নিকট রেওয়ায়ত করিয়াছেন। তাঁহার অপূর্ব স্মৃতিশক্তি দর্শন করিয়া আমি চমৎকৃত হইলাম। আবুযরআ বলিলেন, আমি সমস্ত জীবনব্যাপী এই শক্তি অর্জন করার জন্য চেষ্টা করিলাম কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিলামনা।

ইমামের পুত্র আবদুল্লাহ বলেন যে, একদা আমার পিতা আমাকে বলিলেন, তুমি ওয়াকী বিনুল জর্‌রাহের যে কোন গ্রন্থ গ্রহণ কর, তুমি যে কোন হাদীছের ছনদ পাঠ করিবে আমি উহার মতন হাদীছ (Text) মুখস্থ শুনাইব আর যদি মতন পাঠ কর আমি উহার ছনদ মুখস্থ শুনাইব। ইমাম ছাহেব স্বয়ং বলিয়াছেন যে, ইশার নমাজের পর যখন ওয়াকী মছজিদ হইতে বহির্গত হইয়া স্বীয় বাসভবনে গমন করিতেন, তখন আমি তাঁহার নিকট হইতে ছুফয়ান ছওরীর প্রমুখাৎ বর্ণিত নব্বইটি, কখনও দশটি হাদীছ শুনিয়া লইতাম এবং কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতাম। ওয়াকী স্বীয় গৃহে প্রবেশ করিলে আহলে-হাদীছগণ উল্লিখিত হাদীছগুলি আমার নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া লিখিয়া লইতেন।

ফিকহশাস্ত্রে ইমামের অধিকার,

ইমাম আহমদ বিনে ছঈদ রাযী বলেন যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছের হাফিয এবং উহার তাৎপর্য ও অর্থে সুদক্ষ আবু আবদুল্লাহ আহমদ বিনে—হাম্বলের মত কোন কালো চুলের (যুবক) লোককে আমি দর্শন করি নাই। ইমাম ইছহাক বিনে রাহুওয়ে বলেন যে, আমরা ইরাকে আহমদ বিনে হাম্বল, ইয়াহ্‌য়া বিনে মুঈন ও অন্যান্য সহচরবৃন্দ একত্র উপবেশন করিয়া একাধিক ছনদের হাদীছগুলি আলোচনা করিতাম কিন্তু হাদীছের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্যের প্রশ্ন উত্থিত হইলে আহমদ বিনে হাম্বল ব্যতীত অন্য সক-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

লেই নিরস্ত হইতেন।

ইমাম আবু আছিম ফিক্‌হ শাস্ত্রের আলোচনা—প্রসংগে বলিলেন যে, বাগ্দাদে আমাদের নিকট আহমদ বিনে হাম্বল অপেক্ষা দক্ষতর কোন ফকীহ আগমন করেন নাই। ইয়াহয়া বিনে মুঈনকে কেহ কোন—দোকানের গৃহ সম্বন্ধে মছ্‌আলা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, ইহা আমার কার্য নয়, ইহা আহমদ বিনে হাম্বলের কার্য। এক দল মূর্খ ধারণা করিয়া থাকে যে, আহ্‌লে রায়গণের বিদ্যায় ইমাম আহমদের বিশেষ—অভিজ্ঞতা ছিলনা কিন্তু খল্লাল লিখিয়াছেন, ইমাম আহমদ আহ্‌লে-রায়দের গ্রন্থগুলিও লিপিবদ্ধ ও—কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। ফিক্‌হ শাস্ত্রে যখন তিনি কথা বলিতেন তখন তীক্ষ্ণ সমালোচক রূপে বিদ্বানগণের—উক্তি পরীক্ষা করিতেন। তাঁহার যুগের ফকীহগণ পরস্পর বিতর্কে প্রবৃত্ত হইলে ইমাম আহমদের আগমনের সংগে সংগে তাঁহাদের সমুদয় বিতর্ক থামিয়া যাইত। ইমাম আবুল ওফা আলী বিনে আকীল, যিনি পাঁচ শত খণ্ডে "কিতাবুল ফুনুন" রচনা করিয়াছেন (৪৩২—৫১৫) এবং যাহার তুল্য গ্রন্থ ইমাম যহবীর ভাষায় পৃথিবীতে আর বিরচিত হয় নাই,—ইমাম আহমদ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে,—বড়ই আশ্চর্য, এই মূর্খ ছোকরার দল বলিয়া বেড়ায় যে, ইমাম আহমদ নাকি ফকীহ ছিলেননা, শুধু মুহাদ্দিছ ছিলেন মাত্র। ইহা চরম মূর্খতা ব্যঞ্জক উক্তি। কারণ ইমাম আহমদ হাদীছকে ভিত্তি করিয়া এমন কতকগুলি মছ্‌আলা নিজস্ব ভাবে আবিষ্কার করিয়াছেন যে, অধিকাংশ বিদ্বান সেগুলির ভিত্তি অবগত নহেন এবং তিনি এরূপ সূক্ষ্ম ফিক্‌হের মছআলা আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা আমরা অন্য বিদ্বানের সিদ্ধান্তের ভিতর খুঁজিয়া পাই নাই। তিনি তাঁহার স্মৃতিশক্তি দ্বারা অদ্বিতীয় আসনের অধিকারী হইয়াছেন এবং তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠগণের—বিদ্যায় সমকক্ষতা এবং কখনও কখনও তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হইয়াছেন।

ইমাম আহমদের প্রতিভা ও দূরদর্শিতার কয়েটি দৃষ্টান্ত

ইবরাহীম হরবী বলেন যে, ইমাম আহমদ জিজ্ঞাসিত হইলেন, বিশেষ অবস্থায় কোন মুছলমান কোন খ্রীষ্টানকে এ কথা বলিতে পারে কিনা যে, "আল্লাহ আপনার গৌরব বর্ধিত করুন" ইমাম—ছাহেব জওয়াব দিলেন, অবশ্যই বলিতে পারে—সে মুখে বলিবে—আল্লাহ আপনার গৌরব বর্ধিত করুন এবং অন্তরে এই সংকল্প পোষণ করিবে যে, আল্লাহ আপনাকে "ইছলামের গৌরব দ্বারা" গৌরবান্বিত করুন।

ইবনেআকীল বলেন যে, ইমাম আহমদ জিজ্ঞাসিত হইলেন, কোন ব্যক্তি মানত করিল, সে চারি পায়ে "বয়তুল্লাহ-শরীফ" তওয়াফ করিবে, তাহার এই মানত পূরণ করা হইবে কি? ইমাম ছাহেব বলিলেন, অবশ্যই পূরণ করিতে হইবে কিন্তু চারি পদে নয়—তাহাকে দুইবার আল্লাহর ঘর তওয়াফ করিতে হইবে। ইবনে আকীল বলিতেছেন, হস্ত ও পদের সাহায্যে হাঁটিলে মানুষ চতুষ্পদের অনুরূপ আকার ধারণ করে। ইমাম ছাহেব এই কুৎসিত ব্যাপার হইতে মানতকারীকে এবং আল্লাহর ঘরকে রক্ষা করিয়াছেন অথচ মানতকে ঠিক রাখিয়া তাহাকে দুইবার (১৪ পাক) তওয়াফের আদেশ দিয়াছেন। ইহাতে এক দিকে যেমন হস্তের পরিবর্তে হাঁটিবার ইন্দ্রিয়ই ব্যবহৃত হইয়াছে তেমনই অপর দিকে তওয়াফকারীর চারি পদের মানত বাতিল হয় নাই। ইবনে আকীল আরো বলিয়াছেন যে, ইমাম আহমদ জিজ্ঞাসিত হইলেন যে, জনৈক ব্যক্তি তাহার একজন সন্তান ও একজন গায়িকা দাসী রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সন্তানটির অর্থাভাব ঘটায় সে উক্ত দাসীকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইল। ইমাম ছাহেব বলিলেন, উহাকে গায়িকা রূপে বিক্রয় করিলে—চলিবে না, শুধু ক্রীতদাসী রূপেই বিক্রয় করিতে হইবে। ইবনে আকীল বলেন যে, ইহা ইমাম ছাহেবের ফিক্‌হী-প্রজ্ঞার জলন্ত নিদর্শন। কারণ কোন গায়িকা দাসী অপহৃতা হইয়া তাহার নাচ গান যদি ভুলিয়া যায় তাহা হইলে তজ্জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না।

ইমাম ছাহেবকে জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, সে শপথ করিয়াছে, অদ্য রজনীতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সে স্ত্রীসহবাস করিবে, অন্যথায় তাহার স্ত্রীকে তালাক দিবে কিন্তু তাহার স্ত্রী ঋতুমতী। এক্ষণে সে কি করিবে? ইমাম ছাহেব বলিলেন, সে স্ত্রীকে তালাক দিবে। এই ফত্ওয়ার আভ্যন্তরীণ রহস্য এই যে, ঋতুমতী নারীর সহবাস হারাম এবং তালাক দেওয়া হালাল এবং এক তালাকের পর স্ত্রীকে পুনর্গ্রহণ করা জায়েয। *

ইমাম আহ্মদের আকীদা

আহ্লে-ছুন্নতগণ মতবাদের দিক দিয়া মোটা-মুটি তিন দলে বিভক্ত হইয়াছেন, যথা :—হানাবেলা, আশাইরা ও মাতুরীদিয়া। ইমাম আহ্মদ বিনে হাম্বলের নামে হানাবেলা, ইমাম আবুল হাছান আশ্আরীর নামে আশাইরা ও ইমাম আবুল মন্-ছুর মাতুরীদীর নামে (—৩৩৩) মাতুরীদিয়া স্কুল পরিচিত হইয়াছে।

ইমাম আবুল হাছান আশআরীর নাম আলী বিনে ইছমাঈল বিনে ইছহাক। বিখ্যাত ছাহাবী আবু মুছা আশআরীর বংশোদ্ভূত। ২৬০ হিজরীতে বছরায় জন্মগ্রহণ করিয়া মু'তাযিলা বা তথাকথিত যুক্তিবাদী দলের আকীদা অনুসারে শিক্ষিত ও বর্ধিত হন। পূর্বে ইনি মু'তাযিলাদের একচ্ছত্র নেতারূপে গণ্য হইতেন কিন্তু পরে এই দলের মতবাদ হইতে তওবা করিয়া তিনি আহ্লে ছুন্নতগণের মতবাদের সহায়তা ও প্রতিষ্ঠা দান কল্পে দণ্ডায়মান হন এবং আহলে-ছুন্নতগণের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইমামগণের আসন অলংকৃত করেন। ৩৪২ হিজরীতে তাঁহার ওফাত হয়। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আশআরীগণ যাঁহার নামে তাঁহাদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই ইমাম আবুল হাছান আশআরী স্বয়ং ইমাম আহ্মদ বিনে হাম্বলের আকীদার অনুসরণকারী ছিলেন। স্বীয় গ্রন্থ "ইবানা ফি উছুলিদ্ দিয়ানা"র ইমাম আবুল হাছান বলিতেছেন :—

"যদি কেহ আমাকে বলে, তুমি মুতাযিলা, কদরীয়া, জহমীয়া হরূরীয়া, রাফিযা ও মুর্জিয়া সকলেরই যখন বিরোধ করিতেছ তখন তুমি কোন্ মতের অনুসরণকারী ও কি বিশ্বাস পোষণ করিয়া থাক তাহা আমাদিগকে খুলিয়া বল, তাহাহইলে তাহাকে উত্তর দেওয়া হইবে যে, আল্লাহর গ্রন্থ এবং তাঁহার রছুলের (দঃ) ছুন্নত এবং ছাহাবা ও তাবেয়ীগণ এবং হাদীছশাস্ত্রের ইমামগণ যে মতবাদ ও বিশ্বাসের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন আমি সেই মতবাদ ও বিশ্বাস পোষণ এবং দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া থাকি এবং আহ্মদ বিনে হাম্বল, আল্লাহ্ তাঁহার বদনমণ্ডল সরস, তাঁহার স্থান সমুন্নত এবং তাঁহার ছওয়াব বর্ধিত করুন, যে মতবাদ পোষণ করিতেন আমরাও তাহাই পোষণ করিয়া থাকি এবং যে ব্যক্তি তাঁহার উক্তির বিরোধকারী, আমি তাহার উক্তি প্রত্যাখ্যান করি কারণ ইমাম আহ্মদ অভিজ্ঞ অগ্রনায়ক এবং কামিল নেতা ছিলেন,—গোমরাহীর বিস্তৃতি মুহূর্তে আল্লাহ তাঁহার দ্বারাই সত্যকে প্রকট এবং সত্য পথকে সুগম করিয়াছেন। তাঁহার দ্বারাই বিদ্আতীগণের বিদ্আত এবং বক্রপথ অবলম্বনকারীগণের বক্রতা এবং সন্দেহ-বাদীদের সন্দেহ দূরীভূত করিয়াছেন। আল্লাহ্ এই অগ্রণী ইমাম ও মহান পথ প্রদর্শকের উপর তাঁহার রহমত অবতীর্ণ করুন।" *

ইমাম আবুলহাছান আশ্আরীর উদ্ধৃত উক্তি-গুলি পাঠ করিলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, বর্ত-মান আশ্আরী স্কুলে যে সকল মতবাদ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে তন্মধ্যে যেগুলি ইমাম আহমদ বিনে হাম্বলের আকীদার বিরোধী, সেগুলি আশ্আরী-গণের ইমাম আবুল হাছানের মতবাদ নয়। প্রকৃত-পক্ষে ইমাম আবুল হাছান আশ্আরী ও ইমাম আহ্মদ বিনে হাম্বলের আকীদার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই এবং ইমাম আহ্মদের আকীদাই প্রকৃতপক্ষে সমুদয় আহ্লেছুন্নতের একমাত্র আকীদা। ইমাম ছাহেবের মতবাদ উত্তমরূপে হৃদয়ংগম করার জন্য নিম্নে তাঁহার একখানা পত্রের অনুবাদ প্রদত্ত হইল। (ক্রমশঃ)

* ইবনে জওযীর মনাকীব ১৩—৬৫পৃঃ

* ইবনে আছাকীর, তাব্য়ীন ১৫৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

জঙ্গে খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ

মোঃ আবদুল মান্নান, এম-এ।

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কে আত্মরক্ষার্থে যত গুলি যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল, তন্মধ্যে—পরিখার যুদ্ধ অন্যতম। এই যুদ্ধ হিজরী ৫ম সনে মোতাবেক ৬৭৬ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে রক্তক্ষয় বা প্রাণহানি বিশেষ কিছু হয় নাই কিন্তু তাহা সত্বেও মুসলমানদিগকে যে ভীষণ ও দীর্ঘস্থায়ী বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল তাহা অনস্বীকার্য।

এই যুদ্ধের কয়েকটী বিশেষত্ব রহিয়াছে। প্রথম, এই প্রকার আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন আরব দেশে ইহাই সর্ব্বপ্রথম। দ্বিতীয়, এই যুদ্ধে মুসলমানদিগকে একেবারে ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন করার জন্য উত্তর ও দক্ষিণ আরবের বহু দল ও গোষ্ঠি একত্রে মিলিত হইয়াছিল। তৃতীয়, এই যুদ্ধে নূতন করিয়া হজরতের যাদুকরী নেতৃত্বশক্তি, মুসলমানদের অসীম সাহস, ধৈর্য্য ও সংহতির পরিচয় প্রকটিত হইয়াছিল।

পরিখা খনন করিয়া মুসলমানেরা এই যুদ্ধে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা সাধারণতঃ পরিখার যুদ্ধ নামে খ্যাত। কিন্তু ইতিহাসে ইহা অন্যান্য নামেও আখ্যাত হয়। বহু দল ও গোত্র একত্র-সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া ইহা "জঙ্গে আহযাব" নামেও পরিচিত। আবার মদীনা অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছিল বলিয়া ইহা 'হিসার' নামেও প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

যুদ্ধের কারণ

এই যুদ্ধের কারণ নির্ণয় করিতে হইলে ইহার পূর্ব্বেকার অবস্থা পর্যালোচনা করা দরকার। আপাতঃ দৃষ্টিতে, ২ বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত ওহোদ যুদ্ধে—কোরেশরা জয়লাভ করে। কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও কোরেশরা কোন স্থায়ী ফললাভ করিতে পারে নাই। তাহারা মদীনার নিকটে একটা ঘাঁটিও রক্ষা করিতে পারে নাই। ফলে তাহারা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করার পরে পরেই মদিনার মুসলমানেরা নিজেদের শক্তির পুনরুদ্ধার করিলেন। শীঘ্রই তাঁহাদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়া চতুষ্পার্শ্বে ছড়াইয়া—পড়িতে লাগিল। ফলে মক্কার কোরেশদের Life line বা সিরিয়ায় ব্যবসায় বাণিজ্যের পথটীই শুধু অবরুদ্ধ হইয়া যায়না বরং উত্তর পূর্ব্ব দিকে ইরাকের রাস্তাটীও তাহাদের জন্য বন্ধ হইয়া যায়।

ইতিমধ্যে বিশ্বাসহীনতা ও হীন ষড়যন্ত্রের অপরাধে, মদীনাস্থিত বানু নাজীর গোত্রীয় ইহুদীদিগকে নির্ব্বাসিত করা হয়। ইহার ফলে মদীনার আভ্যন্তরীণ বিপদ দূরীভূত হইলেও ইহা এক নূতন বিপদের সূচনা করে। এই সব ইহুদী খায়বর ও তন্নিকটবর্ত্তী এলাকায় গিয়া বসবাস স্থাপন করে। তথাকার—ও পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগের অধিবাসীদিগকে তাহারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে থাকে। মূলতঃ তাহাদের প্ররোচনা ও উস্কানীর ফলেই 'দুমাতুল জন্দলের' অধিপতি মদীনাগামী কাফেলার উপর হামলা চালাইতে থাকে। শুধু তাই নয়। মদীনার উপর আক্রমণ চালাইবার জন্য তাহারা গৎফানী গোত্রকে খায়বরের ১ বৎসরের উৎপন্ন ফসল প্রদানের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এদিকে আবার এই ইহুদিরাই মক্কার কোরেশদিগকে তাহাদের বিনষ্ট শক্তি উদ্ধারের জন্য অনবরত উস্কানী দিতে থাকে এবং গৎফানীদের সমকালেই মদীনার উপর আপতিত হইবার জন্য কোরেশদিগকে সংঘবদ্ধ হইবার পরামর্শ দেয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, তাহারা নিজেরা প্রত্যক্ষভাবে এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণে বিরত থাকে। তাহারা "যা শত্রু পরে পরে" এই নীতি অবলম্বন করিয়াই কণ্টক দ্বারা কণ্টক দূরীকরণের মতলব আঁটিয় ছিল।

দুমাতুল জন্দলের অধিপতি যখন মদিনা আগমনকারী কাফেলা দলকে লুণ্ঠন করিল, তখন ব্যাপারটার গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া উহার পুনরাবৃত্তির পথ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং হযরত একটী অভিযানে বহির্গত হইলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তথায় না গিয়া মধ্যপথ হইতে ফিরিয়া আসিলেন। সম্ভবতঃ তিনি গুপ্তচরমুখে আসন্ন মদীনা আক্রমণের জন্য মক্কার কোরেশদের ও উত্তরে গংফানীদের প্রস্তুতির সংবাদ পাইয়াছিলেন। ডুমাতুল জন্দলে মুছলমানদের কাফেলা লুণ্ঠন একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ইহাতে ইহুদীদের গভীর ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাহাদের পরিকল্পনা ছিল যে ডুমাতুল জন্দলের ব্যাপারটীর প্রতিকারের জন্য হজরত মদীনা হইতে বহির্গত হইয়া মদীনাবাসীদের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে তাহারা এক দিকে হজরতকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া পিষিয়া মারিবে, আবার অন্য দিকে কোরেশ প্রভৃতি অন্যান্য দল মদীনার উপর আক্রমণ চালাইয়া তথাকার মুসলমানদিগকে বিলুপ্ত করিয়া দিবে। যাহা হউক হজরত ক্ষিপ্র গতিতে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং মদীনার রক্ষা ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করিলেন।

ওহোদ যুদ্ধের ফলাফলের কথা স্মরণ করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল যে, এবার খোলা-ময়দানে প্রকাশ্যে শত্রুর মোকাবেলা না করিয়া নগরাভ্যন্তর হইতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আরও স্থির হইল যে, বহির্ভাগ হইতে যে সব স্থান দিয়া মদীনার উপর হামলা চালান যাইতে পারে, সে সব স্থানে পরিখা খনন করিতে হইবে। মুসলিম ঐতিহাসিকরা সাধারণভাবে এই পরিখা খননের কৃতিত্ব হজরত সালমান ফারসীর (রঃ) উপর আরোপ করেন। কিন্তু ঐতিহাসিক মাকরেজী হজরতের আদেশে লিখিত যে পত্রখানি তদীয় গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহা হইতে অন্যরূপ কথাই প্রমাণিত হয়। হজরতের এই পত্রখানি আবু সুফিয়ানের এক পত্রের উত্তরে লিখিত হইয়াছিল। এইরূপ অভিনব আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আবু সুফিয়ান পত্রে প্রথমতঃ বিদ্রূপ করিয়াছিল এবং পরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ইহার কৌশল বা পন্থা হজরত কাহার নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। হজরতের পত্রে ইহার উত্তরে লিখিত হইয়াছিল যে, তিনি ঐশী অনুপ্রেরণার ফলেই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এর দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির ব্যাপারের ন্যায় হজরত সামরিক ও রক্ষণ-ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় জ্ঞানও আল্লাহর নিকট হইতে আহরণ করিতেন। যুদ্ধে অনাবশ্যক রক্তক্ষয় নিবারণ যে তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল তাহাও এই ব্যাপার হইতে প্রমাণিত হয়।

পরিখার স্থান নির্ণয় ও খনন

আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থার জন্য যখন পরিখা—খননের কথা সাব্যস্ত হইল, তখন হজরত জনকয়েক মোহাজের ও আনসার সমভিব্যাহারে অশ্বপৃষ্ঠে মদীনার চতুষ্পার্শ্ব ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন। কোথায় পরিখা খনন করা দরকার, কোথায় মুসলমানগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন, কোন্ কোন্ স্থান আত্মরক্ষার জন্য সুরক্ষিত করা অপরিহার্য্য, প্রভৃতি বিষয় সরেজমিনে নির্ণয় করাইছিল এই পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য। মদীনার পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিক দিয়া আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল না। কারণ ঐ দিক দিয়া যে রাস্তা ছিল তাহা ছিল অতি সঙ্কীর্ণ ও আঁকাবাঁকা। সুতরাং ঐ দিক দিয়া শত্রুরা দলবদ্ধ ভাবে আক্রমণ করার কোন সুযোগ পাইবে না। অতএব ক্ষুদ্র ২।৪টী ঘাঁটি ঐ দিকে রাখিলেই যথেষ্ট। পূর্ব্বদিকে অবশ্য বনুকোরাইজা ও অন্য গোত্রোদ্ভূত ইহুদিদের বাস। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত সদ্ভাব বজায় ছিল। সুতরাং—আপাততঃ সে দিক দিয়াও বিপদের বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু অরক্ষিত ছিল উত্তর ও পশ্চিম দিক, বিশেষ করিয়া উত্তর দিক। অতএব ঐ দুই দিকেই পরিখা খনন করা সাব্যস্ত হইল।

স্থির হইল যে, উত্তর পূর্ব্ব কোণে শেখীন-বুরুজ' যুগলের নিকট হইতে আরম্ভ হইয়া পরিখাটি "জুবাব" পর্য্যন্ত উত্তর-পশ্চিমমুখী হইয়া খনিত হইবে; এবং তার পর তথা হইতে মোটামুটী পশ্চিম দিকে "বনু উবায়েদ" নামক টিলা পর্য্যন্ত যাইবে। তারপর দক্ষিণমুখী "মাজাদ" পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এবং তথা হইতে পূর্ব্বমুখী হইয়া "সালআ" পর্ব্বত প্রান্তে গিয়া শেষ হইবে। কিন্তু পশ্চিম-প্রান্তবাসী গোত্রের লোকেরা নিজেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরিখাটীকে আরও দক্ষিণ দিকে "মসল্লা-আলগামা" পর্য্যন্ত বিস্তৃত করে। পরিখা-খননের ব্যাপারটী তখন জনসাধারণের মনে এতই প্রভাব বিস্তার করে যে, যদিও দক্ষিণ দিকে কুবাতে কোন আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল না, তবুও ঐ স্থানের অতি সাবধানী অধিবাসীরা তাহাদের দুর্গাদির চতুষ্পার্শ্বে খাত-খনন করিয়াছিল।

ঐতিহাসিকদের বর্ণনামতে হজরতের দুমাতুল জন্দলের অভিযান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন ও শত্রুপক্ষের মদীনা আক্রমণের মধ্যে মাত্র ৩ সপ্তাহের ব্যবধান। সেই সময় মুসলমানদের কার্য্যক্ষম পুরুষের সংখ্যা ৩ হাজার। হজরতের নির্দ্দেশমত সমগ্র স্থানটী বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া চিহ্নিত করা হইল, তার পর প্রতি ১০ জন লইয়া গঠিত এক একটি দলের উপর এক একটি অংশ খননের ভার অর্পিত হইল। এইরূপ এক একটি দলের উপর ৪০ হাত পরিমাণ খাঁল-খননের নির্দ্দেশ থাকে। সুতরাং হিসাব করিলে বুঝা যায় যে নূন্যাধিক ৩৷৷০ মাইল পরিচিত খাত-খনিত হইয়াছিল। পরিখার প্রশস্ততা ও গভীরতা কত ছিল তাহার স্পষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন বর্ণনা হইতে ইহা জানা যায় যে মাত্র একটি ক্ষুদ্র পরিসর স্থান ব্যতিরেকে অন্য কোথাও শত্রুপক্ষের সুদক্ষ পাহলওয়ান্‌রা পর্য্যন্ত লম্ফ দিয়া পরিখা উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। এই ক্ষুদ্র পরিসর স্থানটি সম্ভবতঃ "সালআ" পর্ব্বতের সন্নিধানে ছিল।

এবনে হিশামের বর্ণনামতে ভলান্টিয়ারেরা দিনে কার্য্য করিতেন এবং রাত্রে বাড়ী গিয়া স্ব স্ব পরিজনদের সহিত বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতেন। কিন্তু হজরতের অবস্থা ছিল স্বতন্ত্র। জুবাবে একটি তাম্বু খাটাইয়া তিনি দিবানিশি তথায় অবস্থান করিতেন। শুধু তাই নয়। কেবলমাত্র লোকজনের কার্য্য পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান আর গুরুগম্ভীর উপদেশ প্রদান করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইতেন না, তিনি স্বয়ং একটি দলের সহিত মিলিত হইয়া মাটি খনন বা বহন করিতেন।

কোন্ দল কত বেশী কাজ করিতে পারে, তাহা লইয়া প্রতিযোগিতা চলিত। সলমান ফার্সী ছিলেন সুগঠিত দেহ, বলবান ও কার্য্যদক্ষ পুরুষ। সুতরাং তাঁহাকে লইবার জন্য বিভিন্ন দলের মধ্যে টানা হেঁচড়া চলিত। কথিত আছে লম্বায় পাঁচ হাত ও গভীরতায় পাঁচ হাত পরিমাণ স্থানের মাটি তিনি একাই খনন করিয়াছিলেন। আরও জানা যায় যে, হজরত আবুবকর (রাঃ) ও হজরত ওমর (রাঃ) কোন দিনই একে অপরের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া কার্য্য করেন নাই। তাঁহারা কাপড়ে করিয়াই মাটি বহন করিতেন। কারণ মাটি বহনের জন্য ঝুড়ি প্রায়শঃ মুসলমানগণের ছিল না। বর্ণিত আছে যে, অতিরিক্ত পরিশ্রম ও রাত্রে নিদ্রার অভাব জনিত ক্লান্তিতে একদিন হজরত দিবসে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সময় হজরত আবুবকর ও হজরত ওমর উভয়েই পাছে তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায় এই ভয়ে তাঁহার মস্তকের নিকট দণ্ডায়মান থাকিয়া লোকজনকে তথায় আসিতে নিবারিত করিয়াছিলেন। খননের ব্যাপারে প্রত্যেকটী খুটিনাটীর উপর হজরতের (দঃ) তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। যেখানেই কেহ কোন বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতেন, সেখানেই তিনি উপস্থিত হইয়া উহার সমাধান করিতেন। একদিন একটি স্থানে প্রস্তরস্তূপ কাটিতে অক্ষম হওয়ায় লোকজন পরিখাটি পার্শ্বদিয়া ঘুরাইয়া লইবার ইচ্ছা করে। কিন্তু সেই স্থানে হজরত নিজে নামিয়া কার্য্যে লাগিয়া যান এবং তাঁহার প্রচেষ্টায় ঐ প্রস্তরখণ্ড ভঙ্গ হয়।

তখন ছিল রমজান মাস, কিন্তু রোযা রাখিয়াও সেচ্ছাসেবকদের উৎসাহের অন্ত ছিল না। তাঁহারা গাঁথা আবৃত্তি করিতেন; আর হৃষ্টচিত্তে অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া যাইতেন। বালকেরা পর্য্যন্ত উৎসাহে মাতিয়া উঠিয়াছিল। জায়েদ-বিন সাবেত সেই সময় বালক মাত্র। ক্রমাগত দিনের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পর দিন পরিশ্রম করিয়া তিনি একদিন ক্লান্তিতে অভিভূত হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। উমারা-বিন হাজম্ জিলেন খুব আমুদে প্রকৃতির লোক। তিনি কৌতুক করিবার উদ্দেশ্যে নিদ্রামগ্ন জায়েদের মাটীখননের যন্ত্রপাতি লুকাইয়া রাখিলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর বালক জায়েদ যন্ত্রপাতি দেখিতে না পাইয়া স্বভাবতঃই খুব ভীত হইয়া পড়িল। যাহা হউক, এই ঘটনাটি যখন হজরতের কর্ণগোচর হয়, তখন তিনি নির্দোষ বাঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে জায়েদকে "আবু রুকাদ" বা ঘুমকাতুরে বলিয়া অভিহিত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উমারাকেও মৃদু তিরস্কার করেন। তিনি বলেন যে, এই ছোট বালকের সহিত এই প্রকার ব্যবহার করা কোন ক্রমেই উচিত হয় নাই।

সুখের বিষয় পরিখার ব্যাপারে বর্ণিত স্থানগুলির প্রায় সমস্তই এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। যেখানে "শেখীনবুরুজ" ছিল, এখন সেখানে দুই গুম্বজ বিশিষ্ট শেখীন-মসজিদ বিরাজিত। কথিত হয় যে, তৎকালে এক বৃদ্ধদম্পতি তথায় বসবাস করিতেন। এই বুরুজ দুইটী পরস্পরের এত সন্নিকটে ছিল যে, তাঁহারা দুই বুরুজের চূড়ায় উঠিয়া পরস্পর কথাবার্ত্তা বলিতেন এবং এই কারণেই উহা "শেখীন বুরুজ" নামে নাকি পরিচিত ছিল। "জুবাব"—এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ স্থানেও ঐ নামে একটী মসজিদ বিরাজ করিতেছে। "বানু উবায়েদ" নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তবে স্থানটী নির্দ্দিষ্ট করা কঠিন নয়। কারণ উহার সন্নিকটবর্ত্তী "মসজিদ কেবলাতায়েন" উহাকে নির্দ্দেশ করিতেছে। এই মসজিদেই হজরত নামাজ পড়িবার কালে শান্তিনগরী মক্কাস্থ বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়ার ওয়াহী প্রাপ্ত হন। এই ওয়াহী পাওয়ার পূর্ব্বে তাঁহারা জেরুজালেমের দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতেন। এই কেবলা পরিবর্ত্তন হিজরতের ১৬ মাস পরে সংঘটিত হয়। "মাজাদ" এর আজ আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। সম্ভবতঃ তৎকালে ঐ নামীয় কোন জনপদ ও খামার ছিল। সুতরাং অন্যান্য স্থানের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ঐটীর অবস্থান আন্দাজ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। "মালআ" পর্ব্বতও খুবই সুবিদিত। এই পর্ব্বতের অন্যতম চূড়ায় "মসজিদ আল ফতহ্" বা বিজয়ের মসজিদ অবস্থিত। মদীনা অবরোধ কালে সেখানে হজরত তাঁবু খাটাইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন এবং যেখান হইতে তিনি ঐ সংগ্রামে জয়লাভ করার জন্য আল্লাহতালার দরবারে ক্রমাগত দোওয়া করিতেন, সেইখানেই এই মসজিদ অবস্থিত।

শত্রুপক্ষের আগমন ও শিবির সন্নিবেশ।

পরিখা-খননের কাজ ক্ষিপ্রগতিতে আগাইয়া চলিতেছিল। শওওয়াল মাসের ১ম ভাগেই যখন শত্রুচমূ উত্তর ও দক্ষিণ উভয়দিক হইতে দলে দলে আগমন আরম্ভ করিল, তখন পরিখা-খনন শেষ হইয়া গিয়াছে। ওহোদ যুদ্ধের ন্যায় এবারও শত্রুপক্ষ মদীনার উত্তর প্রান্তে আসিয়া ছাওনী ফেলিল। কোরেশেরা শিবির সন্নিবেশ করিল "জাগাবাহ" নামক স্থানে যেখানে একাধিক ঝর্ণা-নিঃসৃত জলধারা আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ঐখান হইতে পশ্চিম দিকে 'জুরাফ' হইয়া "আলগাবাহ" নামক জঙ্গল পর্য্যন্ত তাঁহারা অধিকার করিয়া বসিল। তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছে তাহাদের বেতনভোগী মিত্র—কেনানা-গোত্রীয় লোকেরা, আর তিহামার অধিবাসীরা। উহাদের সর্ব্বশুদ্ধ সংখ্যা দশ সহস্র বলিয়া কথিত হয়। গৎফানী ও ফজরী গোত্রের লোকেরা আসিয়াছে উত্তরদিক হইতে। খায়বরে উৎপন্ন এক বৎসরের ফসল পাওয়ার চুক্তিতে তাহারা এই শান্তিপ্রিয় মদীনাবাসীদের উপর শত্রুতা-সাধন করিতে আসিয়াছে। তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছে নজ্‌দ এর অধিবাসী বানু আসাদ গোষ্ঠীর লোকেরা। ইহাদের সংখ্যা ছিল সাত সহস্র। এরা ছাওনী ফেলিল ওহোদ এর সন্নিধানে ওয়াদি নুমানের তীরে "জানাবনাকমা" নামক স্থানে।

শত্রুপক্ষের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান মুজাহেদীনও সালআ পর্ব্বত সংশ্লিষ্ট শিবিরে সমবেত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইলেন। হজরত এতদিন পর্য্যন্ত "জুবাব পর্ব্বতে" অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহার তাঁবু তথা হইতে উঠাইয়া "সালআ পর্ব্বতে" আনয়ন করা হইল। এইখানে—ঠিক যেখানে তিনি তাঁবু খাটাইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন,— পরবর্ত্তী কালে "মসজিদ আল-ফতহ্" বা বিজয়-মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহারই সন্নিধানে সলমান, আবুবকর, উছমান ও আবুজরএর নামের সহিত বিজড়িত আরও ৪টী মসজিদ রহিয়াছে। সম্ভবতঃ উক্ত যুদ্ধকালে এই সমস্ত প্রাতঃস্মরণীয় সাহাবীরা তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন।

মুসলিম মিলিশিয়ার সর্ব্বসমেত সংখ্যা ছিল মাত্র ৩ সহস্র আর উহাদের মধ্যে অশ্বারোহী ছিল মাত্র ৩৫ জন।

শত্রুপক্ষের আগমনের পূর্ব্বেই জমির শস্য কর্ত্তন করা শেষ হইয়া গিয়াছিল। শত্রুপক্ষ তাহাদের পশুগুলির আহারের জন্য তাই তথায় কোন কিছুই সংগ্রহ করিতে পারে নাই। তাহারা সঙ্গে যাহা আনিয়াছিল, তাহাদিগকে উহারই উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল।

শত্রুপক্ষের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে হজরত তাঁহার পরিবার-পরিজনকে বিভিন্ন দুর্গে প্রেরণ করিলেন। বিবি আয়েশা প্রেরিত হইয়াছিলেন বানু হারিছা গোত্রের দুর্গে। তাঁহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া বিবি সফিয়া প্রেরিত হইয়াছিলেন বিখ্যাত কবি হাস্‌সান বিন সাবিতএর দুর্গে। তথায় বিবি সফিয়া যে অসম-সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে মুছলিম ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। মুসলমান পুরুষগণ সহর হইতে দূরে নগর রক্ষায় নিযুক্ত; পরিবার পরিজনের তত্ত্বাবধান করিবার কেহই নাই। এই অবসরে একদল হীনচেতা কাপুরুষ ইহুদি মুসলমানদের গৃহাদি লুটপাট এবং নারী ও বালিকাদিগকে ধর্ষণ করার ষড়যন্ত্র আঁটে। যখন তাহাদের মধ্যে একজন হাস্‌সান-বিন সাবিতের দুর্গের প্রাচীরে আরোহণের চেষ্টা করে তখন এই বিবি সফিয়া একাকী এই নরাধমকে তরবারী দ্বারা বধ করেন এবং উহার ছিন্নশির নিম্নে অবস্থিত অন্যান্য দুর্বৃত্তদের সম্মুখে নিক্ষেপ করেন। এই অচিন্তনীয় ব্যাপার দেখিয়া তাহারা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। যুদ্ধ শেষে বিবি সফিয়া পুরুষ সৈনিক-দের মত গণিমতের মালের অংশ পান।

যুদ্ধের বর্ণনা

মুসলমান যোদ্ধরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া রাত্রিদিন পরিখা পাহারা দিতে লাগিলেন। এ এক অদ্ভুত যুদ্ধ। একে অপরের সম্মুখীন কিন্তু মধ্যস্থলে পরিখার ব্যবধান। তাই হাতাহাতি যুদ্ধ সংঘটিত হইবার উপায় ছিল না। উভয় পক্ষ হইতে তীর ছোড়া হইত; বিশেষ করিয়া যখনই শত্রুপক্ষ কোন একস্থানে সেতুমুখ স্থাপনের উদ্যোগ করিত, অমনি মুসলমান পক্ষ হইতে অজস্র বাণ নিক্ষেপে উহা ব্যর্থ করিয়া দেওয়া হইত। শত্রুপক্ষের অশ্বারোহী সৈন্যেরাও মধ্যে মধ্যে পরিখার পার্শ্বদিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ফিরিত; উদ্দেশ্য যদি কোন স্থানে রক্ষী মুসলিম সৈনিককে অসতর্ক অবস্থায় দেখা যায়। উহাদের মধ্যে দুই একজন গোঁয়ার্ত্তুমীর বশবর্ত্তী হইয়া লম্ফ দিয়া পরিখা পার হইবারও চেষ্টা করিয়াছিল। নওফল বিন আবদুল্লাহ্ আলমাখজানী এইরূপ প্রচেষ্টায় অশ্ব হইতে পরিখার মধ্যে পড়িয়া যায়। মুসলমানেরা তাহার উপর প্রস্তর বর্ষণ করিতে থাকে। হজরত আলী (রাঃ) উহা দেখিয়া তাহাদিগকে প্রস্তর বর্ষণ হইতে ক্ষান্ত করেন এবং স্বয়ং পরিখায় অবতরণ করিয়া তুমুল যুদ্ধের পর মাখজুমীকে বধ করেন। মাখজুমীর মৃতদেহ ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য শত্রুপক্ষ ১২ সহস্র দিরহম প্রদান করিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু হজরতের আদেশে ঐ মৃতদেহ বিনা মুদ্রায় প্রদান করা হয়। তাবারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, একবার শত্রুপক্ষের গুটিকতক অশ্বারোহী সৈন্য পরিখা উত্তীর্ণ হইয়া মুসলমান রক্ষী সৈন্যের ব্যূহের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। কিন্তু যখন তাহারা দেখে যে, তাহারা তাহাদের মূল সৈন্যদল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে তখন পলায়নে তৎপর হয়। কিন্তু ইহারই মধ্যে জনকয়েককে এই হঠকারিতার দণ্ড স্বরূপ মৃত্যুর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পেয়ালা পান করিতে বাধ্য হইতে হয়।

এক গাঢ় অন্ধকার রজনীতে দুই বিপরীত দিক হইতে আগমনকারী মুসলিম টহলদারী সৈন্যদলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। নিজেদের ভ্রান্তি বোধগম্য হইবার পূর্বেই একাধিকজন নিহত ও আহত হন। যখন এই ঘটনা হজরতের নিকট রিপোর্ট করা হয়, তখন তিনি বলেন যে, ইহাতে যাঁহারা নিহত হইয়াছেন তাঁহারা শহীদের মর্জা পাইয়াছেন; আর যাঁহারা আহত হইয়াছেন তাঁহারা ধর্মযুদ্ধে আহত হওয়ার গৌরব লাভ করিয়াছেন। অবশ্য ভবিষ্যতে যাহাতে এই প্রকার মর্মন্তুদ ব্যাপার আর না সংঘটিত হয়, তার জন্য তিনি সকলকে সতর্ক করিয়া দেন।

কোরেশদের আনীত খাদ্যসম্ভার ও পশুখাদ্য শীঘ্রই নিঃশেষিত হইবার উপক্রম হইল। খয়বর হইতে তাহারা কিছু খাদ্য সরবরাহ পাইয়াছিল। বর্ণিত আছে যে, জুয়াই-বিন আখতার নামীয় জনৈক নাজিরীয়া ইহুদি খয়বর হইতে কুড়িটী উট বোঝাই যব ও খেজুর পাঠাইয়াছিল। কিন্তু ইহা মুসলিম টহলদারী সৈন্যদের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। তাঁহারা এই সমগ্র কাফেলা হস্তগত করিয়া মুসলিম শিবিরে লইয়া আসিতে সমর্থ হয়।

(ক্রমশঃ)

সোনালী স্বপন

ঃ গোলাম কাদির

আজি এ ফাগুনের বাসন্তী বায়
মনের দিগন্তে জাগে এক
সোনালী স্বপন;
শ্যামল-বনানীর ঘন বিথীকায়
ফুটিয়াছে কত নবীন মুকুল
অনন্ত অগণন।
চারি পাশে বিহগেরা জমায়েছে ভীড়
অফুরন্ত প্রাণাবেগে নিয়ত উল্লসি'
মুখরিত হলো বাক্,
রূপ-রস-গন্ধ-গানে ধরণী বিভোর
আজি বসন্তের স্নিগ্ধ কোমল প্রাতে
হরষে নির্বাক।
তবু কেন বার বার আজি মনে হয়
যুগে যুগে বীর প্রেমিকের ত্যাগে-ভরা
এ ধরা সে ধরা নয়।
জ্ঞানবীর আদমের প্রেম-অনুরাগ
এনেছিল যেথা নিস্বার্থ প্রেমের পরশ
স্নেহের দুলালী হাওয়ায়,
আকাশী প্রেমের অবিলতা যত
খাঁটি হলো শেষে এ মাটির
স্নিগ্ধ-শ্যামল ছোঁয়ায়।
প্রলয় প্লাবন মাঝে নূহের কিশ্‌তী
ভেসেছিল যেথা দেখাইয়া পথ
ভ্রমান্ধ মানব যাত্রী,
খলীলের অকপট হৃদয় প্রকাশ
দেখালো যেথায় মহাপ্রীতির বন্ধন
অবিরাম দিন রাত্রি;
যে জন আপনারে দিল বিলাইয়া
প্রেম-সুন্দরের শুভ প্রতিষ্ঠা তরে
এ মাটির ধরণী' পর
সহনশীলতার পাঠ শিখালো ঈসা
নিজেরে ডুবায়ে দিয়ে লাঞ্ছনা-গঞ্জনায়
সারাটি জনম ভর।
যে মুসার আসা দিলো শত আশা
ফেরাউনী নিপীড়ন করিতে কবর
চির দিন তরে,

www.ahlehadeethbd.org

সেই যুগ যুগ ত্যাগে মহা-মহীয়ান
শিক্ষা প্রেমে চির-সুন্দর ধরিত্রী আমার
আজি কালিমা ভরে।
জগত আজিকে হারায়েছে আপন সত্ত্বা
রঙীন উজল আলো নিভে গেছে তার
আঁধিয়ারা চারি দিক,
প্রেম-সুন্দর দৃষ্টি ভুলে গেছে সে—
ভুলে গেছে হেরার উজল স্বপন,
আজি তা কাল্পনিক
তাই দেখি আজি মোর চারি পাশে ভীড়
কিল্‌বিল্ কিল্‌বিল্ শত রক্ত-শোষা
বীভৎস হিংসা-মগ্ন,—
শোষণ-পেষণ আর শত নিপীড়ন
চলে অবিরাম কত এ ক্ষয়িষ্ণু দেহে
অনাবৃত নগ্ন!
নীচে কাঁদে ক্ষুধিত মানবতা—
পেটে অন্ন নেই মুঠি, পিঠে নেই বস্ত্র
কঙ্কালসার দেহ শত,
উপরে রচিত সৌধ চূড়ায় দিন রাত
চল্‌ছে কত সাকি-সরাবের বেসাতি
শাদ্দাদী ইমারত!
আজি তাই বার বার মোর মনে হয়
মাটি মায়ের শ্যামল ধরণী আমার
পুঞ্জীভূত বেদনাময়,—
আলোকে-পুলকে ভরা নবীন বিশ্ব,
পাখী ডাকে, ফুল ফুটে, অলি আসে তবু
এ ধরা যেন সে ধরা নয়।
আজি এ ফাগুনের বাসন্তী বায়
মনের দিগন্তে জাগে তবু মোর,
এক সোনালী স্বপন,—
সাত-রঙা রামধনু এক উদিছে ঐ
সুদূর প্রসারী এই দিগন্ত মাঝারে
প্রাণ-ভুলা সম্মোহন!
স্বপন দেখেছি আজি সোনালী প্রভাতে
রক্ত-রাঙা কাঁচা রোদে জালালী কপোত
এক মেলিছে ডানা,
শ্যাম-স্নিগ্ধ পরে তার বিমল উল্লাস
নয়নে আমেজ আনে মায়াবী স্বপন
মানেনা মানা!
হেরার প্রজ্জ্বাল জ্যোতি দেখায়েছে পথ
প্রেম-সুন্দর ক্ষমা স্নিগ্ধ আঁখি তাই
লভিয়াছে জগত-দৃষ্টি,
উৎপীড়িত ক্ষমাহীন সংসারে পুনঃ
আসিছে নিয়ামত—চির-পুরাতন
চির-নূতন সৃষ্টি!
সীমাহীন অনন্তের নভ নীলিমায়
সবুজ কোমল পারের সঙ্গীত লহরী
ভেসে আসে কানে,—
কোন্ অচেনা বান্ধব পানে আজি
সুষুপ্ত হৃদয় মম জাগিয়া উঠিছে
শুধু প্রাণের টানে।
আশা পথে চেয়ে আছি উদাসী পথিক
কবে সে জালালী কপোত নামিবে হেথা
বারেক আমার দ্বারে!
ছোঁইবে আলোর পরশ ধরিত্রী আমার
দগ্ধীভূত কলিজা সুরাখ—ছুটিবে পুনঃ
মহা মুক্তির পারে।
স্বপন দেখেছি আজি সোনালী প্রভাতে
রক্ত রাঙা কাঁচা রোদে জালালী কপোত
এক মেলিছে ডানা;
শ্যাম স্নিগ্ধ পরে তার বিমল উল্লাস
নয়নে আমেজ আনে মায়াবী স্বপন
মানেনা মানা!

www.ahlehadeethbd.org

ভূ-স্বর্গে দাসত্ব

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মূল :—আবু উবাহ্‌দ

অনুবাদ :—ইবনে সিকন্দর

বাধ্যতামূলক শ্রমের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

বাধ্যতামূলক শ্রম কম্যুনিস্ট জীবন-ব্যবস্থার একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কাউন্সিল অব পিপল্‌স্ কমিসারের তদানীন্তন সভাপতি এম মলোটভ—১৯৩১ খৃঃ ৮ই মার্চ এক ভাষণে স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, বন্দীদিগকে কোন কোন মিউনিসিপ্যাল কাজে এবং রাস্তা নির্মাণে নিয়োজিত করা হয়। "আমরা এ ধরণের কাজ তাদের দ্বারা অতীতে করিয়েছি, এখন করাচ্ছি এবং ভবিষ্যতেও করাব। সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের খাতেরেই এসব করা হ'য়ে থাকে।"

বন্দীদের নিকট থেকে যে জবরদস্তী শ্রম আদায়ের ফলে ভূ স্বর্গের অর্থনৈতিক জীবনে ক্রমোন্নতি—পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং সোভিয়েট পঞ্চবার্ষিক ও সপ্তবার্ষিক পরিকল্পনাগুলো যেভাবে কার্যকরী—হয়েছে এবং এই হতভাগ্য গোলামদেরকে মেহনতী কাজে যেভাবে নিয়োজিত ক'রে ক্রম বর্ধহারে শিল্প-জাত দ্রব্য উৎপাদিত হচ্চে তর্জুমানের সীমাবদ্ধ পৃষ্ঠায় তার বিস্তারিত বিবরণ দানের একান্তই স্থানা-ভাব। এখানে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উৎসাহবর্ধক সুফল বন্দী শিবিরে আটক 'দাস'দের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এমন সুস্পষ্টভাবে প্রকট করে তুলেছে যে তাদের বাদ দিয়ে কোন পরিকল্পনা কার্যকরীকরণের কল্পনাও মনে স্থান দেয়া যেতে পারেনা।

বর্তমানে বন্দীর দল সোভিয়েট রুশের প্রতিটি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কাজ ক'রে যাচ্ছে। ধাতব খনির আঁধার গহ্বরে খনন কাজের অমানুষিক শ্রমের—অধিকাংশ আজ এদেরই ঘাড়ে চাপান হয়েছে। সুবিস্তীর্ণ রুশ সাম্রাজ্যের দিক্‌দিগন্তে প্রসারিত অগণিত সড়ক এবং রেলওয়ে লাইনসমূহের বৃহত্তর অংশের নির্মাণ কার্য আজ তাদেরই হাড়ভাঙ্গা খাটুনির ফলে সম্ভব হচ্ছে। অগণিত ফ্যাক্টরী ও কারখানা, অসংখ সেতু আর বন্দর এবং আকাশ চুম্বী সরকারী সৌধাবলীর রচনা বন্দীদের দেহের তাজা রক্তের পানিকরণ এবং সুদৃঢ় অস্থিসমূহের কঙ্কালসারে পরিণতির বিনিময়েই বাস্তবায়িত হয়ে উঠছে। গৃহ নির্মাণের কাষ্ঠ স্তম্ভ আর অন্যান্য উপকরণ তারাই সংগ্রহ করে কয়লা, জ্বালানী কাঠ, তেল এবং সিমেন্ট তারাই যোগাড় করে দেয়। বস্ত্র, গৃহ সরঞ্জাম, সেলাই কার্গ, কম্বল, জুতা, ফটোগ্রাফির উপকরণ এবং কাগজ তারাই প্রস্তুত করে। এসব তাদের অবশ্য করণীয় কার্য সমূহের অন্তর্গত,—যা করতে তারা একান্ত ভাবে বাধ্য। কিন্তু সরকারের কোন কোন বিভাগ আপনাপন নির্ধারিত কাজ যদি সঠিক ভাবে সুসম্পন্ন করতে অপারগ হয়ে উঠে অথবা নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে কম উৎপাদন করে তা'হলে সেই কমতি বন্দীদের শ্রমের সহায়তায় পূরণ করা হয়। বস্তুতঃ ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই NKVD এর এক ঘোষণা বাণী থেকে বুঝা যায় যে, এই বন্দীরাই বস্ত্র, আসবাব পত্র, সেলাই সরঞ্জাম, জুতা এবং কাগজ প্রভৃতি আট কোটী সাত লক্ষ রুবল পরিমাণ মূল্যের দ্রব্য উৎপাদিত করেছিল এবং এই বর্ধিত উৎপাদন দ্বারাই অন্য বিভাগের কমতি পরিপূরিত হয়েছিল।

ভূ-স্বর্গে দাসত্বের আধুনিক পদ্ধতি

ভূ-স্বর্গে দাসত্বের পদ্ধতি মধ্য যুগীয় দাসত্বপ্রথার সম্পূর্ণ বিপরীত। ভূ স্বর্গের শাসন কর্তৃত্বের ঠিকাদারগণ যখন কোন রুশীয় নাগরিকের উপর সন্দেহ পোষণ করেন এবং তাকে বন্দী শিবিরে প্রেরণ করে আটক রাখতে মনস্থ করেন তখন তার গৃহে আচানক এক দিবস এক পুলিশ অফিসার গ্রেফতারী পরওয়ানা

www.ahlehadeethbd.org

নিয়ে উপস্থিত হয়ে যান। এই গ্রেফতারী সাধারণতঃ অভিযুক্ত ব্যক্তির গৃহে নিশীথ রাত্রে কিংবা অতি প্রত্যুষে ঘটে থাকে। ধৃত ব্যক্তি তার সংগে কোন্ কোন্ প্রয়োজনীয় জিনিষ নিতে পারবে তা' অধিকাংশ সময় ধৃতকারী পুলিশ অফিসারের মর্যি ও খোশখেয়ালের উপরই নির্ভর করে। তিনি দয়া করে হয়ত সংগে কিছু নেওয়ার অনুমতি দেন নতুবা একদম রিক্ত হস্তেই নিয়ে চলেন।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে এমিলিয়াস পূর্ব পোলাণ্ডে রুশীয়দের হাতে ধৃত হন। তিনি মুক্তি পাওয়ার পর তাঁর গ্রেফ্তারী দুর্ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখ-ছেন :—

"পুলিশ আমার ব্যাগগুলো দেখেই সন্দেহ করে বসল। কর্কশ কণ্ঠে আদেশ হ'ল "এসব এক্ষণই খোল।" ধমক খেয়ে আমি কাঁপতে কাঁপতে ব্যাগের তালা খুলতে চেষ্টা করলাম। এতটুকু বিলম্বও তাদের সহ্য হ'ল না—রুক্ষ কণ্ঠে পুনঃ আওয়াজ গর্জিত হ'ল "জলদী কর—জল্দী কর।" "ওতে তুমি কি বন্ধ ক'রে রেখেছ, কোন অস্ত্র শস্ত্র, স্বর্ণের কোন ঘড়ি টড়ি?"—অন্য আরেক জনে প্রশ্ন করল। আমি বললাম, "না, শুধু কয়েকটা জামা কাপড় মাত্র।" গৌরবর্ণের রুশীয় অফিসারটি বললেন, "যথা সম্ভব কম জিনিসপত্র সঙ্গে রাখ যেখানে যাচ্ছ সেখানে সব জিনিসই মওজুদ পাবে, কিছুরই অভাব হবে না।" কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই সামান্য সময়ের জন্য যখন সে বাইরে গেল তখন অন্য একজন আমার কানে চুপি চুপি বলে দিল, "যে পরিমাণ জিনিস গুছিয়ে নিতে পার নিয়ে নাও সেখানে প্রত্যেকটা জিনিসের অভাব অনুভব করবে।"

কোন কোন সময় পথে ঘাটে অথবা সন্দিগ্ধ ব্যক্তির কর্মস্থানে গ্রেফতারী কার্য সম্পন্ন করা হয়, আর মজার কথা এই যে, বেশীর ভাগ সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি কল্পনাও করতে পারে না যে, তার মাথার উপর কী বিপদ ঘনিয়ে আসছে। তাকে হয় ত দু একটা মামুলী জিজ্ঞাসাবাদের ছুতায় কিম্বা কোন এক জরুরী বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের অযুহাতে থানায় ডেকে নেওয়া হয়। ডক্টর মিকাইল ডেভিস্ তাঁর গ্রেফতারীর বর্ণনা এই ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন :

"লিথোনিয়ার উপর রুশ-আক্রমণের এক মাস এক সপ্তাহ পর ১৯৪০ ইছায়ী সালের ২২শে জুলাই NKVD এর দু জন লোক—তার মধ্যে একজন ছিল রুশীয় আর দ্বিতীয় জন লিথোনিয়ার এক কম্যুনিষ্ট—আমার গৃহে পদার্পণ করে। তারা এসেই বলে,—"আমরা আপনার গৃহ খানাতালাশী করব, কারণ সরকার সন্দেহ করছেন, আপনি আপনার গৃহে বে আইনী অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রেখেছেন।" অনুসন্ধানের পর কিছুই উদ্ধার করতে না পেরে তারা আমায় বললেন, "NKVD এর সদর দফতরে আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। সেখানে আপনার নিকট থেকে কিছু রিপোর্ট নেওয়া হবে, অনুমান এক ঘণ্টার মধ্যেই আপনি বাড়ী ফিরে আসবেন।" তারা সত্য সত্যই তাদেরই মোটরে ক'রে আমাকে সেখানে নিয়ে গেল। কিন্তু সেখানে গিয়েই আমার বুঝতে বাকী রইল না যে, সেটা ছিল একটা ছুতা মাত্র। আমাকে হাজতখানায় বন্ধ করে রাখা হল। আমি আমার স্ত্রীকে পর্যন্ত আমার এই দুরবস্থার সংবাদ দেওয়ার সুযোগ পেলাম না আর পুলিশও তাঁকে কোন খবর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল না। আমার দীর্ঘ বন্দী জীবনে একদিনের জন্যও আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি পেল না।"

নারীরাও বেশীর ভাগ এভাবেই গ্রেফতার হয়ে থাকে। গ্রেফ্তারীর সময় সাধারণতঃ অভিযুক্তা নারীর সংজ্ঞাহীনতা, তার সন্তানদের উচ্চক্রন্দন ধ্বনি প্রভৃতি অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা সম্বন্ধে তারা পুরোপুরি ওয়াকেফহাল। তাই তারা উপরোক্ত রূপ কৌশলে নারীদেরকে ধৃত করাই নিরাপদ বলে মনে করে থাকে। যে নারী গ্রেফতারীর বিন্দুমাত্র সন্দেহ মনের কোণে স্থান না দিয়ে কোলের সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে পুলিস হেড কোয়ার্টার্সে গমন করে, হাজতখানায় তাকে বন্ধ করার পূর্বে তার বুকের বাচ্চাটিকে জোর ক'রে ছিনিয়ে নেয়া হয়। সে সময় একাজ একান্তই যদি অসম্ভব হয়ে উঠে, তা হলে যখন তাকে সুদূর বন্দী শিবিরে স্থানান্তরিত করা হয়

www.ahlehadeethbd.org

তখন তার দুধের বাচ্চাটিকে নিশ্চিত রূপে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। দণ্ডিতা নারীকে দাসত্বের মিয়াদ পূরা না করা পর্যন্ত আপন হৃদয়ধন ও নয়নের মণির সঙ্গে এক নিমেষের জন্যও সাক্ষাতের সুযোগ দেয়া হয় না।

ধৃত ব্যক্তিদিগকে কিরূপ বর্বর আচরণ ও নির্মম পদ্ধতিতে কয়েদখানায় পৌঁছান হয় তার একটা জলন্ত বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হল। স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্বে প্রতিষ্ঠিত শাসকের পক্ষে যুদ্ধরত সেনানীদের অন্যতম জেনারেল ভেলেনটীন গোমীজ রুষীয়দের হাতে বন্দী হওয়ার পর মস্কোর পথে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন উহার বর্ণনায় বল্‌ছেন :—

"আমাকে একটা গাড়ীতে ঠুসে দেওয়া হল। তাতে মাত্র চারজনের বসার উপযোগী স্থান ছিল অথচ একে একে ১৬ জনকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। অবস্থা দেখে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সময় কাটাতে হল, সামান্য বেঁকে দাঁড়িয়েই প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাধা করলাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার মরণদশা উপস্থিত হল। ১০৮ ঘণ্টা সময়ের ভিতর আমাদের বিশ্রাম অথবা পানাহারের জন্য একবারও দরওয়াজার মুখ খোলা হ'ল না। রউষ্টভ ষ্টেশনে ৩০০ গ্রাম ওযনের অধিক নুনযুক্ত কিছু রুটী আর সামান্য পরিমাণ মৎস্য সরবরাহ করা হয়, ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর এবং অবসন্ন হওয়া সত্ত্বেও ওসব মুখে পূরার আমার মোটেই প্রবৃত্তি হ'ল না। আমাদের দুর্ভাগ্যের সহযাত্রী দু জন কয়েদী ওগুলোর সামান্য পরিমাণ মুখে দেওয়ায় পথেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করল। রউস্টভ থেকে মস্কো পর্যন্ত ৫ দিনের রাস্তায় আমাদের গাড়ীর দুয়ার সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। ফলে আরও কতজনের মৃত্যু ঘটে তা আমি সঠিক জানতে পারি নি। শুধু মস্কো পৌঁছার পর গাড়ীর দুয়ার খুলে যখন আমাদেরকে এক এক করে বের করা হ'ল তখন আমাদের সামনেই দুটি লাশ সশব্দে নিচে গড়ে পড়ল এই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখতে পেলাম।"

জেনারেল গোমীজের এর মত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্যই এ ধরণের দীর্ঘ সফর সুনির্দিষ্ট। সাধারণতঃ কয়েদীদেরকে 'কৃষ্ণগাড়ী' রূপে নামে পরিচিত পুলিশের গাড়ীতে রুদ্ধদ্বার অবস্থায় বন্দীশালায় স্থানান্তরিত করা হয়। 'কৃষ্ণগাড়ী'গুলো দেখতে সাধারণ গাড়ীর মতই। রুটী, গোশ্‌ত প্রভৃতির লেবেল গাড়ীর বাইরের দিকে এঁটে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য : সাধারণ দর্শকবৃন্দের নিকট যাতে করে ওর প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত না হতে পারে। এ প্রসঙ্গে জেনারেল গোমীজের বর্ণনা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,

"মস্কোর্তে আমার পুলিশের গাড়ী দেখার সুযোগ ঘটেছিল, এ গাড়ীগুলো ছিল চারদিক থেকেই সম্পূর্ণ বন্ধ। সঙ্কীর্ণ পরিসর কক্ষ ছিল এতে ৮ অথবা ৯টি যার দৈর্ঘ ছিল মোটামুটি—৬০ সেন্টিমিটর আর পার্শ্ব ৪০ সেন্টিমিটর। সিপাহী নিষ্করুণ ভাবে—আমাকে পাকড়িয়ে ধরে গাড়ীর অভ্যন্তরে ঠুসে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই দ্বার রুদ্ধ করে দেওয়া হ'ল। কয়েদীদেরকে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ত, তাদের বুক গাড়ীর দেওয়ালের সঙ্গে লেগে থাকত এবং তারা অতিকষ্টে নড়াচড়া করতে সক্ষম হ'ত। রিভলভার হস্তে পুলিশ সমগ্র রাস্তা প্রহরা দিয়ে চলেছিল।

সমষ্টিগত দাসকরণ

ভূ-স্বর্গে নব দাসত্বের দুর্বহ শাস্তি শুধু ব্যষ্টিগত ভাবে ব্যক্তি জীবনকেই অভিশপ্ত ক'রে তোলেনা দল বা শ্রেণী বিশেষের সমষ্টিগত জীবনকেও মূর্তিমান অভিশাপ রূপে মাঝে মাঝে বিড়ম্বিত করে থাকে। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষকে যে পদ্ধতিতে বন্দী ক'রে দাসত্বের জিঞ্জির পরিয়ে দেওয়া হয় কোন শ্রেণী বা দলকে ঠিক সে ভাবে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয় না। কোন ব্যক্তিকে বন্দী শিবিরে প্রেরণের জন্য মাঝে মাঝে আদালতে বিচার প্রহসনের ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু সন্দিগ্ধ দল বা গ্রুপকে গোলামির শাস্তি দানের জন্য এ নিয়ম কস্মিনকালে প্রতিপালিত হয় না। যে দল, গ্রুপ বা পার্টিকে দাসত্বের অভিশাপে বিড়ম্বিত করার মনস্থ করা হয়, তাদেরকে গ্রেফতার ক'রে সোজা রেলগাড়ীতে চাপিয়ে বন্দীদের শ্রমিক শিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করার জন্য সরকার বিরোধী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কোন ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রমাণ করার কোন প্রয়োজন আছে বলে সোভিয়েট কর্মকর্তাগণ মনে করেন না। 'ভূ-সর্গের' ভাগ্যবিধাতৃবৃন্দের এই সন্দেহই তাদের শাস্তিদানের জন্য যথেষ্ট যে, অভিযুক্ত দল বা পার্টির এমন কোন শ্রেণীর সঙ্গে গোপন সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে যাদের কার্যকলাপ ক্ষমতাসীন দলের নিকট সন্দেহমুক্ত নয়।

এ ধরণের যৌথ গ্রেফতারীর কাজ পূর্ব-পোলাণ্ডে ১৯৩৯ খৃঃ সর্বপ্রথম কার্যকরী করা হয় যখন সোভিয়েট এবং জার্মান সরকার পোলাণ্ডকে অতর্কিত আক্রমণ ক'রে এই দুই কাফনচোর হতভাগ্য দেশটি আধাআধি ভাগে বণ্টন করে নেয়। এই দুই ডাকুর সন্ধির শর্তানুসারে পূর্ব পোলাণ্ড রুশের দখলিভুক্ত হয়ে যায়। প্রথমে ব্যক্তিগত ভাবেই গ্রেফতারী শুরু হয় কিন্তু অতিশীঘ্র উহা সমষ্টিগত আকারে পরিবর্তিত হয়। শ্রেণীগতভাবে ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ইস্টারলী ভেডকাস্কার নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি সমষ্টিগত গ্রেফতারীর বর্ণনায় নিজের অভিজ্ঞতা এ ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন :

"নিশীথ রজনী, সূচীভেদ্য আঁধার চতুর্দিক নীরব নিস্তব্ধ। এমনি সময় লাল ফৌজের প্রহরাধীনে মোটরকার ও ট্রাক বোঝাই NKVD এর পুলিশ আমাদের মহল্লার গলিতে এসে নাবল। সমস্ত মহল্লাটিকে তারা দ্রুত ঘেরাও ক'রে আশ্রিত ব্যক্তিদের এক এক ক'রে ধরে ফেলল, তারপর সোজা রেলওয়ে স্টেশনে নিয়ে গিয়ে অপেক্ষমান গাড়ীতে—সকলকে ঠেসে ভরে দিল।"

"১৯৪০ সালের ২৯শে জুনের এ ঘটনা। আমি এমনই এক গাড়ীতে বন্দী। আমার সঙ্গে শিশু ও মহিলা সহ আরও ২৪ জন কয়েদী। একই সঙ্গে এক অপরিসর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে এক অসহনীয় এবং ভয়ঙ্কর পূতিগন্ধময় স্থানে এতগুলো লোকের অবস্থিতি দুঃসহ হয়ে উঠল—অন্যান্য কামরার অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়, কিন্তু সহ্য না করে উপায় কী?

গাড়ী পুরা দু দিন পর্যন্ত স্টেশনেই দাঁড়িয়ে রইল, এই সুদীর্ঘ সময়ে কয়েদীরা না পেল খাওয়ার কোন আহার্যদ্রব্য, না পানের জন্য কোন পানীয়। অবশেষে ১লা জুলাই নির্দিষ্ট গন্তব্য পথে গাড়ী যাত্রা করল। পূর্ণ একাদশ দিবস গাড়ী চলল, হতভাগ্য কয়েদীদের অবস্থা সহ্যের শেষ সীমা অতিক্রম করে গেল, গন্তব্য স্থানে পৌছার পর সকলকে বন্দী—শিবিরে আটক করা হল। অবশেষে তাদেরকে তামার খনিতে খনন কার্যে নিয়োজিত করা হল।"

এরূপ সমষ্টিগত গ্রেফতারী এবং বন্দীদের প্রতি লোমহর্ষক আচরণের বহু কাহিনী ভুক্তভোগীদের লেখনী প্রসূত বর্ণনা থেকে উধৃত করা যেতে পারে। কিন্তু আজ এখানেই আমাদের থামতে হচ্ছে।

পোলাণ্ডে সমষ্টিগত বন্দীকরণের কাজ ১৯৩৯ সালে শুরু হলেও খাস রুশ "ভূ স্বর্গে" এ কাজ আরম্ভ হয় আরও দশ বছর আগে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে। এ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রত্যক্ষ কারণ ঘটে তখনই যখন কম্যুনিস্ট সরকারের জমি জাতীয়করণের প্রোগ্রামের প্রতিরোধে রুশীয় কৃষক শ্রেণী উত্থিত হয়। ফল এই দাঁড়ায় যে, সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ অনিচ্ছুক কৃষকদেরকে জমিদার ও জাগিরদার নামে আখ্যায়িত ক'রে ইলাকার পর ইলাকা, বস্তির পর বস্তি কে বন্দী শিবিরে রূপান্তরিত ক'রে ফেলেন। এর পর প্রশস্ততর প্রোগ্রামে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে সমষ্টিগত দাসত্ব—প্রথার কাজ কার্যকরী করা হয়। পোলটবিউ'এর এক বিশিষ্ট সদস্য স্যারজি ক্রোফ লেলীনগ্রাডে রহস্যজনক ভাবে নিহত হওয়ার পরই এই কাজে অধিকতর জোর দেওয়া হয়। ১৯৩৯ খৃঃ পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে শ্রেণীগত বন্দী করণের কাজ চালু—থাকে। এই সময় সরকার বিরোধী আন্দোলনে লিপ্ত থাকার অপরাধে লক্ষ লক্ষ স্বাধীন ও নিরপরাধ নাগরিকের মস্তকে দাসত্বের অভিশাপ নেমে আসে। এই আন্দোলনই ১৯৪০ খৃঃ বাল্টিক প্রদেশগুলোতে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠে যার পরিণামে ১৪ই জুন থেকে ২১শে জুন পর্যন্ত মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে এক—লিথুনিয়ারই ৩২ সহস্র স্বাধীন নাগরিককে বন্দী—শিবিরে আটক ক'রে তাদের পায়ে দাসত্বের জিঞ্জির পরিয়ে দেওয়া হয়। এই সব প্রদেশেই ১৯৪৬ সালের

www.ahlehadeethbd.org

জুলাই থেকে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের মধ্য ভাগ পর্যন্ত আবার কম্যুনিস্ট বিরোধী ৬টি আন্দোলন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এবং পুনঃ ৫লক্ষ ২৫ হাজার মানব সন্তানকে তারই উদ্যাম তরঙ্গ অকূল সাগরে দুস্তর পারাবারে ভাসিয়ে নেয়।

বন্দীদের শিবির জীবন

'ভূ-স্বর্গ' রুশিয়ার সরকারী ঘোষণাবাণী এবং সংবাদপত্র সমূহের মাধ্যমে দেশ বিদেশে যদিও খুব ফলাও ক'রে প্রচারিত হয়ে থাকে যে,—

"কম্যুনিষ্ট কর্তৃপক্ষ বুর্জুয়াদেশগুলোর ন্যায় অপরাধীদের শুধু শাস্তি দিয়েই ক্ষান্ত হন না, তাঁদের সব শাস্তিমূলক ব্যবস্থাদির অন্যতম উদ্দেশ্য বন্দীদেরকে যথাযোগ্য তা'লীম ও তরবিয়তের মধ্যস্থতায় পুরাদস্তুর নাগরিকরূপে গড়ে তোলা"—কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীর শিবির জীবনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা থেকে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে উপর বর্ণিত দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে বাস্তবতার কোনই সম্পর্ক নেই। শিবির পরিচালকবৃন্দের সমস্ত প্রচেষ্টা এমং কর্মতৎপরতা পরিকল্পনাসমূহের কার্যকরীকরণের দিকেই থাকে কেন্দ্রীভূত। বন্দীদাসদের প্রায় সমস্ত সময়টাই কাজ আর শ্রমে ব্যয়িত হয়ে যায়। তা'লিম ও তরবিয়তের জন্য যে সামান্য সময় পাওয়া যায় তার যথার্থ স্বরূপ একজন প্রসিদ্ধ ভূতপূর্ব বন্দী জুলিয়াস মারগোলিয়নের মুখেই শোনা যাক।

"প্রত্যেক ক্যাম্পে সংস্কৃতির জন্য একটি—পৃথক বিভাগ রয়েছে। এর জন্য শিল্প শিক্ষক, উপদেষ্টা এবং ইন্সপেক্টরও নিয়োজিত রয়েছে। অনেক শিবিরে রেডিও, লাইব্রেরী ও সিনেমার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। লাইব্রেরীতে স্থানীয় সংবাদপত্র এবং কোথাও কোথাও মস্কোর প্রকাশিত পত্রিকা সমূহ রাখা হয় কিন্তু আমি আমার পঞ্চবার্ষিক অভিজ্ঞতা থেকে জোর দিয়েই বলতে পারি, এ সব কেবল বাইরেরই চাকচিক্য। পাঠাগারে বই খুঁজে পাওয়া যাবে না। রেডিওর সমস্ত প্রোগ্রাম শুধু সরকারী প্রচারণাতেই সীমাবদ্ধ যা শিবির অধিবাসীদের শুনতে শুনতে বিরক্তি ধরে যায়। তাই যখন কোন রেডিওর কল বিগড়ে গিয়ে অকেজো হয়ে পড়ে, তখন তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। মেরামতের জন্য কখনও কোন তাকীদ তারা দিতে যায় না। সিনেমা শুধু দফতর সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদেরই মনোরঞ্জন করে থাকে— যারা শিবিরবাসীদের শতকরা মাত্র একজন। শ্রমিকরা প্রতিদিন ১২।১৩ ঘণ্টা হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর এতই শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে যায় যে, সান্ধ আহারের অব্যবহিত পরই গভীর নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে। আবার অধিকাংশ সময় এমনও হয় যে, অতিরিক্ত কাজের জন্য নিশীথরাত্রে ঘুমথেকে তাদেরকে জাগিয়ে দেওয়া হয়। এখন সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, এরূপ অবস্থায় তাদের চিত্তবিনোদনের অবসর কোথায়?" *

সাংস্কৃতিক শিক্ষা ও তরবিয়তের স্বরূপ আরও উন্মোচিত হতে পারে এই পরিচিতি থেকে যে কৃষ্টি ও শিল্পকলা বিভাগের উপর কর্তৃত্বের — দায়িত্ব দেওয়া হয়ে থাকে এমন সব লোকের উপর যাদের শিক্ষা, সুরুচী, এবং শিল্প-কলার সঙ্গে দূরতম সম্পর্কও নেই। জুলিয়াস মারগোলিয়ন এই সব কর্মচারীদের যোগ্যতার বর্ণনায় লিখছেন :—"সংস্কৃতি-বিভাগের কর্মকর্তাদের বুদ্ধি ও চরিত্রগত মান এতই বেদনাদায়ক ভাবে নিচু ছিল যে, প্রকৃত পক্ষে আমি নিজেই তাদিগকে অনায়াসে বহু কিছু পড়াতে এবং শিখাতে পারতাম।"

গউস্টভ হারলিং নামে একজন কয়েদী নিজের শিবিরের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলছেন যে, "এই ক্যাম্পের সংস্কৃতিবিভাগের ডাইরেক্টর ছিল মস্কোর এক নামজাদা চোর যে ৩ বৎসরের জেলদণ্ড ভোগ করছিল। আর তার সহকারী ছিল এমন এক হন্তা যে তার আপন ভাইকে খুন করার অপরাধে ৮ বৎসরের কারাজীবন ভোগ করছিল। এরই উপর এখন লাইব্রেরীর বই ইশু এবং সময় সময় সিনেমা শোর ইন্তেযামের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। ডাইরেক্টর ছাহেব ত নিজে জীবনে কোনদিন কোন বই স্পর্শ করেছেন কিনা সন্দেহ।

* Andres Collectien—R—4289.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বন্দীদের শ্রেণীগত পার্থক্য

সাধারণ কয়েদী আর রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে সরকারী আচরণে পার্থক্যের সীমারেখা টানা হয়ে থাকে। সাধারণ কয়েদীদের প্রতি সব সময় রাজনৈতিক কয়েদী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যবহার করা হয়। অথচ জার শাসনে এবং পৃথিবীর অন্য সব দেশে এর উল্টাই দেখা গিয়েছে এবং যাচ্ছে। রাজনৈতিক বন্দীদেরকে তাদের যোগ্যতা এবং পারদর্শিতার অনুরূপ কাজে প্রায়ই নিয়োজিত করা হয় না। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পেশাদার অপরাধীদেরও অনেক সময় বন্দীশিবিরের বিভিন্ন বিভাগের ইনচার্জে করে রাখা হয়। এ ছাড়া তাদিগকে শিবিরের শাস্ত্রী, শাসন শৃঙ্খলা, শিল্পকলা, কৃষ্টি ও শিক্ষাবিভাগের এবং অন্যান্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করা হয়। এমন কি তাদেরকে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর পাশবিক আচরণ এবং যে কোন উপায়ে কষ্টদানের খোলাখুলি অনুমতি প্রদত্ত হয়। এ সব অন্যায় আচরণ যতই সীমা অতিক্রম করা হোক তাদেরকে কখনও কোন কৈফিয়তের সম্মুখীন হতে হয় না। ১৯৩৯ সালে পূর্বপোলাণ্ডে ধৃত এক পুলিস্তানী কয়েদী তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার বর্ণনায় লিখছেন, বন্দীশিবিরে পৌঁছার পর—তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গীসাথীদেরকে ইচ্ছাপূর্বক নৈতিক অপরাধে দণ্ডিত বন্দীদের ব্যারাকে ছেড়ে দেওয়া হয়, সেখানকার অসভ্য কয়েদীরা তাদের সঙ্গে জঘন্য ব্যবহার করে এমন কি তাদের পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত খুলে নেয়। *

অত্যাচারের বিরুদ্ধে উত্থানের শাস্তি

বন্দী শিবির সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে সব তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়েছে তাতে কয়েদীদের বিদ্রোহ—অথবা কোন রূপ হৈ চৈ ও গণ্ডগোল সৃষ্টির কথা কদাচিৎ শ্রুতিগোচর হয়েছে। আপাতঃ দৃষ্টিতে এটা খুবই তাজ্জবের ব্যাপার বলে মনে হবে—কারণ অন্যায় আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে উত্থান মানব প্রকৃতির একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বন্দী শিবিরে এর ব্যতিক্রমের কারণ অনুসন্ধান করলেই বুঝতে পারা যাবে যে, সেখানকার জীবন-ব্যবস্থা বন্দীদেরকে কেমন ক'রে এমন নিষ্প্রাণ ও নিঃস্পন্দ করে রেখেছে।

অসহনীয় পরিশ্রমের দীর্ঘ স্থায়িত্ব, অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বাধ্যতামূলক কাজ কর্মের বেদনাদায়ক পরিবেশ আর পুষ্টিকর খাদ্যাভাব ও অর্ধাহার তাদের শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক অবস্থাকে এমন নিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছে যে, সেখান থেকে অন্যায় আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে উত্থানের চিন্তা তাদের অসাড় মস্তিষ্কে জাগতেই পারে না। অধিকাংশ কয়েদী শ্রম করতে করতে ভারবাহী ও শ্রমশীল পশুতে পরিণত হয়ে গিয়েছে। আসুরিক কাজের নিষ্পেষণে তাদের মানবীয় চেতনা ও অনুভূতি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উঠেছে। পরিবার, বংশ, দেশ ও জাতি—এ সব শব্দ এখন তাদের নিকট অর্থহীন। স্বীয় পেটে দু মুঠো অন্ন পুরার চিন্তাই তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

এই অত্যাচারিত ও উৎপীড়িতের দল খুব বেশীর বেশী যদি কিছু করার সুযোগ পায় তা হলে ধর্মঘট ক'রে কাজকর্ম বন্ধ ক'রে দেয় এবং আহার থেকে বিরত থাকে। বাস্, এর অতিরিক্ত কিছু করার তাদের সাধ্য বা উপায় নেই। কিন্তু এ ধরণের ব্যাপার যদি কালে ভদ্রে কখনও ঘটে যায় তখন শিবির কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত বে-রহমীর সঙ্গে সেটা উৎখাত ও নির্মূল করে দেয়।

এ প্রসঙ্গে একজন প্রত্যক্ষদর্শী স্বীয় ক্যাম্প-জীবনের এক ঘটনার বর্ণনায় বলছেন যে, যে সব লোক কাজ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল তাদের পরণের কোট আর গায়ের কম্বল ছিনিয়ে নিয়ে সবগুলোকে একটি কক্ষে আটকিয়ে তালা বন্ধ ক'রে রাখা হ'ল। শীতের প্রচণ্ডতা তখন শেষ সীমায় পৌঁচেছে। তাপমান তখন স্বাভাবিক অবস্থা থেকে ৬০ ডিগ্রি নিচে নেমে গেছে। ঠাণ্ডার এই ভীষণতায় কয়েদীদের মৃত্যু ঘটতে পারে এই আশঙ্কায় তাদের দেহকে গরম ও ঘর্মাক্ত করে তোলার জন্য দৌড়াতে এবং লাফালাফি করতে বাধ্য করা হ'ল।

§ Slave labour in Russia, P—43.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অবশেষে দুজন বন্দীর উপর একটা মামলা দাঁড় করান হ'ল যার ফলে একজনকে ৬ বৎসর এবং অপর জনকে ৮ বৎসরের অতিরিক্ত কারা দণ্ডে দণ্ডিত করা হ'ল। দু'জনকেই শিবির থেকে বের ক'রে এক অজানা অচেনা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হ'ল। অন্য এক শিবিরের ৪০০ শত কয়েদী অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কাজে ধর্মঘট করে বসল। কর্তৃপক্ষ সবগুলোকে ধরে— এমন এক খালি করা ক্যাম্পের ব্যারাকে রেখে দিল যার না ছিল ছাদ, না কোন দরজা অথবা জানালা। তাদিগকে এমন খাদ্য সরবরাহ করা হ'তে লাগল যার ফলে শতকরা ৮০ জন দুরন্ত আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে গেল। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে তাদিগকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হ'ল।

আমার পাকিস্তান

আঃ কাঃ শঃ নূর মোহাম্মদ বিদ্যাবিনোদ

শতায়ু আশায় ধূসর জীবন আজ্‌কে সাধনা শেষে—
হাসিন্ হাসির স্রোতের লহরে ভেসে যায় প্রাণ মোর।
হেরার লহর দেখেছি সাম্‌নে অভিনব পরিবেশে,
দেখেছি সামনে ঃ আলীহায়দার, ওমর, আবুবকর ঃ
দ্বীনের চেরাগ জ্বেলে দেয় যেন শেষ মহা-নবী হেসে,
তবু মনে পড়ে ঃ পিশাচ পলাশী, কারবালা প্রান্তর
তাজমহলের স্বপ্ন আবার পড়্‌বে কি মোর দেশে—
নবীন চেতনা লাভ করব হেথা বেঁচে র'বে আঁখি লোর ?

জীবনে জোয়ার অজানার ডাক ঃ মুখরিত জনপদ
নিরেট আঁধার ভেদ করে তাই সমুখ পানে হাটি
উদার আলোক আকাশে আমার নিম্নে কঠিন মাটি
এবার চলিবে কাফেলা আমার পেরিয়ে কঠিন পথ।
চির মুক্তির আলোর দিশারী অনন্ত মহীয়ান
পৃথিবীর নয়া বিস্ময় হ'বে আমার পাকিস্তান !

www.ahlehadeethbd.org

সংগীত চর্চা

(বিচার ও আলোচনা)

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী

সংগীত চর্চা পাকিস্তানী কৃষ্টির প্রধানতম অংগরূপে গণ্য হইতে চলিয়াছে। কিন্তু পাক-ভারত উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক ও মহাকবি এবং পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা আল্লামা মোহাম্মদ ইকবাল অনেক আগেই জাতিকে এই সতর্কবাণী শুনাইয়াছিলেন যে,—

آتجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے ؟
شمشیر وسناں اول، طاؤس و رباب آخر!

জাতিসমূহের ভাগ্যলিপির সারৎসার এই যে, তরবারিও যুদ্ধাস্ত্র হয় তাহাদের সৌভাগ্য সূচনার নিদর্শন, আর বাদ্যভাণ্ড হইয়া থাকে তাহাদের পতন যুগের লক্ষণ!

বিগত আট বৎসরে পাকিস্তান তাহার গৌরবান্বিত সূচনার যুগ অতিক্রম করিয়াছে, না তাহার পতন যুগ শুরু হইয়াছে ইকবালের দার্শনিকতার প্রতি যাহারা আস্থাসম্পন্ন তাহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত। পাকিস্তানকে যাঁহারা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া—আসিতেছেন তাঁহাদের পক্ষেও এ কথা চিন্তা করা আবশ্যক যে, পাকিস্তানের প্রায় সমস্ত নাগরিকই মুছলমান। ক্ষমতার আসনে আসীন হইয়া প্রবৃত্তির অর্চনায় দ্বিগ্বিদিক বিবেচনা না করিয়া মুষ্টিমেয় কতিপয় লোকের অনৈছলামিক রীতি নীতিকে পাকিস্তানের নাগরিকবৃন্দের ঘাড়ে চাপাইয়া দিবার ষড়যন্ত্র—আর কিছুই না হউক অন্ততঃ উহা যে গণতন্ত্রবিরোধী তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

সংগীত চর্চাকারীর দল এবং তাহার সমর্থকবৃন্দ বলিয়া থাকেন যে, মুছলমানদের সংস্কারের প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহারা "ইছলামের বাহিরের অচলতা" বিদূরিত করার মানসে সংগীত চর্চাকে জায়েয এবং সমাজে উহা প্রচলিত করার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। এই দলের অগ্রনায়কগণ সংগীত চর্চাকে বৈধ প্রমাণিত করার উদ্দেশ্যে কতকগুলি দলীল-প্রমাণও—উপস্থিত করিয়া থাকেন। আমরা বক্ষমান প্রবন্ধে তাঁহাদের উক্তি এবং দলীল প্রমাণগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিব।

وان ارید الا الاصلاح ما استطعت
وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب

(২)

এ কথা অনস্বীকার্য যে, মুছলমানদিগকে দুনিয়ার বুকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে তাঁহাদিগকে স্বীয়—অবস্থার পরিবর্তন করিতে হইবেই। কিন্তু এই পরিবর্তন যে কিরূপ হওয়া উচিত, নিখিল মুছলিম জগতে তাহা লইয়া মতভেদ ঘটিয়াছে। সংগীত-চর্চাকারীরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকেন যে, নিজেদের উপেক্ষা, অবজ্ঞা ও অন্ধ বিশ্বাসের যে আবর্জনা পুঞ্জ মুছলমান সমাজকে ও তাঁহাদের ধর্মকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, সেগুলি অপসারিত করিয়া—ফেলাই হইতেছে সেই পরিবর্তন। আমরা সংস্কারের এই মূলনীতিকে সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু সংগীত চর্চাকারীদের মুখ হইতে এরূপ কথা উচ্চারিত হইতে শুনিয়া আমাদের মনে হযরত আলীর সেই "অসৎ উদ্দেশ্যে সত্য ভাষণের" كلمة حق اريد بها الباطل বিশ্ব-বিশ্রুত প্রবচনটি মনে পড়িয়া যায়। সংগীত চর্চার উপর মুছলমানদের জীবন ও মরণ নির্ভর করিতেছে—আমরা এরূপ প্রলাপোক্তি স্বীকার করি না। আর নাচ গানকে যবরদস্তী জায়েয বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেই ইছলামের "বাহিরের অচলতা" দূর হইয়া যাইবে সে কথাও বিশ্বাস করি না।

আমাদের বিবেচনায় সংস্কারকের কর্তব্য শুধু ঔষধ দিতে থাকা নয়। চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে মূলরোগ ও উপসর্গের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ও রোগ জটিল হইলে প্রত্যক্ষ ও গৌণ লক্ষণ সমূহ বিচার করিয়া দেখাই হইতেছে সংস্কারকের কৃতিত্ব। মূল ব্যাধিকে ছাড়িয়া দিয়া শুধু উপসর্গ দমনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলে অথবা আশু প্রয়োজন যে পীড়ার চিকিৎসা করা তাহা পরিত্যাগ করিয়া গৌণ পীড়ার চিকিৎসায় মনঃসংযোগ করিলে ঔষধের ফল হওয়া দূরের কথা ইহাতে অনেক সময়ে রুগীর প্রাণসংশয় ঘটিয়া থাকে। সত্যকার সংস্কারকদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে:

عليم بادواء النفوس يسوسها
بحكمته فعل الطبيب المجرب!

বয়স, স্বভাব ও রুচির তারতম্যানুযায়ী—ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হয়, এবং অবস্থা ও আবশ্যকতা ভেদেও ঔষধ নির্বাচন করিতে হয়; যিনি এই সকল তত্ত্ব অবগত রহিয়াছেন তিনিই সমাজরোগের প্রকৃত ধন্বন্তরী।

যেসকল মহাব্যাধির প্রকোপে মুছলিমগণের সামাজিক জীবন বিপন্ন ও মুমূর্ষু দশাসম্পন্ন হইয়াছে সংগীত ও নাচের অনুশীলনের অভাব যে সেগুলির পর্যায়ভুক্ত নয়—এ কথা যোরের সংগেই বলা যাইতে পারে। এতএব সংগীত জায়েয বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিলেও মুছলমানগণের যে কোন সত্যকার উপকার সাধিত হইবে না এরূপ আশংকাই আমরা পোষণ করিতেছি॥ তবে একদল লোক এরূপও রহিয়াছেন, যাঁহারা সংগীত চর্চাকে জাতীয় মহা-কর্তব্যরূপে ধরিয়া লইয়াছেন কিন্তু প্রকৃত ও অবিমিশ্র ইছলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা তাঁহাদের আদর্শ নয়। ইউরোপ, আমেরিকা এবং তাহাদের পদাংক অনুসরণকারীরা যে সকল বিষয়কে তাঁহাদের কৃষ্টির অংগ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, চক্ষুকর্ণ বন্ধ রাখিয়া সেগুলিকে অবলীলাক্রমে আপন সমাজে চালাইয়া দেওয়াকেই তাঁহারা প্রকৃত সংস্কার বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ইছলামের সত্যকার আদর্শের সংগে তাঁহাদের এই তথাকথিত সংস্কার বনাম রুচিবিকারের সংঘর্ষ ঘটিলে তাঁহারা ইছলামী জীবনাদর্শের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা আদৌ প্রয়োজনীয় বিবেচনা করেননা।

সংগীত চর্চার সমর্থকরা উপদেশ বিতরণ করিয়া থাকেন যে, গীতবাদ্য না-জায়েয হওয়া সম্পর্কে যে সকল দলীল প্রমাণ রহিয়াছে সদসৎ নির্বিশেষ সেগুলি দ্বারা সকল প্রকার সংগীতকে হারাম বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে কিনা, সে বিষয়ে লক্ষ রাখা উচিত। এই উক্তির প্রতিধ্বনি স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যে সকল দলীল প্রমাণের সাহায্যে গীতবাদ্যের সমর্থকরা উহাকে জায়েয করিতে চাহিয়াছেন, বর্তমানে সংগীতকলা বলিতে যাহা বুঝায় এবং পাশ্চাত্য ও হিঁদুয়ানী সভ্যতার উপাসকরা যে পদ্ধতিতে সংগীতচর্চা করিতে চায় তাহার উপর প্রযোজ্য হইতে পারে কিনা, গীতবাদ্য জায়েযকারী মুফ্‌তীদের সে কথাও ভাবিয়া দেখা উচিত। গীতবাদ্যের সমর্থকদল কর্তৃক উপস্থাপিত দলীল প্রমাণগুলি দ্বারা যদি ঈপ্সিত ও প্রচলিত সংগীত চর্চার বৈধতা সাব্যস্ত হয় তবেই তাঁহাদের উক্তির সারবত্তা হৃদয়ংগম করা যাইতে পারে, নতুবা তাঁহারা শুধু বাগাড়ম্বর ও আস্ফালন দ্বারা তাঁহাদের প্রবৃত্তিপরায়ণতাকে কিছুতেই শরীঅতসংগত প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইবেননা।

মূল আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে এ প্রসংগে আরো কয়েকটি কথা অবগত হওয়া আবশ্যক। ইদানীং সংগীত চর্চা সম্পর্কে যে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়াছে তাহা কোন কবির বিরচিত উৎকৃষ্ট কাব্যের সুর করিয়া পাঠ করা সম্পর্কে নয়। থিয়েটার,—সিনেমা, গান ও নাচের আসরসমূহে এবং প্রাইভেট বাসভবনে ও ক্লাবে বিভিন্ন রূপী বাদ্যযন্ত্র সহকারে যে খেমটা, কাউওয়ালী, ভাটিয়ালী, ভৈরবী, টপ্পা ও খেয়াল প্রভৃতি নর ও নারীর অবাধ সম্মেলনে গাওয়া হইয়া থাকে তাহাই হইতেছে প্রকৃত সংগীত চর্চা। এই প্রকারের সংগীত চর্চা সিদ্ধ না অসিদ্ধ,—তাহাই হইতেছে প্রকৃত প্রস্তাবে আলোচ্য—বিষয়। আমাদের আলেম সমাজ সাধারণতঃ এই শ্রেণীর সংগীতের বিরুদ্ধেই কঠোর অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। আলেম সমাজের এই কঠোর

www.ahlehadeethbd.org

অভিমত যদি অন্যায় ও অসংগত হয়, তাহাহইলে আলেম সমাজ যে প্রকারের সংগীত চর্চাকে না-জায়েয ও অবৈধ বলিয়া প্রচার করিয়া আসিতেছেন, সেই শ্রেণীর গীতবাদ্য ও সংগীত চর্চা যে জায়েয এবং বৈধ তাহাই সাব্যস্ত করা উচিত। "সংগীত জায়েয" অথবা "সংগীতের অসিদ্ধতার কোন প্রমাণ নাই"— এরূপ মোটামুটি উক্তি সম্পূর্ণ নিরর্থক। আলেম সমাজের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কোন লাভ হইবেনা, অবশ্য যদি কোন উল্লেখযোগ্য শরীঅত-অভিজ্ঞ বিদ্বান সর্বপ্রকার পদ্য সাহিত্যের পঠন ও পাঠন নিষিদ্ধ বলিয়া ফত্ওয়া দিয়া থাকেন, তবেই তাঁহাদের আচরণের প্রতিবাদ করা ভদ্রোচিত হইবে।

(২)

কোন বস্তুর সিদ্ধতা বা অসিদ্ধতা সম্বন্ধে সংস্কারক হিসাবে ফত্ওয়া প্রদান করিতে হইলে সাময়িক পরিস্থিতি ও উহার পারস্পরিক ফলাফল বিস্মৃত হওয়া সংগত নয়। পাক ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত আল্লামা ও মুজাদ্দিদ হযরত মওলানা মোহাম্মদ ইছমাঈল শহীদ (রহঃ) ছাহেবের—(—১২৪৭ হিঃ) কয়েকটি উক্তি আমার উল্লিখিত দাবীর পোষকতায় উধৃত করিতেছি। তিনি—

লিখিয়াছেন, ফতওয়া সম্পর্কে মুফতীর পক্ষে কখনও সাধারণ ও ব্যাপক জওয়াব প্রদান করার অধিকার নাই। কারণ মোটামুটি— বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা বহু শ্রেণীতে বিভক্ত থাকিতে পারে ও প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য শরীঅতের নির্দেশও বিভিন্ন প্রকার হওয়া সম্ভবপর। মনে— করুন, জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল গোশ্‌ত খাওয়া হালাল না— হারাম? এরূপ ক্ষেত্রে মুফতীর পক্ষে প্রশ্নের সাধারণত্বের উপর নির্ভর করিয়া মোটামুটি ভাবে গোশ্‌তের হিল্লতের ফতওয়া— দেওয়া চলিবেনা। মুফতীর কর্তব্য হইবে প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞাসা করা যে, সে কোন্ গোশ্‌ত সম্বন্ধে প্রশ্ন

دریاب فتوی مفتی را هرگز نمی رسد که بر مطلق حکمی جاری نماید، زیراکه مطلق منقسم است بسوئے اقسام مختلفه و هر قسم را حکمی است علیحده — مثلا شخصے سوال کرد که خوردن گوشت حرام است یا حلال؟ پس مفتی را نمی رسد که بر سوال اجمالی اکتفا کرده بحلت آن فتوی دهد، بلکه بگوید که گوشت منقسم است بگوشت گوسفند و گوشت خنزیر، اول حلال است وثانی حرام - تو از کدام گوشت سوال می نمائی؟ تا برطبق آں جواب داده شود - و درباب بیان احکام عقد قضیۂ کلیه یا مطلقه دریں مقام مناسب نیست —

করিতেছে। কারণ ছাগলের গোশতও গোশত আর শূকরের মাংসও গোশত। সুতরাং এরূপ ধরণের প্রশ্নের জওয়াবের সময় সাধারণ নিয়মের অনুসরণ করা উচিত হইবেনা—ঈযাহুল হক, ১০৮ পৃঃ।

ফতওয়া প্রদান করার সময় এই মূলনীতিটিকে উপেক্ষা করিলে যে গুরুতর গোলযোগের সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। সংগীত চর্চাকারীরা গান বাজনাকে মোটামুটি ভাবে জায়েয বলিতেছেন। কারণ তাঁহাদের ধারণা এই যে, শুধু সংগীত হিসাবে সংগীত চর্চা করা কখনও না-জায়েয হইতে পারেনা। এই মোটামুটি সিদ্ধান্তের ফলে সমাজের ভিতর গীতবাদ্য যে উৎকট আকার পরিগ্রহ করিয়াছে—যাহারা গীতবাদ্যের মুফতী, তাঁহারাও এই বীভৎস অবস্থা দর্শন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিতেছেন না বলিয়াই আমি আশংকা পোষণ করিতেছি।

যাহা অবশ্যকরণীয় নয় এবং যাহা না করার ফলে বাস্তব পক্ষে ইছলামের এবং মুছলিম সমাজের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, সেরূপ কার্য প্রচলিত করিতে হইলে স্থান, কাল ও পাত্রের বিচার অত্যাবশ্যক। শরীঅতের মূলনীতির ভিতরও এই বিচারের অবকাশ রহিয়াছে। রছুলুল্লাহ (দঃ মুছলিম-জননী আয়েশাকে (রাঃ) বলিয়াছিলেন, لولا ان قومك حديث عهدهم لنقضت الكعبة যদি আরবগণ নূতন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মুছলিম না হইতেন তাহাহইলে— فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون منه – আমি কা'বার গৃহ ভাংগিয়া ফেলিয়া নূতন ভাবে নির্মাণ করিতাম— আর তাহার দুইটি দ্বার রাখিতাম, একটি প্রবেশ করার অপরটি বাহির হইবার— বুখারী—কিতাবুল ইলম্। ইহা দুর্বলতাজনিত বিচার নয়, ইহার নাম প্রজ্ঞা এবং দূরদর্শিতা। পাকিস্তানের নাগরিকবৃন্দের অবস্থা এরূপ সংকটজনক পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে যে, তাহারা তাহাদের ধর্ম ও জাতীয় বৈশিষ্ট কিছুই রক্ষা করিতে পারিতেছেনা। শরীঅতের স্পষ্ট ও অবশ্য প্রতিপালনীয় আদেশসমূহ অবলীলাক্রমে অবহেলিত হইতেছে, এ সমস্তের প্রতিকারের কোন উপায় অবলম্বিত হইতেছে না। এরূপ পরিপ্রেক্ষিতে— নাচ গানের বৈধতার ফত্ওয়া যে সামাজিক অরাজকতা ও শয়তানী তাণ্ডবলীলা সৃষ্টি করিয়াছে তাহার প্রতিরোধ সাধন তথাকথিত মুফতীগণের সাধ্যাতীত হইয়া উঠে নাই কি? গীতবাদ্য জায়েযকারীদের বাগাড়ম্বর করিতে শুনিয়াছি যে, সংগীত চর্চা মোটামুটি ভাবে অসিদ্ধ না হইলেও ব্যাপকতর ও বৃহত্তর অমংগলের গতিরোধকল্পে আবশ্যক হইলে ধর্ম ও যুক্তির হিসাবে গীতবাদ্য নাজায়েয হওয়ার ব্যবস্থা তুল্য ভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে। যদি সংগীত চর্চাকে সর্বতোভাবে শরীঅতে জায়েয করা হইয়া থাকে তাহাহইলে অবস্থা বিশেষে উহাকে নাজায়েয প্রমাণিত করা এবং সেই অবস্থাকে সঠিক ভাবে নিরূপিত করা কিরূপে সম্ভবপর হইবে, মুফতীগণ সে সম্বন্ধে কোন ইংগিত প্রদান করেননাই। গতকল্যের পরিবর্তে আজিকার দিবসের অবস্থা বিবেচনা করিয়া যদি সংগীত চর্চার প্রতিরোধ করা প্রয়োজনীয়— হইয়া উঠিয়া থাকে তাহাহইলে এই প্রয়োজনকে বাস্তবাকারে রূপায়িত করিবে কে?

অপর ব্যক্তির ভাণ্ডারের খাদ্যসম্ভার দর্শন— করিয়া লোলুপ দৃষ্টিপাত করা জাতীয় গৌরবের পরিপোষক নয়, বরং ইহা Inferiority Complex অর্থাৎ দাস মনোবৃত্তির পরিচায়ক। ভারত উপমহাদেশের কয়েকখণ্ড জমি পৃথক করিয়া লইয়া পাকিস্তানীরা এক নূতন স্বরাট প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন কিন্তু পাকিস্তানীদের মন ও মস্তিষ্ক, রুচি ও দৃষ্টিভংগী এযাবত ইউরোপীয়, হিন্দুস্তানী, বিশেষ করিয়া আমেরিকান সংস্কৃতির নিগড় হইতে আযাদী লাভ করিতে পারিতেছেনা। হঠকারী ও অর্বাচীন দল ব্যতীত আমাদের এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেনা। দেহের বন্ধন অপেক্ষা মানসলোকের বন্দিত্ব যে অধিকতর আত্মঘাতী, সীমাবদ্ধ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও তাহা অনুধাবন করা কঠিন নয়। ইমাম, মুজ্তাহিদ ও ছল্ফে-ছালেহীনের অন্ধ অনুকরণ অবশ্যই প্রশংসনীয় নয়, কিন্তু তাই বলিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার ইমামগণের অন্ধ অনুকরণ ও তক্লীদও বিশেষ গৌরবের ব্যাপার হইতে পারেনা। যে জাতির ভিতর আত্ম-সম্মানবোধ জাগ্রত হইয়াছে তাঁহারা এ কথা অস্বীকার করিতে অবশ্যই বাধ্য হইবেন। অধিকন্তু এতদুভয়ের মধ্যে কোন্ প্রকার অনুকরণ অধিকতর বিপজ্জনক এবং জাতীয় গৌরবের সংহারক, সুধীবৃন্দের পক্ষে তাহাও অনুধাবন করা কর্তব্য। ফিরিংগীপনার লালসাগ্নির ইন্ধন— যোগাইয়া আপনি পুড়িয়া মরা ছাড়া উহাকে তৃপ্ত করার কোনই উপায় নাই, এই লালসাগ্নির তীব্র দাহিকা পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের দিকচক্রবালকে যে ভাবে ক্রন্দন রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল।

"Come but the direst storm and stress the Fate
"Can bring upon us in its darkest hour
"Then will the realm awake, however late
"From the worm sloth in which we yawn
and cower,
"And pass our sordid lives in greed or mate
"With animal delights in luxury's bower,
"Then will the ancient virtues bloom anew
"And love of country quench the love of gold;
"Then will the mocking spirits that imbue
"Our daily Converse fade like misty cold
"When the clear sunshine permeats the blue.
"Men will be manly as in days of old,
"And scorn the base delights that sink
them down
"Into the languid waters where they drawn."

—M. C.

www.ahlehadeethbd.org

গীত বাদ্যের সমর্থক দল যেসকল কথা বলিয়া অশিক্ষিত জনমণ্ডলীকে প্রলুব্ধ করিতে চান, সেগুলির সারাংশ এই যে,—

কোন কার্যের সিদ্ধতা সম্পর্কে বিতর্ক ঘটিলে যাঁহারা সেই কার্যকে অসিদ্ধ বলিয়া দাবী করিবেন, প্রমাণের ভার পড়িবে তাঁহাদের উপর। হুরমতের বা অসিদ্ধতার প্রমাণ না থাকিলেই সে কার্য বৈধ বা জায়েয বলিয়া পরিগণিত হইবে।

এই স্বতঃসিদ্ধবিধানের ভিত্তি'যে কি তাহা মুফ্‌-তীরা বলিতে পারেননা। অথচ প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহা আদৌ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নয়। সুতরাং ইহা—স্বতঃসিদ্ধ পদবাচ্য হইতে পারে না। বহু উলামা, ফকীহ এবং মুহাদ্দিছ উল্লিখিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। "তুররেমুখ্‌তার" নামক গ্রন্থের জিহাদ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, আহলে-ছুন্নতগণের সঠিক— সিদ্ধান্ত এই যে, কার্য বা বস্তুর মূল হইতেছে নিবৃত্ত হওয়া। না-জায়েয প্রমাণিত না হইলেই যে কোন কার্য বা বস্তু সিদ্ধ ও বৈধ হইয়া যাইবে ইহা মু'তাযিলাদের—অভিমত।

الصحيح من مذهب اهل السنة ان الاصل فی الاشياء التوقف والاباحة رای المعتزلة -

উল্লিখিত উক্তির সাহায্যে জানিতে পারা-গেল যে, হুরমতের দলীল না থাকিলেই কোন কার্য বৈধ হইবে, ইহা আলেম মণ্ডলীর সর্বসম্মত অভিমত নয়।

"আশবাহ ওয়ান্ ন'য'য়ের" গ্রন্থের লেখক বলি-তেছেন, হান'ফী— আলেমগণের সিদ্ধান্ত এই যে, কার্য বা বস্তুর মূল হইতেছে নিবৃত্ত থাকা।

قال اصحابنا : الاصل فی الا شياء التوقف -

অর্থাৎ যে কার্য বা বস্তুর সিদ্ধতা অথবা অসিদ্ধতা স্পষ্ট ভাবে কোরআন ও ছুন্নতে প্রমাণিত নাই সে-গুলি সিদ্ধ বা জায়েয রূপে কথিত হইবে না বরং সেসকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত থাকিতে হইবে।

আল্লামা বহরুল উলুম 'মনারের' ভাষ্যে লিখি-য়াছেন যে, কতিপয় হানাফী বিদ্বানের— বিবেচনায় কার্য বা বস্তুর মূল হইতেছে মুবাহ হওয়া, ইমাম কর্‌খী এই দলভুক্ত। আর আহলেহাদীছ আলেমগণ বলেন, বস্তু বা কার্যের মূল হইতেছে নিষিদ্ধতা। আর আমাদের দলভুক্ত হানাফী বিদ্বান-গণ বলিয়াছেন, বস্তু ও কার্যের মূল হইতেছে সংব-রণ করা।

الا شياء فی الاصل علی الا باحة عند بعض الحنفية ومنهم الكرخی وقال بعض اصحاب الحديث : الاصل فيها الحظر وقال اصحابنا الاصل فيها التوقف -

শরহে মনারের টীকায় আরো লিখিত হইয়াছে যে, বহরুল উলুম আল্লামা আব-দুল আলী বলিতে-ছেন, আমি নিবৃত্ত থাকাকেই সর্বাপেক্ষা সঠিক মনে করি। কারণ যেসকল বিষয়ে হুরমতের দলীল নাই সেই সকল বিষয় হইতে আত্মসংবরণ করাই হইতেছে তকওয়ার মূল। ইহাই আবু-বকর ছিদ্দীক, উমর ফারূক, উছমান গণী এবং অন্যান্য ছাহাবা-গণের সিদ্ধান্ত। আর কার্যের মূলকে হারাম বলিয়া গ্রহণ করার অভিমতও সঠিক। হযরত আলী ও আহলে-বয়েতের ইমামগণ এবং কূফার বিদ্বানগণ এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। ইমাম আবু হানীফাও এই দলের অন্যতম। আর কার্যকে মূলতঃ মুবাহ রূপে গ্রহণ করার অভিমত বর্জনীয়। ইহা আমীর মুআবিয়া এবং তাঁহার সহচরবৃন্দ যথা,

قوله : قال اصحابنا الاصل فيها التوقف هذا اصح شیء عندی فی هذا الباب لان التوقف اصل التقوی فی الامر المسكوت عنه وهو مذهب ابی بكر و عمر و عثمان واشباههم من الصحابة - والصحيح ان الاصل فی الا فعال التحريم وهو مذهب علی و ائمة من اهل البيت و مذهب الكوفيين منهم ابو حنيفة - والمتروك ان الاصل فی الا شياء الا باحة وهو مذهب معاوية ومن معه كمروان وابنه يزيد و غيرهما - والقول بان مذهب الشافعی ليس عندی شیء لان لم ينقل عنه فی صحيح الا ماتوافق التوقف -

www.ahlehadeethbd.org

ইয়াযীদ ও মরওয়ান প্রভৃতির অভিমত। ইমাম শাফেয়ী সম্পর্কে বলা যে, তিনি বস্তুর মৌলিকতা সম্পর্কে মুবাহ হইবার অভিমত দিয়াছেন, একথা সঠিক ভাবে প্রমাণিত হয় নাই। তাঁহার যে অভিমত আমাদের কাছে প্রমাণিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, ইমাম শাফেয়ীও নিরস্ত থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

বস্তুর মৌলিকতা সম্পর্কে বিদ্বানগণের আলোচনায় অছুলে ফিকহের গ্রন্থগুলি পরিপূর্ণ রহিয়াছে। বাহুল্য ভয়ে এ বিষয়ে আর অধিক উক্তি উদ্ধৃত করা হইলনা। মোটের উপর জানা গেল যে, খুলাফায়ে-রাশেদীন, আয়েম্মায়ে ইৎরৎ, ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী প্রভৃতি এবং আহ্লে হাদীছগণ সকলেই সংগীত চর্চার ফতওয়া দানকারীগণের বর্ণিত মূলনীতির সহিত একমত হন নাই। তাঁহাদের অভিমত সূত্রে গীতবাদ্যের নিষিদ্ধতা স্পষ্টভাবে—প্রমাণিত না হইলেও যতক্ষণ পর্যন্ত উহার সিদ্ধতা সন্দেহাতীত ভাবে সাব্যস্ত না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত গীত বাদ্যের সিদ্ধতা সাব্যস্ত হইবেনা। আহলেছুন্নত-গণের অভিমত রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র উক্তি দ্বারাও দৃঢ়ীভূত ও বলিষ্ঠতর হইয়াছে। নু'মান বিন্নুল বশীর কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট আর এতদুভয়ের মধ্যভাগে যাহা, তাহা সন্দেহমূলক। যে ব্যক্তি সন্দেহমূলক কার্য-কলাপ হইতে নিরস্ত রহিবে, সে স্বীয় দেহ, সম্মান ও ধর্মকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে—মুছলিম দারমী ৩৩৭ পৃঃ।

الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات و من تركها فقد استبرء لعرضه ودينه -

যেসকল বিষয় সম্পর্কে উলামায়ে ইছলামের ভিতর মতানৈক্য রহিয়াছে, সে সকল বিষয়ের—আলোচনা করিতে বসিলে শুধু এক পক্ষের কথা উত্থাপন করা এবং উহাকেই অবিসম্বাদিত সূত্র রূপে উল্লেখ করা আর প্রতিপক্ষ বিরাট দলের অভিমত বেমালুম হজম করিয়া যাওয়া গবেষণা ক্ষেত্রে বিদ্বান-গণের নিকট সংগত আচরণ বলিয়া গ্রাহ্য হয় না।

গীতবাদ্য জায়েযকারীরা তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ রীতি অনুসারে বলিয়া থাকেন যে, গীতবাদ্যের অনুশীলন ও নিষিদ্ধতা সম্পর্কে জনসাধারণের যে বিশ্বাস বা আলেম সমাজের যে অভিমত, তাহা—কোরআন ও হাদীছের দলীল প্রমাণের সহিত আদৌ সমঞ্জস নয়। কারণ ত্রিশ পারা কোরআনের মধ্যে এরূপ একটি আয়তও খুজিয়া পাওয়া যাইবে-না, যাহাতে সংগীতকে নিষিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। পক্ষান্তরে রছুলুল্লাহ (দঃ) সংগীত মাত্র-কেই নিষিদ্ধ বা নাজায়েয বলিয়া আদেশ প্রদান করিয়াছেন এরূপ একটি ছহীহ হাদীছ আজ পর্যন্ত-খুজিয়া পাওয়া যায় নাই। ছাহাবীগণের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত আমাদের ইমাম, মুজাদ্দিদ ও মুজতাহিদ এবং স্বনাম-ধন্য আলেম ও গ্রন্থকারগণের মধ্যে অনেকেই এই অভিমত প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন।

এই বাগাড়ম্বরের জওয়াবে আমার বক্তব্য এই যে, গীতবাদ্যের সমর্থক দল কোরআন ও হাদীছে উহার নিষিদ্ধতার প্রমাণ অনুসন্ধান করিয়া যদি ব্যর্থ মনোরথ হইয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের শ্লাঘার কিছুই নাই। পক্ষান্তরে গীতবাদ্য নিষিদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে আলেম সমাজের যে অভিমত, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ কোরআন ও হাদীছে অবশ্যই মওজুদ রহিয়াছে। গীতবাদ্য নাজায়েয হওয়া সম্পর্কে যে সকল আয়ত কোরআনে উল্লিখিত রহিয়াছে সে-গুলির মধ্য হইতে কয়েকটি আয়ত বাছিয়া লইয়া গীতবাদ্যের সমর্থক দল প্রমাণিত করিতে সচেষ্ট হই-য়াছেন যে, উল্লিখিত আয়তগুলির সাহায্যে গীত-বাদ্যের নিষিদ্ধতা সাব্যস্ত হয় নাই। তাঁহাদের এই দাবীর স্বরূপ আমি অতঃপর পরীক্ষা করিয়া দেখিব। কিন্তু এই পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ফিকহ—শাস্ত্রের কয়েকটি সূত্র (অছুল) সকলের স্মরণ রাখা আবশ্যক হইবে।

১। কোরআনে যাহা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত—হয় নাই, তাহা যে প্রতিপালনীয় নয় একথা অত্যন্ত

www.ahlehadeethbd.org

ভ্রান্তিমূলক। রছুলুল্লাহ (দঃ) শুধু কোরআনের বাহক ছিলেননা, অধিকন্তু তিনি উহার ব্যাখ্যাতা ও— প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন। কোরআনের নির্দেশ প্রতিপালন করা যেরূপ অপরিহার্য, রছুলুল্লাহর (দঃ) আদেশ ও নিষেধগুলিও প্রতিপালন করিয়া যাওয়া মুছলমানদের প্রতি সেইরূপ তুল্যভাবে অনিবার্য ও অত্যাবশ্যক। সে আদেশগুলির মূলসূত্র কোরআনে পরিদৃষ্ট হউক কি না হউক। কোরআনের নির্দেশ পালন করিতে প্রস্তুত থাকা আর কোরআনের— ব্যাখ্যাতা রছুলুল্লাহর (দঃ) হুকুমকে অবজ্ঞা করা মহাপাপ। এই আচরণ যে রছুলুল্লাহকে (দঃ) সন্দেহের চক্ষে দেখার নামান্তর, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। স্বয়ং কোরআন কর্তৃক এই আচরণের কঠোর নিন্দাবাদ করা হইয়াছে।

কোরআনে উক্ত হইয়াছে যে, যে দিবস সীমালঙ্ঘনকারী তাহার উভয় হস্তকে দংশন করিতে থাকিবে আর বলিবে, হায় দুর্ভাগ্য! আমি যদি রছুলুল্লাহর (দঃ) পথ অবলম্বন করিতাম! হায় দুর্ভাগ্য! যদি অমুককে আমি আমার একান্ত মিত্র রূপে গ্রহণ না করিতাম— আলফুরকান। এই আয়ত প্রসংগে শয়খুল ইছলাম ইবনে তয়মিয়াহ লিখিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) আনুগত্য ওয়াজিব করা হইয়াছে। কারণ— রছুলুল্লাহর (দঃ) আনুগত্য যে ব্যক্তি স্বীকার করিল, সে প্রকৃত— প্রস্তাবে আল্লাহর অনুগত হইল। অতএব রছুলুল্লাহ (দঃ) যাহা হালাল করিয়াছেন, তাহা হালাল এবং তিনি যাহা হারাম করিয়াছেন তাহা— হারাম। তিনি যাহা ব্যবস্থিত করিয়াছেন তাহাই দ্বীন। উলামা, ধর্মনেতা, শাসনকর্তা এবং রাজা-বাদশাহদের আনুগত্য কেবল সেই অবস্থাতেই ওয়াজিব হইবে, যখন তাঁহাদের আনুগত্য দ্বারা — আল্লাহর আনুগত্য— প্রতিপালিত হইবে এবং শুধু যে ক্ষেত্রে আল্লাহ এবং রছুল (দঃ) তাঁহাদের— আনুগত্যের আদেশ দান করিয়াছেন আর কেবল তখনই তাঁহাদের আনুগত্য — রছুলুল্লাহর (দঃ) আনুগত্যের অন্তরভুক্ত বিবেচিত হইবে।— আল্লাহ বলিয়াছেন, তোমরা, হে বিশ্বাসপরায়ণ দল, আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার কর এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) অনুগত হও এবং— তোমাদের মধ্য হইতে যাঁহারা শাসন কর্তৃত্বের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদেরও। ইহা লক্ষ করা উচিত যে, উল্লিখিত আয়তে শাসনকর্তাগণের বেলায় "তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার কর" একথা উচ্চারিত হয় নাই। কারণ শাসনকর্তাদের আনুগত্যকে— রছুলুল্লাহর (দঃ) আনুগত্যের অধীনস্থ রাখা হইয়াছে কিন্তু রছুলুল্লাহর (দঃ) বেলায় ক্রিয়াপদটি স্বতন্ত্র

و يوم يعض الظالم على يديه و يقول ياليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا - ياويلتا ليتنى لم اتخذ فلانا خليلا -

فالرسول و جبت طاعته، لانه من يطع الرسول فقد اطاع الله، فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه - ومن سوى الرسول من العلماء والمشائخ والامراء والملوك، انما تجب طاعتهم اذا كانت طاعتهم طاعة الله وهو اذا امرالله ورسوله بطاعتهم، فطاعتهم داخلة فى طاعة الرسول - قال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولى الامر منكم - فلم يقل : اطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا اولى الامر منكم ! بل جعل طاعة اولى الامر داخلة فى طاعة الرسول - و طاعة الرسول طاعة لله، واعاد الفعل فى طاعة الرسول دون طاعة اولى الامر، فانه من يطع الرسول فقد اطاع الله، فليس لاحد اذا امره الرسول يأمر ان ينظر هل الله امره به ام لا ؟ بخلاف اولى الامر، فانهم قد يامرون بمعصية الله، فليس كل من اطاعهم مطيعا لله، بل لابد فيما يامرون به ان يعلم انه ليس بمعصية الله و ينظر هل امر الله به ام لا ؟ سواء كان اولوا امر من العلماء او الامراء -

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভাবে পুনশ্চ উচ্চারিত হইয়াছে। অতএব রছুলুল্লাহর (দঃ) আদেশ অবগত হওয়ার পর কাহারও ইহা লক্ষ করার অধিকার নাই যে, যে সকল বিষয়ে রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ দিয়াছেন, আল্লাহও সে সকল বিষয়ে আদেশ করিয়াছেন কিনা? কিন্তু বিদ্বান এবং শাসনকর্তা আর নেতৃমণ্ডলীর বেলায় ইহা অবশ্যই লক্ষ করিয়া দেখিতে হইবে। কারণ তাঁহারা অনেক সময়ে আল্লাহর অনভিপ্রেত কার্যের জন্যও আদেশ দিয়া থাকেন সুতরাং মওলানা, পীর, শাসনকর্তা ও নেতাদের যাঁহারা অনুগত, তাঁহারা তাঁহাদের আনুগত্য দ্বারা সকল অবস্থায় আল্লাহর অনুগত থাকিতে পারেন না। তাঁহারা যেসকল আদেশ দিয়া থাকেন সেগুলি আল্লাহর নিষেধের পর্যায়ভুক্ত কিনা এবং—আল্লাহ সেগুলির জন্য আদেশ দিয়াছেন কিনা, মুছলমানগণের পক্ষে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা অপরিহার্য—যুন্নূনের দো আর ব্যাখ্যা ২৪ পৃঃ।

মিক্দাম বিনে মা'দীকরব বর্ণনা দিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, সাবধান! আমাকে যেভাবে—কোরআন প্রদান করা হইয়াছে ঠিক সেইরূপ তাহার সংগে সংগে হাদীছও প্রদত্ত হইয়াছে। সাবধান! কিছু দিনের মধ্যেই এমন একদল লোকের অভ্যুদয়—

الا انى اوتيت القرآن و مثله معه الا يوشك رجل شبعان على اريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه - و ان ما حرم رسول الله كما حرم الله تعالى -

ঘটিবে, যাহারা পেট পুরিয়া খাইয়া আপন আসনে ঠেশ দিয়া বসিয়া বলিতে থাকিবে, তোমাদের পক্ষে শুধু কোরআনের অনুসরণ করিয়া চলাই যথেষ্ট। উহাতে যাহা হালাল পাও, শুধু তাহাই হালাল আর উহাতে যেগুলি হারাম বলিয়া দেখিতে পাও, কেবল সেইগুলিই হারাম। অথচ প্রকৃতপ্রস্তাবে রছুলুল্লাহ (দঃ) যেসকল বিষয় বা বস্তুকে হারাম করিয়াছেন, সেগুলি আল্লাহর আদেশ দ্বারা হারাম বস্তু সমূহেরই অনুরূপ—আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনে—হিব্বান ও ইবনে মাজা।

উপরিউক্ত আয়ত এবং হাদীছ সাব্যস্ত করিতেছে যে, ত্রিশপারা কোরআনের মধ্যে গীতবাদ্য নাজায়েয হইবার দলীল যদি নাও পাওয়া যায়, তাহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। ছহীহ হাদীছ কর্তৃক প্রমাণিত হইলেই উহা কোরআনের সাহায্যে প্রমাণিত হইবার মতই নাজায়েয সাব্যস্ত হইবে।

গীতবাদ্যের সমর্থক দল সকলেই রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছের প্রতি যে আস্থাশূন্য, আমরা সেকথা বলিতে চাইনা। কিন্তু সত্য সত্যই এমন এক শ্রেণীর লোক দেখা যাইতেছে আর তাঁহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জাতির ভাগ্যাকাশে ধুমকেতুর মত উদিতও হইয়াছেন, যাঁহারা শরয়ী আদেশ নিষেধের ব্যাপারে কোরআন ও হাদীছের মধ্যে আকাশ—পাতাল প্রভেদ পরিমাপ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভ্রান্তিপূর্ণ দৃষ্টিভংগীর প্রতিষেধক রূপে এই কয়েকটি কথা উচ্চারিত হইল।

(২) ইহাও জানা আবশ্যক যে, কোরআন ও হাদীছে কথিত উক্তির সাহায্যে প্রত্যেকটি বস্তুর হিল্লৎ বা হুরমত প্রকাশ্য ও পৃথক পৃথক আকারে প্রদর্শন করা সম্ভবপর নয়। চরশ, চঞ্চু ও তাড়ী প্রভৃতির হুরমত স্পষ্ট বাক্য দ্বারা কোরআন ও হাদীছ হইতে প্রদর্শন করা যাইতে পারিবেনা। চিল, শকুনী প্রভৃতি হালাল না হারাম, ওগুলির নাম সহকারে কোরআন ও হাদীছের পৃষ্ঠায় কেহ প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইবেনা। সমুদয় কার্য ও বস্তুর হিল্লত অথবা হুরমতের ব্যবস্থা যে কোরআন ও হাদীছে স্পষ্ট আকারে ছারাহতের সহিত উল্লিখিত হইয়াছে, ইশারা, ইকৃতিযা ও দলালৎ প্রভৃতি কোন কিছুই নাই, একান্ত অর্বাচীন হস্তীমূর্খ ব্যতীত এমন ধরণের উক্তি কাহারও মুখ হইতে নিঃসৃত হইবেনা।

অবশ্য কোরআন ও হাদীছের অস্পষ্ট অংশের ব্যাখ্যা অবগত হইবার জন্য সর্বদা নির্দিষ্ট কোন

(অবশিষ্টাংশ ৩৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

জিজ্ঞাসা ও উত্তর

نحمده العظيم و نصلي و نسلم على رسوله الكريم -

سبحانك لاعلم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم *

পীরের ধ্যান *

[আল্লামা ও মুহাদ্দিছ আ'লা-হযরত মওলানা আবুল হাছান মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী ছাহেব (রহঃ)]

"তাছাউওয়ারে-শায়েখ" বা পীরের ধ্যান করা জায়েয হইবার কোন দলীল নাই, বরং নাজায়েয হইবার বহু দলীল ও প্রমাণ রহিয়াছে।

"তাছাউওয়ার" শব্দের ধাতু (صور), 'ছুরাৎ' (صورة) শব্দের অর্থ মূর্তি। "তাছাউওয়ার" শব্দের অর্থ 'মূর্তি পরিগ্রহণ'। 'তছবীর' শব্দের অর্থ মূর্তি অংকন। তাছাউওয়ারে-শায়েখের অর্থ মানসপটে পীরের মূর্তি অংকন। ইহা আভিধানিক অর্থ।

কিন্তু যাঁহারা "তাছাউওয়ারে-শায়েখ" করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট কেবল এইটুকুই ইহার অর্থ নহে, তাঁহারা ইহাকে "عمل برزخ" 'বরযখ সাধন' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট ইহার সাধন প্রণালী এই রূপ :—

برائے دفع خطرات و جمعیت همت صورت شیخ را کما ینبغی به تعین و تشخص درخیال حاضر می کنند وخود بادب وتعظیم تمام به همگی همت خود متوجه بآں صورت می شوند که گویا بادب و تعظیم بسیار روبروئے شیخ نشسته اند و دل بالکل بآں سو متوجه می سازند - (ملفوظات سید احمد بریلوی شهید مسمی بصراط مستقیم ....ص ۱۳۰) - بایں وضع که بسبب اطلاق و وسعت اورا اطلاع می شود وصورت اورا برزخ سازد وایں پندارند که صورت مشائخ دراں وقت حاضر می شوند و می دانند - (مایة مسائل ص ۱۰۱) -

ভাবার্থ :— কুচিন্তা দূরীকরণ এবং একাগ্রতা লাভের উদ্দেশ্যে গুরুর মূর্তিকে, তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্ব সহ যথাযথরূপে মানসপটে আনয়ন করতঃ গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং পূর্ণ নিষ্ঠা সহকারে সেই মূর্তির ধ্যান করা এবং মনে ভাবা যে, সত্যই যেন গুরুর— সম্মুখে ভক্তি-প্রণত হৃদয়ে বসিয়া আছি, হৃদয় সম্পূর্ণ রূপে তাঁহাতেই নিবিষ্ট রহিয়াছে এবং যেহেতু গুরু মুক্ত এবং সর্বব্যাপী, সেই জন্য তিনি ইহা জানিতে পারিতেছেন। তাঁহার আত্মা (রূহ) এখানে উপস্থিত হইয়াছে এবং আমি এই মূর্তির মধ্যবর্তীতায় তাঁহার নিকট হইতে ফয়েয (প্রেরণা) প্রাপ্ত হইতেছি। *

এরূপ তাছাউওয়ারে-শায়েখ বা আমলে-বরযখ শরীঅত অনুসারে সম্পূর্ণ নাজায়েয এবং নিষিদ্ধ। যেহেতু :

(১ রছুলে করীম (দঃ), ছাহাবায়ে কেরাম,

---

* **পীরের ধ্যান**—সম্পর্কে কুষ্টিয়া যিলার খারাগোদা নিবাসী মোঃ ছাদিক আলী প্র . করিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে উলামাকুলশিরোভূষণ আল্লামা মরহুমের লিখিত একটি সন্দর্ভ তর্জুমান-সম্পাদকের নিকট মওজুদ ছিল। সন্দর্ভটি একটু সুদীর্ঘ হইলেও সার্বজনীন উপকারার্থে সামান্য পরিবর্তন সহকারে জিজ্ঞাসার জওয়াব স্বরূপ প্রকাশিত হইল। আল্লাহ ইহার ছওয়াব লেখককে দান করুন। সম্পাদক।

* এই উধৃতির জন্য দেখ, হযরত ছৈয়দ আহমদ বেরেলভীর (রহঃ) গ্রন্থ ছিরাতে মুছতাকীম ১৩০ পৃঃ ও জনাব মওলানা রশীদ আহমদ গংগোহীর উছতায আল্লামা শয়খ মোহাম্মদ ইছহাক দেহলভীর একশত মছায়েল নামক ফতওয়াগ্রন্থের ১০১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

তাবেয়ী, তাব্-এ তাবেয়ী এবং ইমাম মহোদয়গণের মধ্যে কেহই এরূপ কার্য করেননাই, অন্যকেও— করিতে বলেননাই।

(২) শরীঅত অভিজ্ঞ প্রকৃত ছুফী এবং সাধক-বৃন্দের মধ্যে কেহই এই কর্ম করেননাই এবং মুরীদ-গণকেও তাহা করিতে আদেশ দেন নাই।

(৩) মূর্ত্তিপূজা ইছলামধর্মে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ এবং হারাম। মূর্ত্তিপূজা বা عكوف على التماثيل এর অর্থ কেবল মূর্তিকে ছিজ্‌দা করা বা তাহার উদ্দেশ্যে নমাযপড়া নহে, বরং মূর্তির প্রতি সম্মান ও ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা এবং তাহার দ্বারা ফায়েদা বা নোকছান উপকার বা অপকার হওয়া বিশ্বাস করার নামও মূর্তিপূজা। যদি কেহ কাগজের পৃষ্ঠায় পীরের ছবি অংকিত করিয়া অথবা প্রস্তর দ্বারা তাহার প্রতিমা গড়িয়া পূর্বোক্তরূপে তাহাকে মংগলের কারণ, ইষ্টসিদ্ধির অধিকারী ও ফয়েযদাতা মনে করিয়া গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বা বসিয়া থাকে, তাহাহইলে সকলেই তাহাকে মূর্তিপূজক এবং মুশ্‌রিক বলিবেন। এ ক্ষেত্রে পীরের মূর্তি কাগজে চিত্রিত বা প্রস্তরে নির্মিত নহে, বরং চিত্তফলকে অংকিত। সুতরাং কেহ বলিতে পারেন যে, ইহা প্রকাশ্য মূর্তিপূজা নহে। কিন্তু প্রকাশ্য না হইলেও ইহা যে অন্তরে অন্তরে মূর্তিপূজা, তাহা অস্বীকার করার উপায় আছে কি? কাগজের চিত্র, প্রস্তরের প্রতিমা এবং হৃদয়ফলকে অংকিত মূর্তি সমস্তই ছবি, সমস্তই নক্‌শা, সমস্তই প্রাণহীন! বরং কাগজে অংকিত ছবি আর প্রস্তরে নির্মিত প্রতিমা অপেক্ষা মানসপটে অংকিত মূর্তি অধিকতর সুস্পষ্ট এবং নিখুঁত, সুতরং সমধিক ভাবব্যঞ্জক এবং প্রভাব-শালী। অতএব ইহা প্রকাশ্য মূর্তিপূজা এবং শরীঅতের বিরুদ্ধাচরণ না হইলেও অন্তরে—আলমে হাকায়েকে ইহা ঘৃণিত প্রকারের বুৎপরস্তি এবং

(৩৭০ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

বিদ্বানের অভিমতের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে— হইবে এবং তাঁহার সেই অভিমত চক্ষুকর্ণ বন্ধ রাখিয়া গ্রহণ করিতে হইবে ইহা আমার অভিমত নয়। কারণ অন্ধ ভক্তির আতিশয্যে শুধু কোরআন ও হাদীছের অস্পষ্ট অংশের তাৎপর্য অবগত হইবার জন্যই তকলীদকে (গতানুগতিকতা) মাথার মণি করিয়া লওয়া হয় নাই, স্পষ্ট কোরআন ও স্পষ্ট হাদীছের— বিপরীত আপনাপন দলীয় নেতাগণের উক্তি বর্জন করার মত সৎসাহসও অন্ধভক্ত দলের নাই।

আর কোরআন ও হাদীছে যেরূপ সমস্ত খুঁটিনাটি প্রকাশ্যভাবে ও পৃথক পৃথক আকারে বলা হয় নাই, তেমনই আকাশের নিম্নস্থ কোন বিদ্বানও অনাগত ভবিষ্যতের এবং সকল যুগের সমুদয় জিজ্ঞাসার সমাধান করিতে সক্ষম হন নাই। প্রকৃতকথা এই যে, কোরআন ও হাদীছে প্রত্যেক আদেশ নিষেধেরই ব্যবস্থা রহিয়াছে—হয় প্রত্যক্ষ ভাবে, নয় পরোক্ষে, হয় ইশারায়, নয় সবিস্তারে, হয় অস্পষ্টভাবে, নয় সুস্পষ্ট আকারে। ইশারাকে প্রকাশিত করা, অস্পষ্টকে স্পষ্ট করা, সংক্ষেপকে— বিস্তার করা বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর কার্য। যত দিন চন্দ্র সূর্য থাকিবে মানুষের সম্মুখে নিত্য নূতন রকমারি সমস্যার উদ্ভব ঘটিবেই। কাজেই অস্পষ্ট হইতে স্পষ্ট ও অপ্রত্যক্ষ হইতে প্রত্যক্ষ করার সাধনাও চলিতে থাকিবে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই এক মুহূর্তের তরেও মূলসূত্রের নড়চড় করা চলিবেনা ইমাম আবু-হানীফা অথবা ইমাম শাফেয়ী রাযিআল্লাহু আনহুমা কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত ভবিষ্যতের সমুদয় খুঁটি-নাটির মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন অথবা কোরআন ও হাদীছের অস্পষ্ট অংশ সমূহের ব্যাখ্যা যোগ্যতা থাকা স্বত্বেও এবং যথাযথ ভাবে চেষ্টা করিলেও আজ কেহ করিতে সক্ষম নয়, এসকল কথা জ্ঞান ও বিবে-কের বাজারে যে অচল হইয়াগিয়াছে তাহা সকলেরই স্মরণ রাখা কর্তব্য।

ফলকথা, কোরআন ও হাদীছের স্পষ্ট উক্তি-সমূহ দ্বারা গীতবাদ্য নাজায়েয বলিয়া যদি কথার কথা প্রমাণিত নাও হয়, পক্ষান্তরে অস্পষ্ট ভাবেও যদি উহার অবৈধতা সাব্যস্ত হয়, তাহাহইলেও উহার নিষিদ্ধতা তুল্য ভাবেই প্রমাণিত হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

হকীকতের অমার্জনীয় অবমাননা।

আমি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হই যে, যাঁহাদের সমুদয় কারখানা অন্তরজগতে বা আলমে-কল্‌বে প্রতিষ্ঠিত, যাঁহারা বহির্জগতে বা আলমে জাহেরের কোন জিনিষকেই—এমন কি জাহেরী শরীঅতকেও গ্রহণ করিতে চাহেননা, যাঁহাদের সকল কর্মের সারৎসার "ছফায়ে-কল্‌ব" বা চিত্তশুদ্ধি, যাঁহাদের সর্বপ্রকার জপতপ, সাধনা-তপস্যা, বের্দ্দ, ওযীফা এবং মুরাকবা, মুশাহদার একমাত্র লক্ষ্য—

لاتسكن الى احد من الخلق ولا تستانس
به ولا تطلع احدا على ما انت فيه' بل يكون
انسك بالله عزوجل وسكونك اليه -

"কোন মানুষেরই আশ্রয় লইওনা। কাহারো সংসর্গে শান্তিলাভ করিওনা এবং কাহাকেও নিজের অবস্থা জ্ঞাপন করিওনা। সকলের পরিবর্তে তোমাকে শুধু একমাত্র আল্লাহতাআলার আশ্রয় গ্রহণ করিতে এবং কেবল তাঁহারই নিকট শান্তিলাভ করিতে হইবে"। * যে সম্প্রদায়ের কেহ কেহ এরূপ কথাও বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই যে,

اياك ان تلاحظ حبيبا اوكليما او خليلا'
وان انت تجد الى ملاحظة الحق سبيلا -

"সাবধান! কোন হবীব, বা কলীম বা খলীলের দিকে দৃকপাত করার কথা মনেও স্থান দিওনা, তবেই তুমি সত্যস্বরূপের সন্দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হইবে।" † অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো চিন্তা করিলে তুমি তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিবেনা।

যাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষা, তা'লীম ও তরবীয়ৎ এইরূপ, তাঁহাদেরই ভক্ত বরং পদাংকানুসরণকারী বলিয়া যাঁহারা দাবী করিতেছেন, তাঁহারা কেবল মানুষের আশ্রয় গ্রহণ করা নহে, কেবল মানুষের নিকট শান্তিলাভ করা নহে.—হবীব, কলীম ও খলীল অর্থাৎ মোহাম্মদ, মুছা এবং ইবরাহীম আলায়হিমুছ্ ছালাতো ওয়াত্ তছ্‌লীম বহু দূরের কথা, তাঁহাদের পদস্পৃষ্ট বালুকা কণার সংগেও যাঁহারা তুলনার যোগ্য নহেন, সেই সকল ব্যক্তির মূর্তির নিকট ভক্তিপ্রণত হৃদয়ে উপবেশন করিয়া অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত তাঁহাদের ধ্যান করিতেছেন! ইহকাল ও পরকালের সদ্গতির নিমিত্ত তাঁহাদের কৃপা-ভিখারী হইতেছেন! এবং ইহাকেই শরীয়তের সারবস্তু—হকীকত মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন!

فخلف من بعدهم خلف' اضاعوا الصلوة
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا - *

যদি কেহ ইহাদের এই সকল কার্যকলাপের প্রতিবাদ করিয়া বলেন:—

ما هذه التماثيل التى انتم لها عاكفون ؟

এই যে মূর্তিগুলির নিকট তোমরা সর্বদা ই'তিকাফ করিতেছ, এগুলি কি? † এবং

ليس الشرك عبادة الاصنام فحسبه' بل
هو متابعتك لهواك وان تختار مع ربك عزوجل
شيئا سواه من الدنيا وما فيها والاخرة وما فيها -
فما سواه عزوجل غيره فاذا ركنت الى غيرالله
فقد اشركت به عزوجل -

কেবল "প্রতিমাপূজাই শিরক্ নহে। শির্‌কের অর্থ আল্লাহ ও রছুলের (দঃ) অভিপ্রায়ের পরিবর্তে তোমার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির অনুগত হওয়া। আল্লাহ ও তাঁহার রছুল (দঃ) যে কার্য করিতে বলেন নাই, বরং যাহা তাঁহার নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত এবং অভিশপ্ত তাহাকেই খোদাপ্রাপ্তির পথ মনে করা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কোন বস্তুকে আল্লাহর সহিত গ্রহণ করা ইত্যাদি কার্যের নামই শির্‌ক। অতএব যে মুহূর্তে তুমি আল্লাহ ব্যতীত অন্যে মনোনিবেশ করিবে, সেই মুহূর্তেই তুমি মুশ্‌রিক

* ইমাম আবদুলকাদের জীলানী, ফতুহুল গায়েব—৯০পৃঃ।

† ইহা বিখ্যাত সাধক আবু বকর ওয়াছেতীর উক্তি। ইমাম ইবনে জওযী তাঁহার গ্রন্থে এই উক্তি উধৃত করিয়াছেন—নকদুল-ইলম ১৬১ পৃঃ।

* অতঃপর দুষ্টেরদল তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত হইল। তাহারা নমাযকে বিনষ্ট এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করিল সুতরাং তাহারা নরকের সন্দর্শনলাভ করিবে—মরিয়ম—৫৯ আয়ত।

† আল আম্বিয়া—৫২ আয়ত।

হইয়া যাইবে।" * বর্তমান সময়ের তথাকথিত ছুফীর দল এ সকল কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠেন এবং ধৈর্য্য ও সংযমের সমুদয় শিক্ষা বিসর্জন দিয়া ছুন্নতের অনুসারীগণের বিরুদ্ধে সদলবলে জিহাদ করিতে অগ্রসর হন।

(৪) পূর্ববর্তী দলের স্মৃতিচিহ্ন এবং পরবর্তীগণের আদর্শ ছৈয়েদ নযীর হোছাইন ছাহেব—দেহলভী বলিতেছেন :

ظاهر است که تصور شیخ از اقوال وافعال وا حوال آنحضرت صلے اللہ علیه وسلم وصحابۂ کرام و تابعین وغیرهم اصلا مروی نشده' پس چگونه روا باشد ؟ ونیز مخالف امرقاطع اوتعالی جل شانه است : واذکراسم ربک دم علی ذکره لیلا ونهارا وتبتل الیه تبتیلا ' وانقطع الیه بالعبادة وجرد نفسک عماسواه انتهی ما فی البیضاوی وغیره من التفاسیر - ودرتفسیر عزیزی می نویسد که فائده این قطع وتبتل اول در عین ذکراست که خطرات ما سوی اللہ درخاطر خطور نکند - انتهی کلامه - پس تصور شیخ مانع و مخل مداومت ذکرالهی خواهد بود -

ভাবার্থ : ইহা সকলেই অবগত আছেন যে, রছুলে করীম (দঃ), ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের বাক্য বা কার্য দ্বারা "তাছাউওয়ারে-শায়েখ" আদৌ প্রমাণিত হয় না। সুতরাং উহা জায়েয হইবে কেমন করিয়া? واذکراسم ربک আয়তের ব্যাখ্যায় বয়যাবী প্রভৃতি তফছীরকারগণ লিখিয়াছেন যে, "তোমার প্রতিপালক (আল্লাহর) নাম স্মরণ কর অর্থাৎ রাত্রি দিন তাঁহারই স্মরণে নিমগ্ন থাক এবং وتبتل الیه تبتیلا তাঁহারই ইবাদতে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ কর। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের চিন্তা হইতে নিজকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত কর।" † তফছীর আযীযীতে উল্লিখিত আছে যে, "একমাত্র আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার প্রথম উপকার এই যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের চিন্তা হৃদয়ে উদিত হয় না।" অতএব—প্রমাণিত হইতেছে যে, "তাছাউওয়ারে-শায়েখ" আল্লাহর সর্বক্ষণ যিক্‌র ও স্মরণের পরিপন্থী। *

(৫) আল্লামা শাহ মোহাম্মদ ইছহাক—মুহাদ্দিছ দেহলভী "তাছাউওয়ারে-শায়েখ" সম্বন্ধে বলিয়াছেন—درست نیست بلکه کفر است অর্থাৎ জায়েয নয় বরং উহা কুফর (কাফের হওয়ার—লক্ষণ)। †

(৬) আল্লাহর পথে শহীদ হযরত মওলানা শাহ ইছমাঈল দেহলভী স্বীয় পীর হযরত ছৈয়েদ আহমদ বেরেলভী শহীদের উক্তি লিখিয়াছেন,

فرق درمیان تصویر قرطاسی وتصویر خیالی نمی توانند مگر باینکه درصورت اول درانتظام ظاهرشرع تخلل راه یابد ودر صورت ثانی انتظام ظاهری را آسیبے نمی رسد - لیکن قبحیکه بنسبت تاثیرش درنفس فاعل این کا واست درصورت دوم ازین ازصورت اول است وقطع نظر ازین معنی رواج شغل برزخ ناقصان را بصورت اول می رساند وتصاویر ظاهری ساخته آں حرکات تعظیمه که پیش اهل صور می کنند' روبروئے آں تصاویر بعمل می آرند وصاف بصورت صنم پرستان می شوند ودر منجرشدن فعل برزخ باین عمل که صریح حرام است شبه نیست' پس این هم باید که حرام بود ودرشریعت محمدیه علی صاحبها الصلوة والسلام بنا برویش بندی صورت پرستی تصویرسازی مطلقا ممنوع شده ودرشرائع دیگر بنا براغراض صحیحه مثل دریافت حال وشکل وشمائل مرده یا زنده غایب درست بود - پس وقتیکه شارع این قدر احتیاط درتصویر

* ইহাও শায়খ আবদুল কাদির জীলানীর উক্তি—ফতুহুল গায়েব, ৩৭ পৃঃ।

† ছুরত আল মুয্‌যাম্মিল, ৮ আয়ত।

* ফতাওয়ায়ে নযীরীয়া (১), ১২৮ পৃঃ।

† মিআতো মছায়েল, ১০১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

سازی فرموده باشد متبعان شارع را باید که همان طریق احتیاط پیش گرفته شغل برزخ را حرام وقبیح پندارند -

সারমর্ম :— কাগজে চিত্রিত মূর্তি এবং মানসপটে অংকিত মূর্তির মধ্যে পার্থক্য মাত্র এইটুকু যে, প্রথমটি দ্বারা প্রকাশ্য শরীঅতের ক্ষতি করা হইয়া থাকে আর দ্বিতীয়টি দ্বারা প্রকাশ্য ক্ষতি করা হয়না কিন্তু মনের উপর দ্বিতীয়টির প্রভাব এবং তাহার বিষময় ফল প্রথমটি অপেক্ষা অধিকতর সাংঘাতিক। অধিকন্তু এই "বরযখ সাধন" পল্লবগ্রাহীদিগকে প্রকাশ্য মূর্তি পূজার পথে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। তখন তাহারা পীরের প্রকাশ্য মূর্তি অংকন করিয়া সাক্ষাৎ পীরের ন্যায় মূর্তির প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিতে আরম্ভ— করিয়া দেয় এবং খোলাখুলি মূর্তিপূজক হইয়া দাঁড়ায়। "তাছাউওয়ারে-শায়েখ" যে মূর্তিপূজার অগ্রদূত, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সুতরাং ইহাকে— হারাম বিবেচনা করাই কর্তব্য। মূর্তিপূজা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করার উদ্দেশ্যেই মূর্তি-অংকন শরীঅতে সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে।— রছুলুল্লাহ (দঃ) মূর্তি অংকন সম্বন্ধে যখন এতদূর সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন, তখন রছুলের (দঃ) ভক্ত ও অনুগামীগণের পক্ষেও বিশেষ ভাবে সতর্ক হইয়া "তাছাউওয়ারে শায়েখ"কে হারাম এবং জঘন্য মনে করা অবশ্য কর্তব্য। * —ক্রমশঃ

বিশ্ব-পরিক্রমা

কমুনিস্ট চীন বনাম জাতীয়তাবাদী চীন

চীনের মূল ভূখণ্ডের বর্তমান অধিকারী চীনা কমুনিস্ট সরকার এবং পরাজিত ও বিতাড়িত, ফরমোজা ও পার্শ্ববর্তী দ্বীপসমূহের দখলদার জাতীয়তাবাদী চিয়াংকাইশাক সরকারের দ্বন্দ্ব— বর্তমান বিশ্বরাজনীতিতে এক সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে। চীনা কমুনিস্ট সরকারের মতে জাতীয়তাবাদীদল শুধু পরাজিত ও বিরোধীদলই নয়, উহারা বিদ্রোহীদল। ফরমোজা ও তৎসংলগ্ন দ্বীপসমূহ মূলভূখণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ, বিদ্রোহীদলকে পর্যুদস্ত অথবা উহা হইতে বিতাড়িত করিয়া মূল-ভূখণ্ডের সঙ্গে দ্বীপগুলিকে সংযোজিত করিতে হইবে। জাতীয়তাবাদীদলের বক্তব্য এই যে, তাহারা এখনও শেষ পরাজয় বরণ করে নাই, তাহাদের সরকার ফরমোজায় বিদ্যমান রহিয়াছে। এখনও তাহারা জাতিসঙ্ঘের সদস্য, তাহারা যেমন করিয়াই হোক চীনের মূলভূখণ্ডকে কমুনিস্টদের কবল হইতে রক্ষা করিবে। কম্যুনিস্ট ও জাতীয়তাবাদীপক্ষে সোভিয়েট রাশিয়াও মার্কিন সাম্রাজ্যের প্রত্যক্ষ সাহায্য না থাকিলে এ বিরোধ কী ভাবে কতদিন জিইয়া থাকিত বলা শক্ত কিন্তু দুই বৃহৎশক্তির সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্যের ফলে সংগ্রাম ব্যাপকতর পথেই অগ্রসর হইতেছে এবং শীঘ্রই ইহার সমাধানের একটা সুরাহা আবিষ্কৃত না হইলে বিশ্বশান্তি বিপন্ন এবং বিরাট বিশ্বযুদ্ধের আকারে উহা সমগ্র দুনিয়ার অস্তিত্ব ও সভ্যতার গৌরব গরিমাকে ধূলাবলুণ্ঠিত করিয়া— দিতে পারে। এই আশঙ্কার উপলব্ধিতেই কিছুদিন হইতে যুদ্ধবিরতির চেষ্টা বিভিন্ন মহল হইতে করা হইতেছে। অল্পদিন পূর্বে বৃটিশ কমনওয়েল্থ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে ইহা লইয়া আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি রাশিয়ার পক্ষ হইতে একটি দশজাতি সম্মেলনের প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে। উহাতে বৃটেন, রুশিয়া ও ভারতকে আহ্বায়ক এবং কমুনিস্ট চীন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বর্মা, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান ও সিংহলকে আমন্ত্রিত করার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

এই প্রস্তাবের সব চাইতে বড় শূন্যতা এই যে, ইহাতে বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের এক পক্ষ জাতীয়তাবাদী

* ছিরাতে মুস্তকীম—১৩০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

দলকে আহ্বানের কথা নাই। এই প্রস্তাবে উক্ত পক্ষের শেয়ানা মুরুব্বী যুক্তরাষ্ট্র রাজি হইবে মনে হয় না, সুতরাং দশ জাতি সম্মেলনের প্রস্তাব দ্বারা এই জটিল ও ভয়াবহ সমস্যার সমাধানে উৎসাহ বোধের বিশেষ কারণ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না।

জাপানে অপরাধ ক্রিয়া ও আত্মহত্যার রেকর্ড

আল্লাহ ও পারলৌকিক জীবনের উপর অবিশ্বাস অথবা শিথিল বিশ্বাস এবং আধুনিক বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার অভিশাপ মানুষের সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনকে কিরূপ অশান্তির আকর করিয়া তুলিয়াছে জাপানের ক্রমবর্ধমান অপরাধপ্রবণতা এবং আত্মহত্যার রেকর্ড হইতে তাহা অনুধাবন করা যাইতে পারে। টোকিওর এক সংবাদে প্রকাশ, পুলিসের নিজস্ব হিসাব অনুসারেই জাপানে বর্তমানে ৩ লক্ষ অপরাধপ্রবণ ব্যক্তির অস্তিত্ব রহিয়াছে। ১৯৫৪ সালে খুন খারাবি, নারী ধর্ষণ, হিংসামূলক অপরাধ ঔষধ জালকরণ এবং আত্মহত্যামূলক অপরাধ— পূর্ববর্তী সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছে। আত্মহত্যা একটি নিত্তনৈমিত্তিক ছেলেখেলার রূপ ধারণ করিয়াছে। উক্ত বৎসরে ২০ সহস্রেরও অধিক লোক আত্মহত্যা করিয়াছে। বিপথগামী নিরাশ পিতা মাতাগণ তাহাদের ঔরস ও গর্ভজাত সন্তানদিগকে অবলীলাক্রমে হত্যা করিয়া নিজেরা এই ভাবে জীবন নাশের পথে অগ্রসর হইয়া থাকে।

উত্তর প্রদেশের গো-ধন

ভারতে গো-জবেহ বন্ধ করার জন্য সাম্প্রদায়িক দলগুলির তরফ হইতে যে ধর্মান্ধ আন্দোলন দীর্ঘদিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল এবং সম্প্রতি যাহা বিভিন্ন প্রদেশ ও সহরে তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল তাহা উত্তর প্রদেশের কংগ্রেস সরকারকে সত্যসত্যই প্রভাবিত করিয়াছে। ১৯শে জানুয়ারী লক্ষ্ণৌর এক সংবাদে প্রকাশ, উত্তর প্রদেশের — সরকার কর্তৃক নিযুক্ত গো-রক্ষা কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত প্রদেশে গো-জবেহ চিরতরে নিষিদ্ধ করার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। কমিটির রিপোর্টে বলা হইয়াছে, এই প্রদেশের জনগণের অধিকাংশের দৃঢ়মূল ধর্মবিশ্বাস ছাড়াও জাতীয় অর্থনীতি, জাতীয় স্বাস্থ্য এবং গো-রক্ষা ও গো সম্পদ বৃদ্ধির জাতীয় আশা আকাঙ্খার পরিপ্রেক্ষিতে গো-জবেহ বন্ধ করা শুধু একান্ত কাম্যই নহে—অবশ্যকর্তব্য। সরকার উক্ত সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছেন। গো-জবেহ নিষিদ্ধ করিয়া খসড়া আইন প্রস্তুত হইতেছে। শীঘ্রই উহা আইন সভায় পেশ করা হইবে।

যুক্তফ্রন্টে দলীয় কোন্দল

কিছুদিন পূর্ব হইতেই পূর্ব পাকিস্তান যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারী পার্টির ভিতর ক্ষমতালাভের দুরন্ত আশায় যে দলীয় কোন্দল মাথাচাড়া দিয়া উঠিতেছিল তাহা বিগত ১৭ই ফেব্রুয়ারী পার্লামেন্টারী পার্টির সভায় নগ্নাকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ঐ দিন জনাব এ, কে ফযলুল হক ছাহেবের উপর পার্টির আস্থা অনাস্থা জ্ঞাপনের প্রস্তাবদ্বয়কে কেন্দ্র করিয়া যে অদ্ভুত কেলেঙ্কারী কাণ্ড ঘটিয়াছে এবং নির্বাচিত সদস্যবৃন্দের মনোবৃত্তি ও আচরণের যে পরিচয় ফুটিয়া বাহির হইয়াছে তাহাতে যুক্তফ্রন্টের অন্ধ স্তাবকদলের মাথাও লজ্জায় অবনমিত হইয়া আসিবে। উভয়দল স্ব স্ব বিজয়বার্তা যতই তারস্বরে ঘোষণা করিতে থাকুক অদূর ভবিষ্যতে শাসনকর্তৃত্বের গদী দখলে এই গৌরবমণ্ডিত বিজয় কোন দলকেই যে বিন্দুমাত্র আগাইয়া দিতে পারিবে না—এ কথা দুঃখের সঙ্গেই সকলকে স্বীকার করিতে হইবে।

ম্যালেনকফের পদত্যাগ

ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজয় বরণ করিয়া রুশ প্রধানমন্ত্রী মঃ ম্যালেনকফ সুদীর্ঘ ২৩ মাস— শাসন দণ্ড পরিচালনার পর বিগত ৮ই ফেব্রুয়ারী অযোগ্যতার স্বীকৃতিতে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। দেশরক্ষা দফতরের জাঁদরেল মন্ত্রী মার্শাল বুলগেনীন তাঁহার সুস্পাভিষিক্ত হইয়াছেন। কমুনিস্ট রুশিয়ার চিরাচরিত নিয়মানুসারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াই কেহ অব্যাহতি পায় না। তাঁহাকে অভিযুক্ত হইতে হয়, অপযস, অসম্মান ও মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিতে হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বাহিরের অনুরূপ সমস্ত জল্পনা কল্পনা ব্যর্থ করিয়া মঃ ম্যালেনকফ ডেপুটী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নবরাষ্ট্রনায়ক বুলগেনীনের আনুগত্য স্বীকার করিয়া আপাততঃ রেহাই পাইয়াছেন। অবশ্য এই অপ্রত্যাশিত অভিনব ব্যবস্থাই চূড়ান্ত ব্যবস্থা কিনা বিশ্বের কূটনৈতিক মহল এখনও সে সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত নয়।

www.ahlehadeethbd.org

একখানা পত্র

(অনুবাদ)

পশ্চিম পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে হাদীছের সভাপতি আলী জনাব মওলানা ছৈয়েদ মোহাম্মদ দাউদ গজনভী ছাহেব কর্তৃক পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীছের সভাপতির নিকট লিখিত।

নং ৩১১৬ শিশমহল রোড
তাং ২৯-১২-৫৪ লাহোর।

ইলা হযরতিল ফাযেলিল জলীল ওয়াল আল্লামাতিন্‌নবীল মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহিল কাফী আলকোরায়শী আল্‌মুহতরম—

আছ্‌ছালামু আলায়কুম ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

জনাবের গেরামীনামা দীর্ঘকাল পর প্রাপ্ত হইয়া গৌরবান্বিত হইলাম। আমি বহু দিন হইতে পীড়িত আর হৃৎকম্প রোগে আক্রান্ত। সংগে সংগে মাঝে মাঝে হার্টের কঠিন বেদনাও আরম্ভ হইয়া যায়। কখন কখন সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী হইয়া পড়ি। পত্রাদি লিখিতে আর লোকজনের সংগে দেখাসাক্ষাত করিতেও অক্ষম হই। দুই বৎসর যাবত এই ভাবে—কষ্ট ভোগ করিতেছি। আপনার পীড়ার সংবাদও সর্ব সময় শুনি, কিন্তু আমি নিজে এরূপ পীড়িত যে, চিঠিপত্রও লিখিতে পারিনা। আপনার মত অকৃত্রিম বন্ধুদের কাছে দোআ প্রার্থনা করিতেছি।

বাংলার বন্যা বিধ্বস্তির সংবাদ পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় দুঃখিত ও চিন্তিত ছিলাম। স্থানীয় অবস্থা ও প্রয়োজনের জন্য বাংলার ভাইদের যথোপযুক্ত কোন সেবা করিতে না পারায় আমরা অতিশয় লজ্জিত, কিন্তু প্রসিদ্ধ প্রবচন "সবটা পাওয়া না গেলেও সবটাই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়।" অনুসারে অকিঞ্চিৎকর কিছু সাহায্য আমরা প্রেরণ করিয়াছি. আর আপনারাও উহা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে সম্মানিত করিয়াছেন। ইহার জন্য আমরা আপনাদের মমনুন ও শোকরগোযার।

আপনাদের অকৃত্রিম এবং গভীর ও আন্তরিক যোগাযোগের ফল স্বরূপ পাঞ্জাবের বন্যা-পীড়িতগণের দুর্দশার বিবরণ সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়া আপনারা ২০০০৲ এক হাজার টাকার যে মূল্যবান সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন তজ্জন্য আমি ও আমার সহকর্মীবৃন্দ আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ, এবং মমনুন রহিয়াছি। আল্লাহ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জামাআতগুলিকে ইহা অপেক্ষাও পরস্পরের নিকটতর এবং নিবিড়তর ভাবে সম্পর্কিত এবং পরস্পরের সহায়ক করুন।

অনেক সময় মনে ইচ্ছা হয়, বাংলার আহ্‌লে—হাদীছ জামাআতের সহিত পরিচিত ও মিলিত হইবার সুযোগ লাভ করি আর আপনাদের জামাআতের গৌরব ও সমৃদ্ধি স্বচক্ষে দর্শন করি, ওখানকার উলামা, নেতৃমণ্ডলী এবং জামাআতের পুরাতন ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া ধন্য হই। কমপক্ষে আমরা আমাদের বার্ষিক অধিবেশনগুলিতে এদিক হইতে ওদিকে গমন করার আর ওদিক হইতে এদিকে আগমন করার যদি সুযোগ সৃষ্টি করিতে পারি, তাহা হইলে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের জামাআতগুলির মধ্যে যোগাযোগ ও ঐক্য সৃষ্টি করার বড়ই সুন্দর আর কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে।

মার্চের শেষ সপ্তাহে পশ্চিম পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে হাদীছের বার্ষিক অধিবেশন লায়ালপুরে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। আমি আমার জামাআতের পক্ষ হইতে দাওয়াত করিতেছি যে, আপনি এই কন্‌ফারেন্সে যোগদান করার জন্য তশরীফ আনিলে আমাদের জন্য অশেষ—আনন্দের কারণ হইবে। আপনার শুভাগমন দ্বারা আমাদের কনফারেন্সের প্রতিনিধিত্বের গুরুত্ব বর্ধিত হইবে। এই ভাবে পশ্চিম ও পূর্বকে একত্রিত করিয়া হয়ত আমরা আরো মহত্তর ও বৃহত্তর খিদমত—আন্‌জাম দিতে সমর্থ হইব—ওয়াছ্‌ছালাম।

আপনার একান্ত—
দাউদ গজনভী

www.ahlehadeethbd.org

সাময়িক প্রসঙ্গ

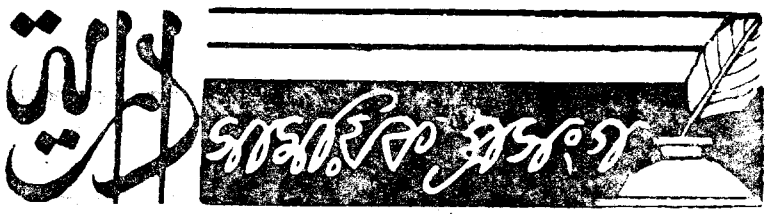

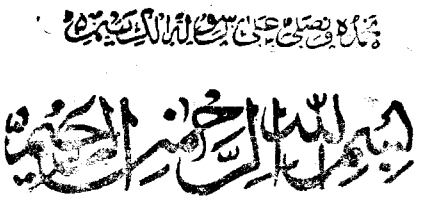

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

بسم الله الرحمن الرحيم

সম্পাদকের দৃষ্টিহীনতা

তর্জুমানুল-হাদীছের দীনসম্পাদক বিগত ১৮ বৎসর কাল হইতে দুরন্ত অম্লপিত্ত ও পাকস্থলীর পীড়ায় যে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিতেছে, তর্জুমানের পাঠকবৃন্দের তাহা অবিদিত নাই। এই "মরার উপর খাঁড়া" স্বরূপ বিগত চারি বৎসর কাল হইতে সম্পাদকের উভয়চক্ষে ছানীও দেখা দিয়াছে এবং এই ছানী বর্তমানে যে পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে, তাহার ফলে অন্ধত্ব ঘণীভূত হইয়া আসিতেছে। লেখার কাজ অনেকদিন হইতেই অপরের সাহায্যে পরিচালিত হইলেও পড়াশুনার কাজ কষ্টেসৃষ্টে চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু সম্প্রতি তাহাও অবরুদ্ধপ্রায় হইয়াছে। পক্ষান্তরে চক্ষু কাটাইবার মত অবস্থা চিকিৎসকদের বিবেচনায় এখনও সমুপস্থিত হয়নাই। তর্জুমান ও জমঈয়তের গুরুভার সকল প্রকার অযোগ্যতা স্বত্বেও এই দীন খাদিম এতদিন কায়ক্লেশে বহন করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু অন্ধত্বের পর তর্জুমান ও জমঈয়তের ভবিষ্যৎ যে কি হইবে, সেই দুশ্চিন্তা ব্যক্তিগত সংকটের দুর্ভাবনাকেও অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। অনেকেই প্রকৃত অবস্থা অনুভব না করিয়া সম্পাদককে বিভিন্ন সভাসমিতিতে আহ্বান করেন এবং নানারূপ চিঠিপত্রও বিভিন্ন বিষয়ে লিখিয়া থাকেন। বন্ধুবর্গের সহিত ব্যক্তিগত ভাবে পত্রালাপ এবং তাঁহাদের অনুরোধ প্রতিপালন করা এই দীন খাদিমের পক্ষে যে বাস্তবিকই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বন্ধুগণ তাহা স্মরণ রাখিলে এই দীন খাদিম সুখী হইবে। তর্জুমানের পাঠক পাঠিকা পূর্ব—পাকিস্তানের এই একমাত্র ইছলামী সম্পদ তর্জুমানুল হাদীছ পত্রিকাখানিকে রক্ষা করার জন্য যাহাতে সর্বতোভাবে সচেষ্ট হন এই সংকট-মুহূর্তে আজ তাঁহাদের আছে পুনরায় এই অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

মওলানা রুমীর বাঁশী

স্বনামধন্য দার্শনিক, ছুফী ও মহাকবি মওলানা জালালুদ্দীন রুমী তাঁহার বিখ্যাত মছনভীর সূচনায় লিখিয়াছেন যে, "বাঁশী হইতে যে সুর নির্গত হয়, তোমরা উহাকে বাঁশীর সুর মনে করিওনা—উহা প্রকৃতপ্রস্তাবে বংশীবাদকের সুর!" কিছুদিন পূর্বে জার্মানীর জনৈক বে-হায়া ও ঠোঁটকাটা গ্রন্থকার তাহার পুস্তকে ধর্মের নামে মানব সমাজে বিভেদ সৃষ্টিকারী-গণের তালিকার পুরোভাগে "রহমতুল্লিল আলামীন" হযরত মোহাম্মদ মুস্তফার (দঃ) পবিত্র নাম উল্লেখ করিয়াছিল এবং তিনি ও তদীয় জামাতা হযরত আলী (রাযিঃ) তাঁহাদের আচরণের জন্য কঠোর শাস্তি ভোগ করিতেছেন, এইরূপ দৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছিল। পূর্বপাকিস্তানের ধর্ম-নেতারা এ সম্পর্কে কি করিয়াছেন, আমরা তাহা অবগত নই, কিন্তু—পশ্চিম-পাকিস্তানে বিশেষ করিয়া করাচীতে মুছলমান জনগণ প্রকাশ্য ও বিরাট সভায় কঠোরতম ভাষায় ইহার প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। কিন্তু মুছলমানগণ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রতিবাদ করিলে কি হইবে? মওলানা রুমীর বাঁশীর সুরের দার্শনিকতা মিথ্যা হইবে কেমন করিয়া? ইউরোপীয় ইমামগণের জনৈক উচ্ছিষ্টভোজী সাংবাদিক, যিনি মুছলিম লীগের সরকারী মুখপত্র—"পাকিস্তান ষ্টাণ্ডার্ড" এর সম্পাদকও বটেন, ইছলামের বৈদেশিক শত্রু গ্রন্থকারের বাঁশীরূপে বিগত ৬ই ফেব্রুয়ারী তারীখে তাহার সংবাদপত্রে সুর ভাঁজিয়াছে যে, "ইছলামে বিভেদ ও বিকৃতি সৃষ্টি হইবার জন্য দায়ী হইতেছে—রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নত!" এই সংবাদিক পুংগবের বিবেচনায় ইছলামের গণতান্ত্রিক রূপ এই রছুলের (দঃ) ছুন্নত দ্বারাই বিনষ্ট হইয়াছে। তাহার ধারণায় রছুলুল্লাহর (দঃ) এই ছুন্নতই জাতীয় সংহতিকে চুরমার করিয়া মুছলমানদিগকে বিভিন্নদলে বিভক্ত করিয়াছে।—তাহার খেয়ালমত রছুলের (দঃ) ছুন্নতের দোষেই উমাইয়া ও আব্বাছীয়াদের যুগে ধার্মিক ও ধর্মতত্ত্ববিশারদরা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী—হইতে পারিয়াছিলেন আর এই রছুলের (দঃ) ছুন্নতের অভিশাপেই তুরস্ক সাম্রাজ্য চিকিৎসার বহির্ভূত ব্যাধিগ্রস্তগণের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। এই দুর্মুখ ও বিভ্রান্ত লোকটি কায়েদে-আযমকেও রেহাই দেয়নাই। সে লিখিয়াছে, "পাকিস্তান—কায়েম হইবার পরও যে কায়েদে-আযম ধর্মীয় ব্যক্তিদিগকে কিছু কিঞ্চিৎ গুরুত্ব প্রদান করিয়াছিলেন, ইহাও তাঁহার অন্যতম ভ্রান্তি।" এই সাংবাদিক পুংগবের ইছলাম সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও যে জানাশুনা আছে, তাহার কোন পরিচয় আমরা প্রাপ্ত হইনাই, অথবা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাহার ত্যাগ ও কুরবানীর মাত্রা কতটুকু ছিল, তাহাও আমরা শ্রবণ করিনাই। শূন্যগর্ভ অহমিকতা ও—ধৃষ্টতা ছাড়া এই সকল অন্তঃসারশূন্য সুবিধাবাদী ইউরোপী বংশীবাদকদের হাতের বাঁশী যে ইছলামের বৈদেশিক শত্রু অপেক্ষাও জাতির পক্ষে বিষধর ভুজংগ স্বরূপ এবং এই সকল বিষাক্ত সর্পকে জাতি স্বীয় রক্ত দিয়া যে পরিপুষ্ট করিতেছে, সে বিষয়ে সকলের সাবধান হওয়া আবশ্যক। রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র নামের দোহাই দিয়া পাকিস্তানের দাবী—উত্থিত করিয়া এবং উহার জন্য লক্ষ লক্ষ মুছলিম সন্তানকে নিহত, নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত করিয়া আজ ইছলামের একদল গৃহশত্রুর সাহায্যে আল্লাহ এবং তদীয় রছুল (দঃ) এবং তাঁহার ছুন্নতকে লাঞ্ছিত করাই কি পাকিস্তানের একমাত্র লক্ষে পরিণত—হইয়াছে? মুছলিমলীগের নেতারাও কি তাঁহাদের পোষ্যের এই অর্বাচীনতাকে সমর্থন করেন? তাঁহারাও কি রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নতকে সকল ব্যাধির মূলীভূত কারণ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন? পাকিস্তানের নাগরিকবৃন্দ একথা আজ স্পষ্টভাবেই তাঁহাদের মুখ হইতে শুনিতে চায়।

সিন্ধু চীফ কোর্টের সৎসাহস

যেসকল বীর বিচারালয় শাসনকর্তা গোষ্ঠির রক্ত চক্ষুকে অবহেলা করিয়া নিজেদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই ভাবে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, যুগ যুগান্তর পর এইবারে তাঁহাদের তালিকায় সিন্ধু চীফ কোর্টের—নামও সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিগত ১৯৫৪ সালের ২৪শে অক্টোবর তারীখে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল মিঃ গোলাম মোহাম্মদ স্বীয় ব্যক্তিগত অধিকারের বলে পাকিস্তান গণপরিষদ ভাংগিয়া দিয়া—তাঁহার মনোমত সরকারী মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছিলেন। আমরা ইহাতে যতই আশ্চর্যান্বিত হইয়া থাকিনা কেন, আইনের দিক দিয়া গভর্ণর জেনারেলের এই আচরণ সংগত হইয়াছিল কিনা তখন পর্যন্ত তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখার কাহারও সুযোগ ঘটে নাই। তখনকার রাজনৈতিক গুমোট পরিবেশে দেশের জনসাধারণ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বত্র যেরূপ নৈরাশ্যবাদ ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব পরিলক্ষিত হইতেছিল—তাহাতে গভর্ণর জেনারেলের অডিন্যান্স সম্বন্ধে এরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখার কথা কেহ কল্পনা করেন নাই কিন্তু গণপরিষদের সভাপতি জনাব মওলভী তমীযুদ্দীন খান ছাহেব পরিবেশের আতংককে সম্পূর্ণরূপে—অগ্রাহ্য করিয়া গভর্ণর জেনারেলের আচরণের বৈধতার বিরুদ্ধে সিন্ধুর চীফ কোর্টে মামলা রুজু করেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এই মামলার ফলাফল অবগত হইবার জন্য সমগ্র পাকিস্তান উদগ্রীব ও উৎকণ্ঠিত ছিল। সম্প্রতি চীফ-কোর্ট তাঁহাদের ফুলবেঞ্চ হইতে সর্বসম্মতিক্রমে গভর্ণর জেনারেলের আচরণকে আইন বিগর্হিত এবং তাঁহার আদেশের ফলাফলকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। চীফকোর্টের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বর্তমান পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট ফেডারেল কোর্টে—আপীল করিতেছেন। ফেডারেল কোর্টের মীমাংসা কি হইবে সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলেনা, কিন্তু যে পরিবেশে সত্য মিথ্যার যাচাই করার উদ্দেশ্যে মওলবী তমীযুদ্দীন খান ছাহেব মামলা রুজু করার সৎসাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই—প্রশংসার্হ এবং চীফকোর্টের বিচারপতিগণ সরকারী কোপকে সম্পূর্ণ রূপে অবহেলা করিয়া তাঁহাদের স্বাধীন অভিমত যেরূপ বীরত্ব সহকারে ব্যক্ত করিয়াছেন, পাকিস্তানের নাগরিক রূপে আমরা তজ্জন্য গৌরব অনুভব করিতেছি।

পাকগণপরিষদ ও পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র

সিন্ধু চীফকোর্টের রায় প্রকাশলাভ করার পর নেতা ও শাসনকর্তাদের পরস্পরবিরোধী—মতামত চিন্তাজগতে বিষম আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। বিশেষতঃ কতিপয় সরকারীমন্ত্রীর মন্তব্য ও টীকাটিপ্পনী আইন ও শৃংখলার অনুসরণকারীদিগকে অতিশয় সন্দিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। ফেডারেল কোর্ট যদি সিন্ধু চীফকোর্টের ফুলবেঞ্চের অভিমত অগ্রাহ্য করিয়া সরকারপক্ষকে ডিগ্রী দান করেন, তাহাহইলে তো কথাই নাই, কিন্তু ফেডারেলকোর্টও যদি সিন্ধু চীফকোর্টের সিদ্ধান্ত মানিয়া লন, তাহা-হইলে সরকারী মন্ত্রীমণ্ডলী কি করিবেন? আইন ও আদালতের মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলাই সমুদয় জীবন্ত জাতির অন্যতম বৈশিষ্ট। কিন্তু পাক-সরকারের অন্যতম মন্ত্রী মেজর জেনারেল ইছকান্দর মীর্যা ফরমাইতেছেন, "কোর্টের রায় যাহাই হউক না কেন, পশ্চিম পাকিস্তানকে একত্রিত করার আর দেশের জন্য সুষ্ঠু শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজগুলি অবলম্বিত হইবেই এবং এবিষয়ে কাহারো কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করা উচিত নয়।" তিনি আরো ইরশাদ করিয়াছেন যে "শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সরকার যে কোন প্রয়োজনীয় পন্থা অবলম্বন করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন এবং যে কোন আকারের এবং যে কোন স্থান হইতে বিশৃংখলা সমর্থিত হউক না কেন, সরকার তাহা বরদাশ্‌ত করিবেন-না।" মিঃ ইছকান্দর মীর্যার কথায় নিশ্চয় এ সন্দেহ জাগ্রত হইতে পারে যে, তাঁহার এবং তাঁহার সরকারের কাছে আইন ও আদালতের কোন মূল্যই নাই। জনাব গোলাম মোহাম্মদ ছাহেবের সরকার যাহা করিতে ইরাদা করিয়াছেন, ফেডারেল কোর্টের মীমাংসাও তাহাতে বাধা দিতে পারিবেনা। এই জন্যই বোধ হয় সিন্ধুর রাজস্বসচিব পীর রাশিদী মিঃ ইছকান্দর মীর্যার বিবৃতিকে "আদালতের পক্ষে অবমাননাকর" বলিয়াছেন। কিন্তু সরকারী প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী ছাহেব করাচীর বিমানঘাটিতে জনগণকে এই কথা বলিয়া আশ্বস্ত করিতে চাহিয়াছেন যে, "সরকার ফেডারেল কোর্টের সিদ্ধান্তকে অবশ্যই সম্মান করিবে।" একথায় খানিকটা সান্ত্বনালাভ করা যাইত, কিন্তু অবশ্মাৎ পাকিস্তানে গণতান্ত্রিকতার নূতন অগ্রদূত বা মেসিয়া (Mes-si-ah) জনাব ছোহ্‌রাওয়ার্দী ঘোষণা করিলেন যে, "দেশ এমন এক ভয়াবহ বিক্ষোভের মোহনায় দাঁড়াইয়াছে যে, সরকার হয়তো এমন পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন, যাহা আপনারা গর্হিত মনে করিবেন, কিন্তু তজ্জন্য আপনাদের চিন্তিত হওয়া উচিত নয়। বরং সরকারের উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করাই আপনাদের কর্তব্য, অদূর-ভবিষ্যতে আপনারাই জয়যুক্ত হইবেন।" গণতন্ত্রের নব-জীবনদানকারীর এই উক্তি দ্ব্যর্থহীন নয়!—আমরা শুধু ইহাই প্রত্যাশা করিতেছি যে, গভর্ণর জেনারেল এবং তাঁহার মনোনীত মন্ত্রীমণ্ডলী আইন ও আদালতের মর্যাদা অপহরণ করার জন্য জনগণের আদর্শস্থল হইবেননা, কারণ ইহা শুধু পাকিস্তানের নয়, তাঁহাদের ব্যক্তিগত ও দলগত মর্যাদার পক্ষেও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অতিশয় হানিকর হইবে। শাসনকর্তাদের বিভিন্নরূপ বিবৃতি দ্বারা ইহাও অনুমিত হইতেছে যে, শাসনতন্ত্র সম্পর্কে নবনিয়োজিত কমিটিগুলি তাঁহাদের রিপোর্ট প্রায় সমাপ্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র অনুসারে নাকি আগামী ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান রিপাবলিকে পরিণত হইবে। ইছলামী ঐতিহ্যের খাতিরে (?) এবং রাষ্ট্রের স্থায়িত্বকল্পে বৃটিশ পার্লামেন্টারী শাসনের পরিবর্তে পাকিস্তানে মার্কিন সরকারের অনুরূপ শাসনপদ্ধতি প্রবর্তিত হইবে। প্রধানমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আলী ছাহেবও স্বীকার করিয়াছেন যে, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে মার্কিন শাসনতন্ত্রের কতিপয় উৎকৃষ্ট বিষয় সন্নিবেশিত হইবে। প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে আশ্বস্ত করিতে চাহিয়াছেন যে, "উক্ত শাসনতন্ত্র অনুসারে মন্ত্রীসভা কেন্দ্রীয় আইনসভার নিকট দায়ী থাকিবেন" কিন্তু মার্কিনপদ্ধতির শাসনতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীর এই সান্ত্বনাবাক্যের কোন ছনদ নাই।

মার্কিন শাসনতন্ত্র

মার্কিন শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্র-প্রধান এবং তাঁহার মন্ত্রণা-সভার কার্যকাল নির্দিষ্ট। তাঁহাদিগকে পার্লামেন্টের সমর্থন বা বিরোধের উপর নির্ভর করিতে হয়না। প্রস্তাবিত নূতন পাক-শাসনতন্ত্রে প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্র প্রধান হইবেন এবং তাঁহার নিযুক্ত মন্ত্রীমণ্ডলী প্রেসিডেন্টকে সাহায্য করিবেন। প্রেসিডেন্ট ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হইবেন। তিনি ব্যবস্থা পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেননা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেসকল স্টেট লইয়া গঠিত সেগুলির মধ্যে বিবাহ ও তালাকের আইন পরস্পর-বিরোধী। এক স্টেটের আইন অনুসারে যে ব্যক্তি বিবাহিত বলিয়া গণ্য, অন্য স্টেটের বিধান মত তাহার স্ত্রী তালাক প্রাপ্তা। যুক্তরাষ্ট্রে শাসকমণ্ডলীর কেহ আইন সভায় বসার অধিকারী নহেন আর আইন সভাও দেশের শান্তি ও শৃংখলা ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেননা। বিচারালয়গুলি আইন রচনা করার অধিকারী নহেন, তাঁহাদের কর্তব্য আইনের উদ্দেশ্য সার্থক করিয়া যাওয়া মাত্র। আমেরিকায় আইনের সংগে সংগে প্রচলিত প্রথা ও আচরণগুলিকেও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্রে যদিও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে যে, প্রেসিডেন্ট সিনেটের সমর্থন অনুসারে নিয়োগপত্র প্রদান করিবেন, কিন্তু কার্যতঃ সিনেটকে জিজ্ঞাসাও করা হয়না এবং প্রেসিডেন্টের নিয়োগে সম্মতি দিতেও সিনেট কখন কার্পণ্য করেননা।

পাক-ভারত সম্প্রীতি ও কাশ্মীর

ভারতের "প্রজাতন্ত্রদিবস" উৎসব উপলক্ষে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল মিঃ গোলাম মোহাম্মদ সদলবলে অর্থাৎ মিঃ ইছকান্দর মীর্যা, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী এবং ডাঃ খান ছাহেব সমভিব্যহারে শুভেচ্ছারবাণী বহন করিয়া দিল্লীগমন করেন এবং পাক-ভারত সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ও কাশ্মীর সমস্যার সমাধানকল্পে বহুবিধ সদিচ্ছা, আশাবাদ ও লম্বা লম্বা বুলি উভয়পক্ষ হইতে আদান প্রদান করা হয়। কোন কোন সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, মিঃ ইছকান্দর মীর্যা পাক-ভারত সম্পর্ক এযাবত মীমাংসিত না হওয়ার জন্য অতিরিক্ত উৎসাহ ও উত্তেজনার ঝোঁকে পূর্ববর্তী পাকিস্তানসরকারকে কটাক্ষ করিয়াছিলেন। এই সকল রাজনৈতিক কোলাকুলি ও কটাক্ষপাতের বিনিময়ে আসল সমস্যার সমাধান কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিছুই হয় নাই, হইবার মধ্যে এইটুকু হইয়াছে যে, প্রেসিডেন্ট বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ পাকিস্তানে আগমন করার দাওয়াত মেহেরবাণী করিয়া কবুল করিয়াছেন এবং পাক-ভারত বিরোধ মীমাংসার উদ্দেশ্যে কথাবার্তা বলিবার জন্য পাক প্রধানমন্ত্রী ছাহেবও আগামী মার্চ মাসে নয়াদিল্লীতে আমন্ত্রিত হইয়াছেন কিন্তু এইটুকুতেই ভারতের দেশরক্ষা সচিব মহাবীর ত্যাগী মহাশয় যেরূপ উষ্মাভাব দেখাইয়াছেন তাহাতে মিঃ ইছকান্দর মীর্যার "রাজনৈতিককুঠার" শাণিত হইবার পূর্বেই ভোঁতা হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা আশংকা বোধ করিতেছি। মহাবীর বলিয়াছেন, "কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের প্রতিশ্রুতি ভারতসরকার কাশ্মীরের জনসাধারণের নিকট দিয়াছে, পাকিস্তানের নিকট নয়। এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পাকিস্তানের কোন অধিকার নাই।" তিনি আরো বলিয়াছেন, "কাশ্মীরের ভবিষ্যতের বিনিময়ে পাক-ভারত মিতালী স্থাপিত হওয়া আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়।" তাঁহার শেষকথা এই যে, "বখ্‌শীসরকারের সম্মতি ব্যতীত কাশ্মীর সীমানার কোন রদবদল সাধিত হইবে না বলিয়া ভারতের গঠনতন্ত্রে একটি বিশেষ ধারা সন্নিবেশিত হইয়াছে।" ভারতের দেশরক্ষা সচিবের এই উক্তিগুলি বিশেষ তাৎপর্য্য-পূর্ণ। পক্ষান্তরে ভারতীয় পার্লামেন্টে কাশ্মীরী সদস্য চৌধুরী মোহাম্মদ শফী তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "ভারতীয় কমিশনের তত্ত্বাবধানে কাশ্মীরে নির্বাচন পরিচালিত হইবার অব্যবহিত কাল পরেই বখ্‌শীসরকারের পুলিশীশাসনের অবসান ঘটিবে। শেখ আবদুল্লাহর গ্রেফতারের পর হইতে ভারত অধিকৃত কাশ্মীরের সকল অঞ্চলে গুণ্ডারাজ ও সন্ত্রাসবাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিরস্ত্র ও অসহায় জনমণ্ডলীর উপর গুলীচালনা এবং দুর্নীতি ও স্বজন-প্রীতির এক নগ্ন নবযুগ সূচিত হইয়াছে।" ফলকথা মিঃ ইছ্‌কান্দর মীর্যার হস্তে বাস্তবপক্ষে কোন রাজনৈতিক কুঠারই নাই। তাঁহার রাজনীতি দেশের এবং জাতির লক্ষ ও আশাভরসার সহিত সুসমঞ্জস্য নয়। কাজেই তাঁহার এবং তাঁহার দলের পাক-ভারত বিরোধ মীমাংসা সম্পর্কিত এই অতিরিক্ত আশাবাদের পশ্চাতে দায়িত্বশীল এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিশেষ কোন আশা ভরসা পোষণ করিতে পারিতেছেননা।

ইরাক-তুরস্ক চুক্তি ও আরব জাহানের নূতন পরিস্থিতি

মধ্যপ্রাচ্যের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা এবং ভিতর ও বাহিরের আক্রমণের প্রতিরোধ উদ্দেশ্যে পরস্পর সহযোগিতা করার নিমিত্ত তুরস্ক ও ইরাক প্রধান-মন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে বিগত ১৪ই জানুয়ারী একটি চুক্তি সম্পাদিত হইবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী ১৯শে জানুয়ারী তারীখে বাগ্দাদ হইতে আঙ্কারায় প্রত্যাবর্তন করিয়াই গভীর রাত্রে মার্কিন রাষ্ট্রদূত আভ্রাওয়ারেলের সহিত গোপন বৈঠকে মিলিত হইয়াছিলেন। বৃটিশসরকার চুক্তির সংবাদে উল্লসিত হইয়াছেন এবং পাকসরকারও অভিনন্দন জানাইয়াছেন। কিন্তু মিছর, ছউদী-আরব ও ইয়ামান প্রভৃতি এই চুক্তিকে আরবলীগের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন মনে করিতেছেন। তাঁহারা আশংকা করিতেছেন যে, এই চুক্তির দ্বারা আরব রাষ্ট্রসমূহের যৌথ-নিরাপত্তা এবং আরবলীগের—ছনদ বানচাল হইয়া যাইবে। ইরাক পাশ্চাত্য শক্তির সহিত পূর্ণ যোগাযোগ স্থাপন করিয়া মধ্য-প্রাচ্যের নিরপেক্ষ নীতিকে অর্থহীন করিয়া দিবে। আরব রাষ্ট্রগুলি যখন ইছরাঈলের অবরোধ সংগ্রামে লিপ্ত ছিল সেই সংকট মুহূর্তে আরব জাহানের দিকে দৃকপাত না করিয়া তুরস্ক ইছরাঈলের সংগে বন্ধুত্ব স্থাপন ও বাণিজ্যিক লেনদেন করিয়াছিল। তুর্কী ও ইরাকী প্রধানমন্ত্রীদ্বয় যদিও ঘোষণা করিয়াছেন যে, আরবলীগের বিরোধ এই চুক্তির উদ্দেশ্য নয় কিন্তু আরবজাহানের মধ্যে পাশ্চাত্য কূটনীতির বদৌলতে যে ভাংগন ধরিয়াছে তাহা স্পষ্টভাবেই পরিলক্ষিত হইতেছে। তুর্কী প্রধানমন্ত্রীর কায়রো ছফর অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত হইয়াছে এবং সম্প্রতি তুর্কী প্রেসিডেন্ট জালাল বায়ার পাক-তুরস্ক দেশরক্ষা যোগাযোগ দৃঢ়তর করার উদ্দেশ্যে করাচী তশরীফ আনিয়াছেন। মুছলিম জাহানের এই দ্বিধাবিভক্তির ভয়াবহ ফল সুদূর প্রসারী হইবে। আগামী বিশ্বসমরে মুছলিম জাহানকে যুদ্ধের অনলকুণ্ডরূপে যেভাবে ব্যবহার করা হইবে, তাহা কল্পনা করিতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

www.ahlehadeethbd.org

পূর্ব-পাক জম্‌ঈয়তে আহলেহাদীছ বন্যা সাহায্য ভাণ্ডার

প্রাপ্তিস্বীকার (পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মাঃ মৌলবী আবদুর রহমান মালিথা ঃ

দোগাছি জামা'ত, ৩৪৷৷০, কায়েমখোলা জামা'ত ৫৲, কুলুনিয়া জামা'ত ৪১৸০, চরভারেড়া ৫৲, বলরামপুর ১১৵০, মুকুন্দপুর ৬৷৷০, দুবলিয়া ২৲, খয়েরসুতি ৪৮।০, দুপখোলা ১২৲, কালিয়াদহ ২৲, ব্রজনাথপুর ৩৫৷৵০, মনিবপুর ১৲ মাঃ মৌঃ আবদুল করিম মিঞা ঃ দোগাছি, ৫৲

বিতরণ (পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যিলা পাবনা : ৫৭। বাঁশবাড়িয়া মছজিদ—১৫৲

যিলা ময়মনসিংহ :

৫৮। বাঙ্গুরী মছজিদ—২৫৲ ৫৯। কোনাবাড়ী আপার প্রাইমারী বালিকা মক্তব—১৫৲ ৬০। বসুবাড়ী (কাজিরা ভিটা) মছজিদ—২৫৲ ৬১। কাঞ্চনপুর ইলাহীয়া মাদ্রাছা—২০৲ ৬২। তারাবাড়ী মছজিদ—২০৲ ৬৩। কাজিরা পাড়া মছজিদ—২০৲ ৬৪। ছোনকাপাড়া মছজিদ—২০৲ ৬৫। বাড্ডা মছজিদ ২০৲ ৬৬। দেলদুয়ার মাদ্রাছা—২০৲ ৬৭। বীর মল্লিকপুর মছজিদ—২৫৲ ৬৮। ফুলারপাড়া বালিকা মক্তব—২৫৲ ৬৯। খাটরা মছজিদ ও মক্তব—২০৲ ৭০। বল্লা জামে মছজিদ—৫০৲

যিলা ত্রিপুরা ৭১। বাখারপুর মাদ্রাছা—১৫৲ ৭২। কাজিয়াতল মছজিদ—২৫৲ ৭৩। আকানিয়া নাছিরপুর মছজিদ—২০৲ ৭৪। জগৎপুর সেন্ট্রাল মাদ্রাছা—২০৲ ৭৫। ফুলতুলির মছজিদ—২০৲

যিলা ঢাকা ৭৬। লাল্লাপোল্লা জামে মছজিদ—২৫৲ ৭৭। কাকরান মহল্লা মছজিদ—২০৲ ৭৮। নালাম মহল্লা মছজিদ ২০৲ ৭৯। চক মহিশাষী মহল্লা মছজিদ—১৫৲ ৮০। রছুলপুর ছিনিয়র মাদ্রাছা—২৫৲ ৮১। চারি তালুক মাদ্রাছা—১৫৲ ৮২। বেলদী মাদ্রাছা—১৫৲ ৮৩। কাজির বাগ মাদ্রাছা—১৫৲ ৮৪। ফেরাযি কান্দা হাফিযিয়া মাদ্রাছা—২০৲

যিলা রংপুর ৮৫। পুস্তাইর সিংহজানি মছজিদ—২৫৲ ৮৬। চরপাড়া মক্তব—২০৲ ৮৭। বামন-হাজরা মছজিদ—২৫৲ ৮৮। ভিকানের পাড়া মছজিদ—২৫৲ ৮৯। কুমিরাডাঙ্গা মধ্যপাড়া মছজিদ—১৫৲

যিলা বগুড়া ৯০। ছয়াকুয়া জামে মছজিদ—২০৲

পরপারের যাত্রীগণের স্মরণে

আমরা দুঃখের সঙ্গে জানাইতেছি যে, ময়মনসিংহ যিলার টাঙ্গাইল হেরগুপাড়ার প্রবীণ ও মোহাক্কেক আলেম মওলানা মোহাম্মদ আবদুল আযীয ছাহেব বিগত ১১ই আশ্বিন, রংপুর খোলাহাটির মরহুম মওলানা খেয়রুদ্দীন ছাহেবের দ্বিতীয়া স্ত্রী উম্মে ছালেমা খাতুন বিগত ১৭ই মাঘ এবং মুর্শিদাবাদ যিলার হরেকনগর নিবাসী জম্‌ঈয়ত ও তর্জুমানের অন্যতম শুভাকাঙ্খী রিটায়ার্ড ইন্সপেক্টর অব্ স্কুল্‌স মওলবী আবদুল জব্বার ছাহেব অতি সম্প্রতি এই ফানী দুন্‌য়া হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ..... ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেঊন!

আমরা মরহুমীনের পরলোকগত আত্মার মুক্তি ও শান্তির জন্য আল্লাহর নিকট আকুল প্রার্থনা জানাইতেছি এবং তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

www.ahlehadeethbd.org

জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার

যিলা পাবনা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আদায় মারফত মওঃ যমীরুদ্দিন ছাহেব।

১০১ মোঃ যয়নুল আবেদীন আকন্দ, শাহীকোলা যাকাৎ ১।০ ১০২। মোঃ ইয়াকুব আলী, নূরপুর, ফিৎরা ১৲ এককালীন ১৲ ১ ৩। মোঃ মতীয়ুর রহমান, বড়কুরা ফিৎরা ২৲ ১০৪। আলহজ্জ মোঃ কোরপ আলী তালুকদার, হালুয়াকান্দী, ফিৎরা ১৬৲ ১০৫। মোঃ বোজর্গ আলী আহমদ, বড়কুরা, ফিৎরা ৬৲ ১০৬। মোহাম্মদ আবদুল গফুর সরকার, শাহীকোলা ফিৎরা ৬৲ ১০৭। মুন্সি আযাহার আলী, মাটিকোড়া, ফিৎরা ৩৲ ১০৮। মৌঃ মোঃ আবুবকর খন্দকার, শাহজাহানপুর, ফিৎরা ২৲ ১০৯। মুন্সী মোঃ নূরহুসেন, অলিপুর, ফিৎরা ৭৲ ১১০। মৌঃ মোহাম্মদ আফতাবুদ্দীন শেইখ, চিলারপাড়া, ফিৎরা ৩৲ ১১১। মোঃ জালালুদ্দীন বেপারী, রাঘবরাড়িয়া, ফিৎরা ৩৷৷০ ১১২। মোহাম্মদ মুছা মণ্ডল, গাড়াবাড়ী, ফিৎরা ৩৲ ১১৩। মোঃ রোস্তম আলী মিঞা, গাড়াবাড়ী ফিৎরা ৩৲ ১১৪। মৌঃ মোঃ আবদুর রহমান মণ্ডল, ফিৎরা ৩৲ ১১৫। মৌঃ মোঃ আবুল কাছেম, কুড়াপেস্তক, ফিৎরা ২৲।

আদায় মারফত সেক্রেটারী ছাহেব ঃ

১১৬। তোরাব আলী ছরদার, শিবরামপুর-রাঘবপুর জামা'ত, কোরবানী ২১৲ ১১৭। মোহম্মদ আবদুর রহমান বি, এ, বি, টি, কোরবানী ৫৲।

আদায় মারফত মওলানা যিল্লুর রহমান আনছারী ছাহেব ঃ

১১৮। ডাঃ মকবুল হুছেন, রাধানগর ৬৷৷০ ১১৯। মোহাম্মদ নাছেরুদ্দীন প্রামানিক, ভুরভুরিয়া ৬৲ ১২০। আহমদ আলী প্রামানিক, কৃষ্ণপুর ৩৲ ১২১। মোহাম্মদ হামেদ আলী ছর্দার, কৃষ্ণপুর ৪৲ ১২২। হাজী আবদুল কাদের বিশ্বাস, আটুয়া ৩৲ ১২৩। মোহাম্মদ ছৈয়েদ আলী খাঁ, ৪৲ ১২৪। মোহাম্মদ ফকিরুদ্দীন প্রামানিক, কুঠিবাড়ী ২৲ ১২৫। মোহাম্মদ বাবর আলী প্রামানিক, আটুয়া ৫৲ ১২৬। মৌঃ বেলায়েত আলী বিশ্বাস, পুরাণ কুঠিবাড়ী ১০৲ ১২৭। মওঃ যিল্লুর রহমান আনছারী, শালগাড়ীয়া জামা'ত ২৫৲ সর্ববাবদ কোরবানী। ১২৮। হাজী আবদুছ ছুবহান, আটুয়া, ফিৎরা ১৮।০, কোরবানী ৪৲ ১২৯। মোঃ ইব্রাহীম মিঞা, চর ঘোষপুর, কোরবানী ৮৲ ১৩০। মৌঃ খবীরুদ্দীন আহমদ, কৃষ্ণপুর কোরবানী ১০৲ ১৩১। হাজী মকবুল হুছেন, পাবনা বাজার, এককালীন ৩৲ ১৩২। মোঃ আবদুল লতীফ প্রামানিক, এককালীন ২৲ ১৩৩। ইলাহী বখ্‌শ সরকার, রাঘবপুর, বিবাহ ১৲ ১৩৪। মোয়াযযম হুছেন, রাঘবপুর, বিবাহ ১৲ ১৩৫। কেরামত আলী মোল্লা, রাঘবপুর, বিবাহ ১৲ ১৩৬। ইনায়েত আলী প্রামানিক, মাছিমপুর, উশর ৫৸০ ১৩৭। মাসিক চাঁদা ঃ শিবরামপুর-রাঘবপুর ২৸০, রাঘবপুর (পূর্বপাড়া) ৫৲, রাধানগর ১৲, কৃষ্ণপুর ৷৷০, শালগাড়ীয়া ১৸০, আটুয়া ১৲, ১৩৮। আয়াতুল্লাহ মুছল্লী শিবরামপুর, এককালীন ৫৲।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সদর দফতরে মণিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত :

১৩৯। মোঃ ইছমাইল হুছেন, চর দশসিকা, বৈদ্যজামতৈল, ফিৎরা ১০৲ ১৪০। আবুল হুছেন তালুকদার, কর্ণহুতি, বৈদ্যজামতৈল ফিৎরা ১০৲ ১৪১। মোঃ ছুলায়মান মিঞা, মাছিমপুর, কোরবানী ৬।০ ১৪২। মুন্সী বরু সরকার, চরকুড়া, বৈদ্যজামতৈল কোরবানী ২৲ ১৪৩। মুন্সী ইছমাইল হুছেন, চরকুড়া, বৈদ্যজামতৈল কোরবানী ৮৲ ১৪৪। মোঃ আবদুল জব্বার মিঞা, ঠেঙ্গামারা, চালুহারা, কোরবানী ৫৲ ১৪৫। মোহাম্মদ জহিরুদ্দীন তালুকদার, দশসিকা, বৈদ্যজামতৈল, কোরবানী ৫৲ ১৪৬। মোঃ দাউদ হুছেন, চরকুশাবাড়ী, কাছিকাটা—ফিৎরা ১৪৸০ ১৪৭। দারোগ আলী সরকার, বোয়ালকান্দীরচর, স্থল, কোরবানী ১১৲ ১৪৮। মুন্সী মহিরুদ্দীন খাঁ, কানশোনা, সলপ—কোরবানী ২৲ ১৪৯। মুন্সী আবদুল-হাই, স্থলচর, স্থল—কোরবানী ৬৲।

আদায় মারফত মওলানা মোঃ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেব :

১৫০। মুন্সী আবদুল করীম, ঠেঙ্গামারা, স্থলনহাটা, এককালীন ১৲ ১৫১। হাজী আবদুল জলীল, রাঘবপুর, বিবাহ ২৲

আদায় মারফত মওলানা কাযী ইয়াকুব হুছাইন ছাহেব :

১৫২। হাজী হায়াত আলী, বড়কুরা, বৈদ্যজামতৈল, কোরবানী ॥০ ১৫৩। মুন্সী আবদুল জলীল, চরগাড়াবাড়ী, বৈদ্যজামতৈল, ফিৎরা ২৲ কোরবানী ১৲ ১৫৪। মুন্সী ফয়েযুদ্দীন তেতুলিয়া, বড়হর, ফিৎরা ৩৲ কোরবানী ৫৲ ১৫৫। মুন্সী বেলায়েত আলী চরবড়ধুল, বৈদ্যজামতৈল, ফিৎরা ৩৮॥০ কোরবানী ১২৲।

সদর দফতরে মণিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত :

যিলা খুলনা

৭। মোঃ জাফর আলী খান, কচুয়া এম, হল, কাদাকাটি, এককালীন ৫৲

যিলা ঢাকা

২১। আবদুল মালেক মিঞা, আবদুল্লাহপুর, মীরকাদিম এককালীন ১০৲ ২২। মোঃ আবদুল জব্বার খলিফা, খিদিরকান্দি, এম, পাঁচগাও, এককালীন ১৫৲

যিলা রাজসাহী

(৯৮।) কাযী কলিমুদ্দীন ধোপাঘাটা, ফিৎরা ১৬।০ ৯৯। হাজী মিঞাজান, ধুবইল, থোর্দ মোহনপুর এককালীন ৫৲।

১০০। মাঃ মোঃ মওলানা আলহজ্জ সুজাউদ্দীন রহমানী, নয়ানসুকা, রাজারামপুর কোরবানী ১৭।০

যিলা ময়মনসিংহ

১০৫। মোঃ তালেব আলী আহমদ, বল্লা, বল্লারতনগঞ্জ, কোরবানী ৪৮॥/০ ১০৬। মুন্সী আবদুল-আযীম, সাতপোয়া, দক্ষিণপাড়া শরিষাবাড়ী, মাসিক চাঁদা ৬৲, ছদকা ৬৲ কোরবানী ৫৲ ১০৭। আবদুল-লতীফ খান, পাটখাগুরী, টেঙ্গুরিয়াপাড়া, এককালীন ১৲ ১০৮। কাযী আশরফ আলী, চরনিয়ামৎ, গুয়াভাঙ্গা, কোরবানী ১৲ ১০৯। মফিযুদ্দীন, ঐ কোরবানী ১৲ ১১০। জয়নাল আবেদীন, ঐ কোরবানী ২৲।

www.ahlehadeethbd.org

সদর দফতরে মণিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত ঃ

১৩৯। মোঃ ইছমাইল হুছেন, চর দশসিকা, বৈদ্যজামতৈল, ফিৎরা ১০৲ ১৪০। আবুল হুছেন তালুকদার, কর্ণহুতি, বৈদ্যজামতৈল ফিৎরা ১০৲ ১৪১। মোঃ ছুলায়মান মিঞা, মাছিমপুর, কোরবানী ৬।০ ১৪২। মুন্সী বক্স সরকার, চরকুড়া, বৈদ্যজামতৈল কোরবানী ২৲ ১৪৩। মুন্সী ইছমাইল হুছেন, চরকুড়া, বৈদ্যজামতৈল কোরবানী ৮৲ ১৪৪। মোঃ আবদুল জব্বার মিঞা, ঠেঙ্গামারা, চালুহারা, কোরবানী ৫৲ ১৪৫। মোহাম্মদ জহিরুদ্দীন তালুকদার, দশসিকা, বৈদ্যজামতৈল, কোরবানী ৫৲ ১৪৬। মোঃ দাউদ হুছেন, চরকুশাবাড়ী, কাছিকাটা—ফিৎরা ১৪৸০ ১৪৭। দারোগ আলী সরকার, বোয়ালকান্দীরচর, স্থল, কোরবানী ১১৲ ১৪৮। মুন্সী মহিরুদ্দীন খাঁ, কানশোনা, সলপ—কোরবানী ২৲ ১৪৯। মুন্সী আবদুল• হাই, স্থলচর, স্থল—কোরবানী ৬৲।

আদায় মারফত মওলানা মোঃ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেব ঃ

১৫০। মুন্সী আবদুল করীম, ঠেঙ্গামারা, স্থলনহাটা, এককালীন ১৲ ১৫১। হাজী আবদুল জলীল, রাঘবপুর, বিবাহ ২৲

আদায় মারফত মওলানা কাযী ইয়াকুব হুছাইন ছাহেব ঃ

১৫২। হাজী হায়াত আলী, বড়কুরা, বৈদ্যজামতৈল, কোরবানী ॥০ ১৫৩। মুন্সী আবদুল জলীল, চরগাড়াবাড়ী, বৈদ্যজামতৈল, ফিৎরা ২৲ কোরবানী ১৲ ১৫৪। মুন্সী ফয়েযুদ্দীন তেতুলিয়া, বড়হর, ফিৎরা ৩৲ কোরবানী ৫৲ ১৫৫। মুন্সী বেলায়েত আলী চরবড়ধুল, বৈদ্যজামতৈল, ফিৎরা ৩৮॥০ কোরবানী ১২৲।

সদর দফতরে মণিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত ঃ

জিলা খুলনা

৭। মোঃ জাফর আলী খান, কচুয়া এম, হল, কাদাকাটি, এককালীন ৫৲

জিলা ঢাকা

২১। আবদুল মালেক মিঞা, আবদুল্লাহপুর, মীরকাদিম এককালীন ১০৲ ২২। মোঃ আবদুল জব্বার খলিফা, খিদিরকান্দি, এম, পাঁচগাও, এককালীন ১৫৲

জিলা রাজসাহী

৯৮। কাযী কলিমুদ্দীন ধোপাঘাটা, ফিৎরা ১৬।০ ৯৯। হাজী মিঞাজান, ধুবইল, খোর্দ মোহনপুর এককালীন ৫৲।

১০০। মাঃ মোঃ মওলানা আলহজ্জ সুজাউদ্দীন রহমানী, নয়ানসুকা, রাজারামপুর কোরবানী ১৭।০

জিলা ময়মনসিংহ

১০৫। মোঃ তালেব আলী আহমদ, বল্লা, বল্লারতনগঞ্জ, কোরবানী ৪৮॥/০ ১০৬। মুন্সী আবদুল• আযীয, সাতপোয়া, দক্ষিণপাড়া শরিষাবাড়ী, মাসিক চাঁদা ৬৲, ছদকা ৬৲ কোরবানী ৫৲ ১০৭। আবদুল• লতীফ খান, পাটখাগুরী, টেঙ্গুরিয়াপাড়া, এককালীন ১৲ ১০৮। কাযী আশরফ আলী, চরনিয়ামৎ, গুয়াডাঙ্গা, কোরবানী ১৲ ১০৯। মফিযুদ্দীন, ঐ কোরবানী ১৲ ১১০। জয়নাল আবেদীন, ঐ কোরবানী ২৲।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১১১। মোঃ জয়নাল আবেদীন আহমদ, বানেশ্বরদী, গোপালগঞ্জ, যাকাৎ ৫৲ ফিৎরা ৩৲ কোরবানী ২৲
১১২। মৌঃ আবদুল লতীফ বি, এ, এক্সাইজ ইনস্পেক্টর, জামালপুর, মাসিক চাঁদা ৯৲

যিলা বাকেরগঞ্জ

১। মওলবী মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ ছাহেব, সুপারিণ্টেডেণ্ট, বরিশাল জেল—যাকাৎ ১৫৲ ফেৎরা ৫৲ ২। মনছুর আহমদ মল্লিক, মাদার্শী, ওয়াজিরপুর, ফিৎরা ২৲।

যিলা ত্রিপুরা

১। মৌলবী আযীমুদ্দীন ছাহেব, এম, এ, বি, টি, অধ্যক্ষ, চাঁদপুর কলেজ, ফিৎরা ৫৲ ২। মৌঃ শামছুল হক, বিলুয়াই আহলে-হাদীছ জামা'ত, বলাখাল, ফিৎরা ১৩৲ ৩। মওঃ আহছানুল্লাহ, কাকিয়ার চর, কোরপাই, ফিৎরা ৭।০।

যিলা ফরিদপুর

১। মোঃ আবদুল লতিফ খান, রাষবর, শেখর—কোরবানী ৩৲ ২। মৌঃ আবদুল জলিল, পাংশা জামা'ত পক্ষে ফিৎরা ১৫৲, নিজস্ব যাকাৎ—১০০৲।

যিলা শ্রীহট্ট

১। মওঃ খন্দকার শামছুল হক, সেনগ্রাম মাদ্রাছা, চাতুল বাজার, কোরবানী ৪৲।

যিলা বগুড়া

২৭। মাষ্টার আবদুল কাদের, রংরারপাড়া, সোনাতলা, কোরবানী ৩৲ ২৮। হাজী রমযান আলী আহমদ ও মুছলেমুদ্দীন সরকার, নিশ্চিন্তপুর জামা'ত, পীরহাটি, ফিৎরা ৫৲।

যিলা কুষ্টিয়া

মাঃ মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ছাহেব: ৭। মৌঃ আবদুল কুদ্দুছ, বিশ্বাস, পাথরবাড়িয়া, কুমারখালি যাকাৎ ১৫০৲

যিলা রংপুর

১০১। মোঃ ইব্রাহীম আকন্দ, কচুয়া, মহিমাগঞ্জ, কোরবানী ২৲ ১৯২। মাঃ মওঃ মোঃ ইছহাক, সেক্রেটারী, জুমারবাড়ী উলামা সমিতি, কোরবানী ১৮৲ ১০৩। তমেরুদ্দীন পাইকার, সারাই, হারাগাছ, কোরবানী ৭৲ ১০৪। মৌঃ নারেবুল্লাহ সরকার, খোলাহাটি, গাইবাঁধা, কোরবানী ৩৲ ১০৫। মৌঃ আযীযুর রহমান, চাঁচকৈর, যাকাৎ ৮৷০।

যিলা মুর্শিদাবাদ

১। মোহাম্মদ যাকারিয়া সর্দার, দেবকুণ্ড, বেলডাঙ্গা—যাকাৎ ১৪৮০।

২৪ পরগণা

১। মওঃ শেইখ শামছুদ্দীন আহমদ, মৈনালী ও মথুরাপুর, খোলাপোতা ফিৎরা ১০৲।

www.ahlehadeethbd.org

উদীয়মান পাকিস্তানী জাতির স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও সুখী পরিবার গঠনের কাজে অপরিহার্য্য ঃ—

১। ভিটাকম ঃ দুর্বলতা, রক্তহীনতা এবং ভিটামিন এর অভাব সংক্রান্ত যাবতীয় রোগে অব্যর্থ উপকারী। ইহাতে অন্যান্য শক্তিশালী ও তেজস্কর জিনিষের সাথে ভিটামিন বি কম্‌-প্লেক্‌স্‌ আছে। ডাক্তারগণ ইহার প্রভূত প্রশংসা করিতেছেন এবং প্রেসক্রিপ্‌সন দিতেছেন।

২। হেপাটোন— শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিগণের লিভার এবং যাবতীয় পেটের পীড়ায় অব্যর্থ মহৌষধ। অল্পদিনের ব্যবহারেই রোগ নিরাময় এবং সুন্দর স্বাস্থ্য লাভ হয়।

৩। অশোক কর্ডিয়াল— (এডরুক) অনিয়মিত ঋতু, বাধক-বেদনা, প্রদর রোগ ইত্যাদি যাবতীয় স্ত্রীরোগের মহৌষধ। জীবনের প্রতি হতাশ মা ভগ্নীগণের জন্য আশার আনন্দ ভরা নেয়ামত।

৪। কুইনোভিনা— নূতন, পুরাতন, ম্যালেরিয়া জ্বর, পালা জ্বর, ত্রাহিক জ্বর, প্লীহা সংযুক্ত জ্বর প্রভৃতি যত কঠিন এবং যত দিনের পুরাতন জ্বরই হউক না কেন এই ঔষধ সেবন করিলে আরোগ্য হইবেই হইবে।

৫। সিরাপ তুলসী কম্পাউণ্ড (কোডিন সহ) সর্দি, কাশি, নাক দিয়া অনবরত পানি পড়া, স্বর-ভঙ্গ ইত্যাদিতে সুস্বাদু ও সুগন্ধি মহৌষধ। নিয়মিত ব্যবহারে সুমিষ্ট গলার সুর আনয়ন করে।

প্রস্তুতকারক—এডরুক লেবরেটরী, পাবনা। (ই, পি)

বিভিন্ন লেখকের সৎগ্রন্থরাজি

মওলানা আবু সাঈদ মোহাম্মদ
গোর যিয়ারত
ছয় আনা

মওলবী মুজীবর রহমান
আদর্শ দীনিয়াত
পাঁচ সিকা

মওলানা আবু সাঈদ আবদুল্লাহ
নামাজ শিক্ষা
আট আনা

মওলানা আহমদ আলী
সৎসার পথে
আট আনা

ছালাতে মোস্তফা
পাঁচ সিকা

তাহারৎ
আট আনা

নিয়ত ও দরুদ সমস্যা
আট আনা

মওলানা মুনতাছের আহমদ রহমানী
রামাযানের সাধনা
পাঁচ সিকা

আমলে হজ্জ
এক টাকা

প্রাপ্তিস্থান : আল্‌ হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, পাবনা।

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth Regd. No. DA—130

জাতির খেদমতে—

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেবের

দুই নবতম অবদান

১। তারাবীহ

তারাবীহর নমায, জামাআত, ও রাকআত সম্পর্কিত মছআলার বিশদ আলোচনা, বিচার ও মীমাংসা।

মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

কোরআন মজীদ, ১৮ খানা হাদীছগ্রন্থ, ৯ খানা হাদীছের ভাষ্যগ্রন্থ, ৪ খানা অভিধান ও তফছীরগ্রন্থ, ৫ খানা চরিতাভিধান, ১০ খানা ফত্ওয়া ও ফিক্‌হের গ্রন্থ, ৩ খানা অছুলে হাদীছেরগ্রন্থ ও ১ খানা অছুলে ফিক্‌হের গ্রন্থ মন্থন করিয়া বিশুদ্ধ দলীল ও অকাট্য যুক্তিসহ প্রমাণিত করা হইয়াছে :

রামাযানের রাত্রে জামাআতের সহিত
তারাবীহপড়া কি ও কেন
এবং
রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নত মোতাবেক
তারাবীহর রাক্‌আত সংখ্যা কত ?

২। মুছাফাহা

ইছলামী অভিবাদনের দুই অঙ্গ—ছালাম ও মুছাফাহা। উহার উদ্দেশ্য পারস্পরিক শান্তি কামনা ও মঙ্গলাচরণ।

কিন্তু উহার শেষাঙ্গ—মুছাফাহার পদ্ধতি অর্থাৎ উহা দ্বিহস্ত, ত্রিহস্ত, চতুর্হস্ত না কাচিমার্কা ইহা লইয়া মুছলিম সমাজে স্থানে স্থানে মঙ্গলের পরিবর্তে অযথা বাগ্‌বিতণ্ডা ও অনর্থপাতের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

মুছাফাহার এই পদ্ধতি সম্বন্ধে মুছলমানগণের ভ্রান্তধারণা নিরসনের মহৎ উদ্দেশ্যে বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া দ্বাদশটি হাদীছ, ফিক্‌হগ্র. ঃ শরীঅতাভিজ্ঞ বিভিন্ন মযহবের ৭ জন সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বানের উক্তি প্রভৃতি দ্বারা—

মুছাফাহা শুধু দক্ষিণ হস্তে না উভয় হস্তে—এই বহু বিশ্রুত সমস্যার সঠিক সমাধান করা হইয়াছে।

মূল্য ছয় আনা মাত্র।

প্রত্যেক আলেম, ইংরাজী শিক্ষিত এবং সর্বসাধারণ মুছলমানের পড়ার, মুতালাআর এবং প্রতি গৃহে ও গ্রন্থাগারে রাখিবার মত বই

প্রাপ্তিস্থান :—আল-হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, পাবনা।

Printed & Published by M. A. Kafee Al-Quraishee at Al-Hadeeth Printing and Publishing House from the office of East Pakistan Jamiati Ahli-Hadeeth, Pabna, Pak-Bengal. (E. P.)

www.ahlehadeethbd.org